এডগার রাইস বারোজের

টারজান ট্রায়ামফ্যান্ট অবলম্বনে টারজান-৩

হারানো সাম্রাজ্য

রূপান্তর করেছেন

রকিব হাসান

পাহাড়ঘেরা দুর্গম রাজ্য মিডিয়ান।
সেখানে আটকা পড়লো সুন্দরী বারবারা কলিস।
ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে তাকে,
হত্যা করা হচ্ছে ক্রুসে আটকে।
ভয়ংকর বেবুনের দল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো
বনের রাজা টারজান।
রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে আছে সবাই—
কি হয়! কি হয়!

টাকা মাত্র

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
শো-রুম : ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১

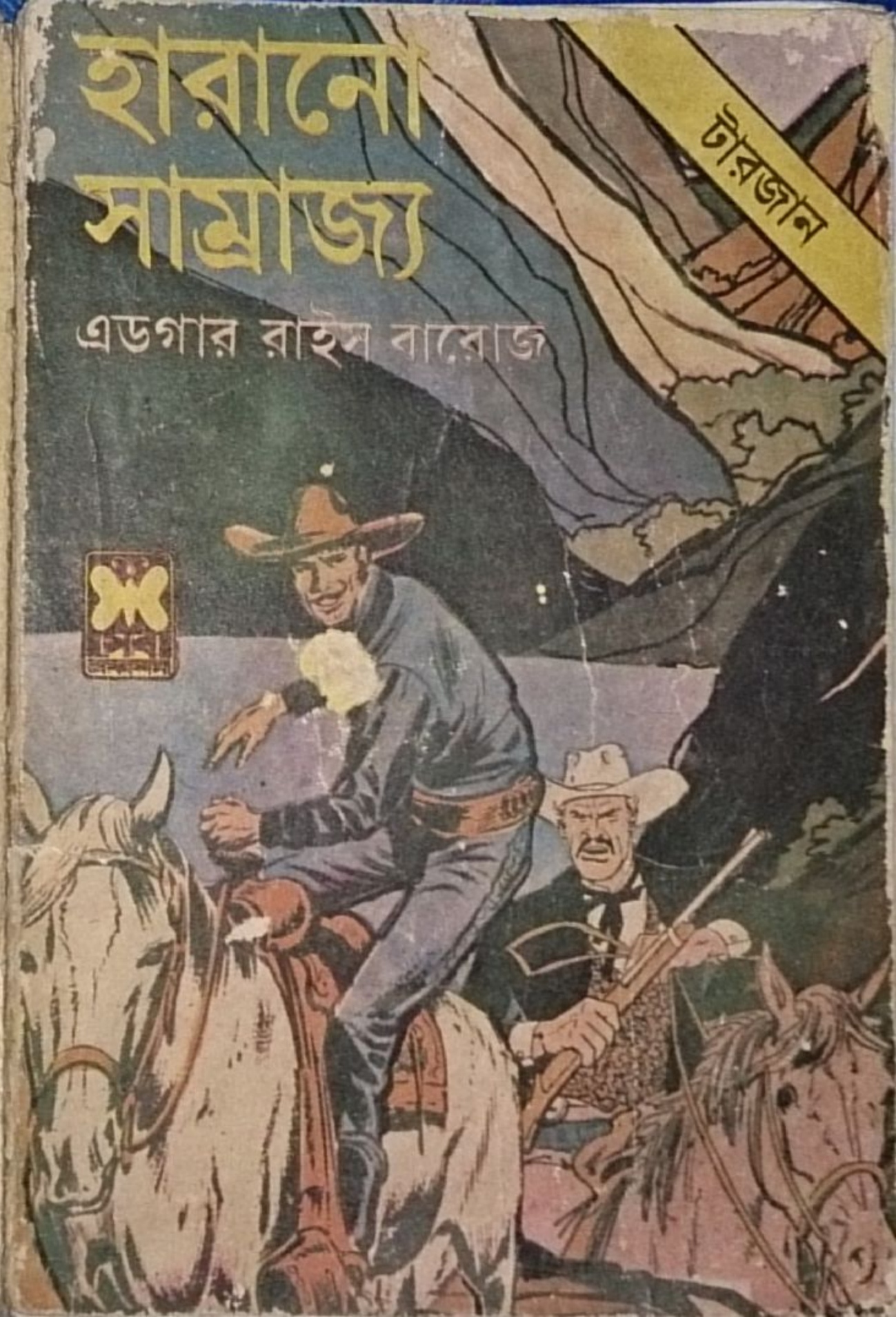

গোড়ার কথা ঃ

আজ থেকে প্রায় উনিশশো বছর আগে। এক নতুন ধর্ম প্রচারের জন্যে রোম শহরে এসেছিলেন টারমাসের পল। ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে নৃশংসভাবে নিহত হলেন তিনি।

জীবন দিয়েছিলেন বটে, তবে একেবারে বিফল হননি পল। বেশ কিছু লোককে নতুন ধর্মে দীক্ষিত করে গেলেন। তাদের মাঝে এক-জন, তরুণ আঙ্গাসটাস। বাড়ি ইফেসিয়ায়। প্রখ্যাত ওনেসি ফোরাস পরিবারের লোক। অত্যন্ত খেয়ালী এই যুবকের একটা বাজে রোগ ছিলো, মৃগী রোগ।

সমাজ-সংসার সব ছেড়ে পথে নামলেন আঙ্গাসটাস ধর্ম আর ঈশ্বরের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে। বাধা এলো দেবত:-পুজারীদের কাছ থেকে। উঁচু উঁচু মহলের লোক একেকজন। পলের কপালে কি ঘটেছে, নিজের চোখে দেখেছেন তিনি। কাজেই ইফেসিয়া ছেড়ে পালালেন আলেকজান্দ্রিয়ায়, ছোট্ট এক জাহাজে করে। পথে, রোডস দ্বীপে থেমেছিলো জাহাজ। ওখানেই আদিবাসীদের এক স্বর্ণকেশী অপরূপ সুন্দরীকে পছন্দ হয়ে যায়। কিনে নিয়ে নতুন ধর্মে দীক্ষিত করলেন তাকে।

আলেকজান্দ্রিয়াতেও সুবিধে করতে পারেননি আঙ্গাসটাস। অব-শেষে মেমফিস আর থীবীর মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছিলেন পৃথিবীর অন্ধকারতম মহাদেশ আফ্রিকায়। তারপর ? তারপর কি ঘটেছিলো তাদের ভাগ্যে ? ঐতিহাসিকরা ধরেই নিয়েছেন, হিংস্র জানোয়ার কিংবা মানুষখেকো জংলীদের কবলে মৃত্যু ঘটেছে তাদের। সত্যিই

কি ভাই!

আসুন, শোনা যাক এক রোমহর্ষক অভিযানের কাহিনী। তাহলে নিজেরাই বুঝতে পারবেন, কি ঘটেছিলো সেই তরুণ ধর্ম-প্রচারক আর তাঁর সঙ্গিনীর ভাগ্যে···

এক

মস্ত বড়লোক হুইমজের প্রথম আর্ল। ব্যবসা করে কোটি কোটি ডলার কামিয়েছেন। তারপর দরাজ হাতে দান করেছেন বিভিন্ন লিবারাল পার্টিতে। ফলে, অতি সহজেই আর্ল খেতাব জুটে গেল তাঁর নামের শুরুতে। একমাত্র মেয়ে, অপরূপ সুন্দরী। নাম, বারবারা কলিস। শিক্ষিতা, দুঃসাহসী, অভিযান প্রিয়। তাকে দিয়েই শুরু করছি এ-কাহিনী···

আফ্রিকা। সকাল। সূর্য উঠেছে ঘন্টাখানেক আগে।

আকাশের অবস্থা বিশেষ সুবিধের না। মাঝে মাঝেই কালো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে সূর্য। ঘেঞ্জি পর্বতমালার বিশাল চূড়াগুলোর ওপরে ঘনকালো মেঘ। গোড়ার উপত্যকাগুলোতে ছায়া। নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশ।

হঠাৎ শোনা গেল একটা মৃদু গুঞ্জন। কালো মেঘের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়লো ওটা। অনেক ওপরে ছোট্ট রূপালী একটা আকাশযান। চক্কর মারছে ঘেঞ্জি পর্বতমালার একটা বিশেষ চূড়ার

চারপাশে। একবার সরে যাচ্ছে দূরে, আবার এগিয়ে আসছে। একটা বিমান।

সকালের কুয়াশা পুরোপুরি কাটেনি এখনো। মেঘের আড়ালে আবার ঢাকা পড়ে গেছে সূর্য। নিচের কিছুই দেখা যাচ্ছে না স্পষ্ট। দুশ্চিন্তা বাড়ছে বারবারা কলিসের। খানিক আগে বিগড়ে গেছে কম্পাস। কেন, বুঝতে পারছে না। হয়তো নেহাতই দুর্ভাগ্য। এই মাত্র খেয়াল করলো, তেলও ফুরিয়ে এসেছে। পথ হারিয়েছে বারবারা। মেঘের ভেতরে চক্কর দিচ্ছে বিমান নিয়ে। জায়গা খুঁজছে ল্যাণ্ড করার। খুব বেশি সময় নেই হাতে। যে কোনো মুহূর্তে খুক করে কেশে উঠে বন্ধ হয়ে যেতে পারে ইঞ্জিন।

কায়রো থেকে একা প্লেন নিয়ে আকাশে উঠেছে বারবারা। চলে যেতে চেয়েছিলো উত্তমাশা অন্তরীপের কাছাকাছি। এই ঘেঞ্জি পর্বতমালার ওপর দিয়ে শর্টকাট পথ। কিন্তু হঠাৎ এভাবে গোলমাল শুরু করবে বিমান, কল্পনাও করেনি। তাহলে ঘুরপথেই থেমে থেমে এগিয়ে যেতো। এখন আর ওসব ভেবে লাভ নেই। কি করে বিমানটাকে বাঁচানো যায়, সে চেষ্টাই করতে হবে।

কিন্তু কি চেষ্টা করবে? নিচে পর্বতের উঁচুনিচু চূড়া ছাড়া সমতলের চিহ্নও নেই। এসব জায়গায় ল্যাণ্ড করা তো দূরের কথা, বেশি নিচেই নামানো যাবে না। পাহাড়ের গায়ে বাড়ি খেয়ে চুরমার হয়ে যাবে বিমান। নাহ্, এখন মনে হচ্ছে, বাবার নিষেধ মানাই উচিত ছিলো তার। এভাবে অজানা অচেনা পথে বিমান চালাতে

বার বার বাধা দিয়েছেন আর্ল কলিন্স, শোনেনি মেয়ে। এখন পড়েছে বিপদে।

বয়েস কম, কিন্তু ক্ষুরধার বুদ্ধি বারবারার। মাথা ঠাণ্ডা রাখলো। খুব ধীরে ধীরে নামাতে শুরু করলো বিমান। শাঁ করে পাশ কাটিয়ে এলো একটা চূড়াকে। নেমে চললো নিচে। সামনে আরেকটা চূড়া। ওটাকেও পাশ কাটিয়ে এলো। কয়েক মাইল সরে চলে এলো বড় চূড়াটার কাছ থেকে। হঠাৎ যেন যাদুমন্ত্রের ছোঁয়ায় দূর হয়ে গেল কুয়াশা। নিচে কি যেন চকচক করছে, সমতল। হ্রদ-টদ জাতীয় কিছু? বোঝা যাচ্ছে না। ওটার দিকে চেয়ে থাকায় সামনে নজর রাখতে পারলো না। যখন চোখ তুলে তাকালো, মাত্র শ'খানেক গজ দূরে রয়েছে চূড়াটা। ধড়াস করে উঠলো বুকের ভেতর। পাশ কাটানোর চেষ্টা করলো, পুরোপুরি পারলো না। ঘষা লেগে ছিঁড়ে গেল সামনের এক ডানার অর্ধেকটা। ঠিক ওই মুহূর্তে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতোই যেন কেশে উঠলো বিমানের ইঞ্জিন।

আর কোনো উপায় নেই। বাঁচতে চাইলে প্যারাসুট নিয়ে ঝাঁপ দিতেই হবে। চিন্তা করার সময় নেই। নাক নিচু হয়ে গেছে বিমানের। ঝড়ের গতিতে এগিয়ে আসছে যেন আরেকটা চূড়া। ধাক্কা দিয়ে পাশের দরজা খুলে শূন্যে ঝাঁপ দিলো বারবারা। কালো মেঘ গ্রাস করে নিলো তাকে নিমেষে।

এক··· দুই···তিন···করে গুনে চললো। ঠিক দশ গোনার মাথায় খুলে গেল প্যারাসুট। নিচে নামতে নামতে দেখলো বারবারা, সামনের পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ছাতু হয়ে যাচ্ছে বিমানটা···

ডক্টর লাফায়েৎ স্মিথ, ফিল শেরিডান সামরিক বিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিদ্যার অধ্যাপক। শান্ত, ভদ্র এক বিজ্ঞানী। বয়েসে তরুণ। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। তার ধারণা, চোখে বেশি পাওয়ারের গ্লাসের চশমা না থাকলে, ভারিক্কি ভাবটা বাড়ে না মানুষের। তার এই ধারণা জন্মানোর পেছনে কারণও আছে।

মাত্র সতেরো বছর বয়েসে অসাধারণ ভালো রেজাল্ট করে গ্র্যাজুয়েট হয়েছে স্মিথ। তারপর পুরো চারটে বছর অমানুষিক পরিশ্রম করেছে ডক্টরেট পাবার জন্যে। পেলোও। কিন্তু একুশ বছর বয়েসেও ষোলো বছরের কিশোরই রয়ে গেছে। লাজুক স্বভাব। ফলে উচ্চশিক্ষিত হয়েও চাকরির ব্যাপারে খুব একটা সুবিধে করতে পারলো না।

বড় ইচ্ছে ছিলো স্মিথের, ডক্টরেট পাবার পর, নামজাদা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা আর অধ্যাপনা করে কাটিয়ে দেবে বাকি জীবনটা। কিন্তু হলো না। স্বাস্থ্য ভালো, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, উচ্চ শিক্ষা, সব কিছু থাকার পরেও শুধু বাচ্চা-বাচ্চা ওই চেহারার জন্যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ঠাঁই মিললো না তাঁর। অবশেষে নিলো চশমা। কাচ দেখলে অবশ্যি মনে হয় খুব বেশি পাওয়ার। কিন্তু পাওয়ার নেই, কথাটা জানে শুধু দুজন : স্মিথ নিজে, আর চশমার দোকানদার। চশমা নিয়ে অবশেষে চাকরি একটা পেলো। সাধারণ একটা সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজ। শুধু জেদের বশেই নিলো চাকরিটা। ইচ্ছে, সাধারণ স্কুলে থেকেই অসাধারণ কিছু করে তাক লাগিয়ে দেবে বিশ্ববিদ্যালয়কে।

শিগগিরই এসে গেল মস্ত সুযোগ। বিশেষ এক অভিযানে পাঠাতে চাইছে স্মিথকে সামরিক স্কুল। যেতে হবে আফ্রিকায়। বিশাল বিশাল গ্রস্ত উপত্যকাগুলো নিয়ে গবেষণা চালাতে হবে। ওগুলোর ব্যাপারে বিশেষ কিছুই জানে না এখনো বিজ্ঞানীরা, জানতে হবে স্মিথকে। ওসব অঞ্চল সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান বাড়ানোয় অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। সব খরচ-খরচা স্কুলের।

অভিযানে যাবার জন্যে তৈরি হতে লাগলো স্মিথ। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব, বেরিয়ে পড়তে চায় আফ্রিকার উদ্দেশে···

মস্কো, রাশিয়া।

স্ট্যালিনের দপ্তরে এসে প্রবেশ করলো লিও স্টাবুচ, দুর্ধর্ষ এক গুপ্তচর।

চোখ তুলে তাকানোর দরকার মনে করলেন না স্ট্যালিন। খস-খস করে কি লিখছেন। দাঁড়িয়ে রইলো স্টাবুচ।

লেখা শেষ করে বললেন স্ট্যালিন, 'বসো।' একটা ফাইল ঠেলে দিলেন স্টাবুচের দিকে। 'পড়ো আগে।'

দ্রুত পড়ে শেষ করলো স্টাবুচ, মুখ তুললো।

'বুঝতে পেরেছো? মুখে কিছু বলতে হবে আর?' প্রশ্ন করলেন স্ট্যালিন।

'না, কমরেড। প্রতিশোধ নিতে হবে আমাকে। বার বার বাধার সৃষ্টি করেছে লোকটা। নাক গলিয়েছে আমাদের ব্যাপারে। তাকে সরিয়ে দিতে হবে। এইতো?'

মাথা ঝোঁকালেন স্ট্যালিন। তারপর বললেন, 'ওভাবে কথা বলো না। অতো ছোটো করে দেখো না লোকটাকে। হতে পারে, বনমানুষের মাঝে মানুষ হয়েছে ও। কিন্তু রোকোফকে যেভাবে নাকানি-চোবানি খাইয়েছে···অনেক কিছুই করতে পারতাম আমরা, ও বাধা না দিলে। আবিসিনিয়া আর মিশরে আমাদের অভিযান সার্থক হয়ে যেতো এতোদিনে। যাকগে, ওসব বলে আর এখন লাভ নেই। আবার অভিযান চালাবো আমরা। তার আগেই সরিয়ে দিতে হবে লোকটাকে। পারবে তো?'

মাথা উঁচু করে বললো স্টাবুচ, 'আমি কি কখনো ব্যর্থ হয়েছি, কমরেড?'

উঠে এসে স্টাবুচের কাঁধে হাত রাখলেন স্ট্যালিন। 'সেজন্যেই তোমাকে পাঠাচ্ছি। দেশের মুখ রাখতে হবে তোমাকে।'

সেদিনই মস্কো ছাড়লো স্টাবুচ। একা। গোপনে। পাড়ি জমালো আফ্রিকার উদ্দেশে···

ঘেজি পাহাড়ের দক্ষিণে বনের রাজা টারজানের সাম্রাজ্য। তার সামনে হাঁটু মুড়ে বসে আছে এক কাফ্রি।

'বাওয়ানা,' কুর্নিশ করে বললো লোকটা, 'আমি কাবারিগা। বুঙ্গালোর বাঙ্গালো উপজাতির সর্দার। ভীষণ বিপদে পড়ে এসেছি আপনার কাছে, সাহায্য চাইতে। শুনেছি, বিপদে পড়ে কেউ সাহায্য চাইতে এলে, তাকে কখনো ফিরিয়ে দেন না আপনি। আমাদের সাহায্য করুন, বাওয়ানা, বাঁচান।'

'ওঠো,' গমগম করে উঠলো ভারি কণ্ঠস্বর। 'কি সাহায্য চাও?'

'আমরা শান্তিতে থাকতে চাই, বাওয়ানা। চাষবাস করি। মাংসের দরকার পড়লে শিকার করি। কখনো প্রতিবেশী কোনো জাতির সঙ্গে লাগতে যাই না। খুনখারাপিকে ঘৃণা করি। অথচ, কোত্থেকে এসে উদয় হয়েছে এক মহাবিপদ। একদল আবিসিনিয়ান দস্যু এসে মাঝে মাঝেই চড়াও হচ্ছে আজকাল আমাদের ওপর। নির্বিচারে লুঠতরাজ চালাচ্ছে। সমর্থ নারী-পুরুষকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দিচ্ছে বিদেশীদের কাছে। গোলাম হিসেবে পাচার করে দিচ্ছে দেশের বাইরে। আমাদের বাঁচান, বাওয়ানা!'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমি কি করতে পারি?'

'আমি নগণ্য কালো মানুষ, বাওয়ানা। কি করে সাহায্য করবেন, সে তো আমি বলতে পারবো না। শুনেছি, আপনার অসীম ক্ষমতা! বনের বাঘ সিংহ আপনার কথা শোনে, ভয়ে পথ ছেড়ে দেয়। যেভাবে পারেন, আমাদের বাঁচান, বাওয়ানা! বাঁচান!'

ভাবনা চলছে টারজানের মাথায়। জেন নেই। বাচ্চা হবে, তাই ফিরে গেছে ইংল্যাণ্ডে। বাচ্চা একটু বড় হলেই তাকে নিয়ে ফিরে আসবে আবার। হাতে কোনো কাজ নেই। বসে থেকে থেকে টারজানেরও ভালো লাগছে না কিছু। ওই গোবেচারা কাফ্রীটা আর তার গাঁয়ের লোকদের যদি কোনো উপকার করতেই পারে, ফিরিয়ে দেবে কেন?

'বেশ,' মনস্থির করে নিয়ে বললো টারজান, 'আমি যাবো তোমার দেশে।'

দুই

বিশাল এক মৃত আগ্নেয়গিরি। বিরাট জ্বালামুখটার কাছ থেকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে জমাট লাভার দেয়াল। ঠিক তার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে আব্রাহামের ছেলে আব্রাহাম। পেছনে, আশেপাশে ছোটো ছোটো বাড়িঘর, লাভার আস্তরণ কেটে তৈরি। ওখানে বাস করে এক প্রাচীন জাতি, মিডিয়ান।

আব্রাহামের সামনে এসে জড়ো হয়েছে গ্রামবাসীরা। হাঁ করে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। সবার মুখে একসঙ্গে খেলা করছে বিস্ময়, সন্দেহ, ভয়। জ্বালামুখটার ওপাশে আরেকটা পাহাড়-চূড়া। ওদিক থেকে ভেসে আসছে এক অদ্ভুত গুঞ্জন। এ শব্দ এর আগে কখনো শোনেনি তারা। ধরেই নিয়েছে, অশুভ কিছু একটা ঘটতে চলেছে।

সরে যাচ্ছে, আবার কাছে আসছে শব্দটা। মেঘের ভেতরে রয়েছে শব্দ সৃষ্টিকারী, তাই দেখতে পাচ্ছে না ওরা। ধীরে ধীরে পশ্চিমে সরে গেল শব্দটা, তারপর ফিরে এলো আবার। হঠাৎ চলে এলো একেবারে মাথার ওপর। কানে তালা লেগে যাবে যেন! ভয়ে, আতংকে মাটিতে উবু হয়ে শুয়ে পড়লো সবাই, সেজদার

ভঙ্গিতে। আবার শব্দটা সরে যেতেই মাথা তুললো।

ভয়ে ভয়ে আব্রাহামকে জিজ্ঞেস করলো একটা মেয়ে, 'প্রভু, ওটা কি? আমার বড় ভয় করছে!'

সঙ্গে সঙ্গে মুখ কালো করে ফেললো আব্রাহাম। 'যারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে, তাদের ভয় করতে নেই। অবিশ্বাসীদের মতো দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলেছো তুমি, নারী!'

'না না, প্রভু!' তাড়াতাড়ি বলে উঠলো মেয়েটা। ফেকাসে হয়ে গেছে মুখ। 'ঈশ্বরে পুরোপুরিই বিশ্বাস রয়েছে আমার!'

'চুপ করো, মার্থা,' গর্জে উঠলো আব্রাহাম। 'এখন ওসব বলার সময় নয়। হয়তো স্বয়ং ঈশ্বরই নেমে আসছেন স্বর্গ থেকে। পৃথিবীতে নামবেন। আমাদের শেষ বিচারের দিন বোধহয় এসে গেল।' শেষ দিকে গলা কেঁপে উঠলো তার।

উঠে দাঁড়ালো সবাই। আব্রাহামের নির্দেশে কাতার দিয়ে দাঁড়ালো। হঠাৎ এক কাতার থেকে মাটিতে পড়ে গেল একটা ছেলে। সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো, গাঁজলা বেরোতে শুরু করলো মুখ থেকে। ভীষণ ছটফট করছে।

মাথার ওপরে আবার ফিরে আসছে শব্দটা।

ওপর দিকে মুখ তুললো আব্রাহাম। প্রার্থনার ভঙ্গিতে দু'হাত তুলে জোরে জোরে বললো, 'হে ঈশ্বর, যদি সত্যিই আপনি এসে থাকেন, আপনার গোলামেরা আদেশ পালনে প্রস্তুত। আসুন, আদেশ দিয়ে কৃতার্থ করুন দাসানুদাসদের। আর যদি আপনি না হন, ওটা শয়তানের কোনো চক্রান্ত হয়, এই মহাবিপদ থেকে

রক্ষা করুন আমাদের !'

সামনের কাতারে দাঁড়িয়ে আছে এক বৃদ্ধ। চুলদাড়ি পেকে শাদা হয়ে গেছে। লম্বা লম্বা দাড়ি নেমে এসেছে বুকের ওপর। সে বললো, 'আমার মনে হয়, উনি গাব্রিয়েল !'

'আর ওটা ওঁর শিঙ্গার শব্দ !' বলে উঠলো এক বয়স্কা মহিলা। 'এখুনি হয়তো ধ্বংস হয়ে যাবে পৃথিবী ! হা ঈশ্বর, আমাদের শেষ বিচারের দিন কি এসেই গেল !'

'চু-প !' ধমকে উঠলো আব্রাহাম।

মাটিতে পড়ে ছটফট করেই চলেছে ছেলেটা। কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে যেন চোখ। হাত-পা খিঁচে চলেছে এক-নাগাড়ে। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে যেন। আশ্চর্য ! কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না তার দিকে।

কয়েক মুহূর্ত পরে আরেক কাতার থেকে পড়ে গেল আরেকজন। ছেলেটার মতোই অবস্থা তারও। হাত-পা খিঁচতে শুরু করলো, গাঁজলা বেরিয়ে এলো মুখ থেকে।

এরপর পটাপট পড়ে গেল আরো দশ-বারোজন। সবাই পুরুষ। দুটো মেয়েও পড়লো, তবে হাত-পা খিঁচলো না, মুখ দিয়ে গাঁজ-লাও বেরোলো না। শুধুই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে।

কেউ ফিরে তাকালো না। এটা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা, এখন আর চোখ তুলে তাকানোরও দরকার মনে করে না ওরা। আশ্চর্য এবং নতুন ঘটনা হলো আকাশের ওই অদ্ভুত শব্দ।

আবার মাথার ওপরে চলে এলো শব্দটা। থেমে গেল হঠাৎ

করেই। কয়েক মুহূর্ত পরেই বিকট একটা শব্দ, ভেঙে পড়ছে যেন ভারি কিছু।

হঠাৎই দেখতে পেলো ওরা জিনিসটা। কালো মেঘের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে একটা শাদা কিছু। দুলছে এপাশ ওপাশ। নিচে ঝুলে আছে ক্ষুদে একটা কি যেন ! নেমে আসছে ধীরে ধীরে।

ওটা দেখার পর পড়ে গেল আরো কয়েকজন।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো আব্রাহাম। দেখাদেখি আর সবাইও তাই করলো।

আকাশের দিকে দু'হাত তুলে কেঁদে ফেললো আব্রাহাম। বিড়বিড় করছে অদ্ভুত ভাষায়। তার দেখাদেখি সবাই কাঁদতে লাগলো। আতংকে চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসবে যেন।

নেমেই আসছে অদ্ভুত বস্তুটা। আরো নিচে নামার পর বোঝা গেল, বিশাল শাদা বস্তুর নিচের ক্ষুদে জিনিসটা আসলে একজন মানুষ। মেয়েমানুষ। কিন্তু ওভাবে নেমে আসছে আকাশ থেকে ! নিশ্চয় স্বর্গের দেবী ! চেঁচিয়ে উঠলো কেউ কেউ অস্বস্তিতে।

আব্রাহামও কেঁপে উঠলো হঠাৎ। লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। খিঁচতে শুরু করলো হাত-পা। গাঁজলা বেরিয়ে এলো মুখ থেকে।

অবাক বিস্ময়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছে প্রায় পাঁচশো নারী-পুরুষ-শিশু। ভাসতে ভাসতে 'দেবী' নেমে এলো পৃথিবীর বুকে। পা রাখলো মাটিতে। ভক্তিতে, শ্রদ্ধায় দেবীর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লো ওরা।

দ্রুতহাতে প্যারাস্যুটটা গা থেকে খুলে চারদিকে তাকালো বারবারা। বিশাল এক উপত্যকা। চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে আকাশ ছোঁয়া খাড়া পাহাড়ের দেয়াল। সামনে লুটিয়ে পড়া মানুষগুলোর দিকে চেয়ে বিস্মিত হলো। কি ভাবছে তাকে ওরা?

সবাই শ্বেতাঙ্গ! কালো আফ্রিকান নয়। কপালগুণে কোনো শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশে কি নেমে পড়েছে? কিন্তু তাই বা কি করে হয়? তাহলে তো তাকে এভাবে প্রণতি জানাতো না ওরা!

কয়েক পা সামনে বাড়লো বারবারা। মাথা তুলেছিলো কয়েকজন, চাপা আর্তনাদ করে আবার মাথা নুইয়ে ফেললো। শ্বেতাঙ্গ, কিন্তু কি বিচ্ছিরি চেহারা! লম্বা লম্বা চুলদাড়ি, নখ আর কিম্ভূত পোশাকের জন্যে আরো বেশি কুৎসিত দেখাচ্ছে। চুলে জটা পড়ে আছে অনেকের, সাবান কি জিনিস বোধহয় জানেই না এরা। ঈগলের মতো বাঁকানো নাকের তলায় থুঁতনিটা বিচ্ছিরি রকম চাপা। নেই বলেই মনে হয়।

কাতারে কাতারে সেজদা দিয়ে আছে ওরা। গোটা তিরিশেক মানুষ মাটিতে পড়ে ছটফট করছে, মৃগী রোগীর মতো, সবাই অবহেলা করছে ওদেরকে।

মাথা তুললো সোনালী-চুল একটা মেয়ে। বারবারার দিকে চেয়ে রইলো বড় বড় বাদামী চোখ মেলে। শংকিত চাহনি।

তার দিকে চেয়ে হাসলো বারবারা।

জবাবে মেয়েটাও হাসতে গিয়েই থেমে গেল। কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। দ্রুত একবার তাকালো পড়ে থাকা আব্রাহামের

দিকে। মস্ত কোনো অপরাধ করে ফেলেছে যেন।

হাত তুলে ওকে ডাকলো বারবারা।

উঠে দাঁড়ালো মেয়েটা। ভয়ে ভয়ে কাছে এসে দাঁড়ালো।

তার কাঁধে হাত রাখলো বারবারা। জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা কারা? এ-দেশের নাম কি?'

হাঁ করে চেয়ে রইলো মেয়েটা কিছুক্ষণ। তারপর অদ্ভুত এক ভাষায় কথা বলে উঠলো। কিছুই বুঝলো না বারবারা।

হঠাৎ সামনের কাতার থেকে উঠে দাঁড়ালো এক বৃদ্ধ। তাড়াতাড়ি এসে দাঁড়ালো মেয়েটার পাশে। কড়া গলায় কিছু একটা বললো, বুঝতে পারলো না বারবারা। তবে এটুকু বুঝলো, ধমকাচ্ছে বুড়ো। 'জেজিবেল' শব্দটা বুঝতে পারলো। অনুমান করে নিলো, ওটা মেয়েটার নাম।

ভয়ে ভয়ে পিছিয়ে গেল আবার স্বর্ণকেশী। মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলো।

দ্রুত চিন্তা চললো বারবারার মাথায়। একটা জিনিস বুঝে গেছে, এর আগে কখনো প্যারাস্যুট দেখেনি শ্বেতাঙ্গগুলো। তাকে আকাশ থেকে নেমে আসা অলৌকিক কিছু ভাবছে। লোকগুলো কেমন, ভালো না মন্দ, কিছু জানে না এখনো। ওদের ওই ভুল বোঝাকেই কাজে লাগাতে হবে কৌশলে। স্বর্ণকেশী মেয়েটাকে ভালো লেগে গেছে তার। ওকে রাখতে হবে সঙ্গী হিসেবে।

আবার হাত তুলে ডাকলো বারবারা।

বুড়োর দিকে তাকালো মেয়েটা। দ্বিধা করছে এগোতে।

এগিয়ে গেল বারবারা। মেয়েটার হাত ধরে টেনে নিয়ে এলো। বললো, 'তুমি আমার পাশে থাকো।'

ইংরেজী বোঝে না জেজিবেল। অনুমান করে নিলো, তাকে কাছে থাকতে বলছেন স্বর্গের দেবী। মনে মনে সাহস পেলো সে।

বুড়ো জিজ্ঞেস করলো, 'উনি কি বললেন, জেজিবেল? বুঝতে পারছে মনে হচ্ছে?'

'না' বলতে গিয়েও থেমে গেল জেজিবেল। সে হেসে ফেলেছিলো একটু আগে। এটা এক মস্ত অপরাধ ওদের সমাজে। ধর্মবিরুদ্ধ কাজ। এরজন্যে চরম শাস্তি পেতে হবে তাকে। এখন দেবীর ভয় দেখিয়েই ঠেকিয়ে রাখতে হবে ধর্মগুরুদের। বুড়োর দিকে চেয়ে বললো, 'বললেন, স্বর্গ থেকে এক বিশেষ বার্তা নিয়ে এসেছেন তিনি। আমার মাধ্যমে সেটা জানাবেন আপনাদেরকে।'

কেউ অবিশ্বাস করলো না জেজিবেলের কথা।

দেবীর দিকে একবার চেয়েই সঙ্গে সঙ্গে আবার চোখ ফিরিয়ে নিলো বুড়ো। তার দিকে কেমন এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন যেন দেবী। ঘৃণা ঝরছে? তাড়াতাড়ি বললো, 'আব্রাহাম কোথায়?' পরক্ষণেই চোখ পড়লো মাটিতে পড়ে ছটফট করছে আব্রাহাম। 'অ, জিহোভার সঙ্গে কথা বলছে! এখনো!'

'হয়তো দেবীর আগমনের কথা জানিয়ে দিচ্ছেন জিহোভা,' বলে উঠলো বুড়োর পাশের এক লোক। 'সেজন্যেই হয়তো ফিরে আসতে দেরি করছে আব্রাহামের আত্মা!'

'ঠিক,' বললো বুড়ো। পড়ে থাকা আব্রাহামের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, 'দেবীকে কেন, কি বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছেন, জিহোভাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিও, আব্রাহাম। তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। সব জেনেশুনেই এসো।'

'পিতা,' বলে উঠলো আরেক বুড়ো, 'দেবীকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি এভাবে। কোনো আদরযত্ন করছি না। মনে মনে উনি হয়তো রেগে যাচ্ছেন।'

'ঠিক, ঠিক বলেছো, টিথমি,' বলে উঠলো বুড়ো। গ্রামবাসীদের দিকে চেয়ে বললো, 'জলদি বাড়ি যাও। যে যা পারো নিয়ে এসো, দেবীকে উপহার দিতে হবে। নইলে রেগে যাবেন উনি।'

কেউ বাস করে লাভা কেটে তৈরি কুঁড়েতে, কেউ থাকে গুহায়। পড়ি-মরি করে ছুটলো সেদিকে সবাই।

জেজিবেল, বুড়োটা আর পড়ে থাকা মৃগী রোগীরা ছাড়া হঠাৎ কোনো কারণে ছুটে চলে গেল সবাই। কি করতে গেল ওরা? অবাক হয়ে ভাবছে বারবারা। কি ঘটবে, কিছুই বুঝতে পারছে না। তবে, পাওয়ার মতো তেমন কিছু করেনি এখনো লোকগুলো।

একটা জিনিস বেশ আশ্চর্য লাগছে বারবারার। জেজিবেল ছাড়া আর সব মেয়ের চুলই কালো। পুরুষদেরও তাই। মৃগী রোগীদের সবাই পুরুষ, একটা মেয়েও নেই। কেন? ইতিহাস জানা থাকলে, সহজেই বুঝে যেতো সে। বুঝে যেতো, সেই স্বর্ণকেশী আদি মাতার চেহারা পেয়েছে জেজিবেল, যে চলে এসেছিলো ধর্মপরায়ণ

আঙ্গাসটাসের সঙ্গে। যে আঙ্গাসটাসের চুল ছিলো কালো, নাক ঈগলের ঠোঁটের মতো, চিবুক ছিলোই না বলতে গেলে, যে ছিলো মৃগী রোগী।

কিন্তু মানুষগুলো গেল কোথায়? অশুভ কিছু ঘটবে না-তো? বুড়োটার দিকে তাকাতেই ইচ্ছে করছে না। ঘিন ঘিন করছে গা। আশপাশটা দেখতে লাগলো সে চেয়ে চেয়ে।

বিশাল এক উপত্যকা। চারপাশে পাহাড় আর পাহাড়। এতো খাড়া আর উঁচু, পেরোনোর উপায় নেই। উপত্যকার ঠিক মাঝখানে ছোট্ট একটা হ্রদ। লাভা প্রমাণ করছে, অগ্ন্যুৎপাত ঘটতো এক সময় এখানে। নিভে গেছে এখন আগ্নেয়গিরিটা। মানুষ বোধহয় আগ্নেয়গিরি মরে যাবার অনেক পরে এসেছে। কিন্তু ঢুকলো কোন পথে? কোনোরকম ফাটল বা গিরিপথ তো দেখা যাচ্ছে না! চিরদিনের জন্যে কি এই অদ্ভুত লোকগুলোর মাঝে বন্দি হয়ে গেল বারবারা?

ফিরে আসছে আবার লোকেরা। হাতে নানারকম জিনিসপত্র। বেশির ভাগই খাবার। কাঁচা তরকারি, ফল, মাছ। কারো হাতে বিশেষ গাছের আঁশ থেকে তৈরি কাপড়ের টুকরো।

ভয়ে ভয়ে এসে বারবারার পায়ের কাছে জিনিসগুলো নামিয়ে রাখলো ওরা। রেখেই সরে দাঁড়ালো। বুঝে গেল বারবারা, তাকে দেবী-টেবী গোছের কিছুই ভাবছে লোকগুলো। অনেক কষ্টে হাসি চাপলো সে।

ধীরে ধীরে রোগের প্রকোপ কমে যাচ্ছে রোগীদের। হাত-পা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসেছে কেউ কেউ। অবাক হয়ে তাকাচ্ছে দেবীর দিকে।

আব্রাহামেরও হুঁশ ফিরেছে। উঠে বসেছে। দুর্বলতা কাটতে সময় লাগবে আরো কিছুক্ষণ। ঠিকমতো কাজ করছে না বুদ্ধি।

মাথা ঝাড়া দিয়ে ঘোলাটে ভাবটা তাড়ালো সে। তাকালো দেবীর দিকে। চট করে মনে পড়ে গেল সব কথা। আকাশে ভীষণ শব্দ, তারপরই আঁধার হয়ে এসেছিলো দুনিয়া।

আব্রাহামের দিকে সবার আগে চোখ পড়লো বুড়োর। চেঁচিয়ে উঠলো, 'আরে, উঠে বসেছে আব্রাহাম। ঈশ্বরের কাছ থেকে ফিরে এসেছে তার প্রেতাত্মা! প্রার্থনা করো, প্রার্থনা করো সবাই।' বলতে বলতেই হাঁটু মুড়ে বসে পড়লো সে। দেখাদেখি আর সবাইও তাই করলো।

গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়ালো আব্রাহাম। ভাবখানা, যেন কি সাংঘাতিক এক কাজের কাজ সেরে এসেছে! ভারিকিচালে হেঁটে বেড়ালো প্রার্থনারত লোকগুলোর মাঝে। হঠাৎই চোখ পড়লো পাহাড়ের গোড়ায় দাঁড়ানো মেয়ে দুটোর দিকে।

থমকে দাঁড়ালো একবার আব্রাহাম। তারপর হাঁটতে শুরু করলো।

কাছে এসে দাঁড়ালো আব্রাহাম। দেবীকে দেখলো এক পলক। তারপর তাকালো জেজিবেলের দিকে। কড়া গলায় ধমকে উঠলো, 'এখানে কি? আর সবাই প্রার্থনা করছে, তুমি দাঁড়িয়ে আছো

কেন?'

দেবীর দিকে তাকালো একবার জেজিবেল। ঢোক গিললো।

প্রথম দর্শনেই লম্বা, রোগা লোকটাকে অপছন্দ করলো বারবারা। তার অতি চালবাজী দেখে তেতো হয়ে গেল মন।

এগিয়ে এলো লোকটা। ধমকের সুরে কি যেন বললো জেজিবেলকে। মেয়েটাকে চলে যেতে বললো?

তাড়াতাড়ি জেজিবেলের কাঁধে হাত রাখলো বারবারা। বললো, 'তুমি এখানেই থাকো।'

দেবী কি বললেন, বুঝতে পারলো না জেজিবেল। আব্রাহামকে আর সকলের মতোই সে-ও ভীষণ ভয় করে। কিন্তু দেবীর ছোঁয়া আর নরম গলায় সাহস পেলো মনে। চোখ তুলে তাকালো প্রধান ধর্মগুরুর দিকে।

'কি হলো? কথা বলছো না কেন?' আরো জোরে ধমকে উঠলো আব্রাহাম।

'খামোকা রাগ করছেন আপনি, পিতা,' শান্ত কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠ জেজিবেলের। 'জিহোভার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাবেন না।'

'কি···কি বলতে চাও?···জিহোভার ইচ্ছে সম্পর্কে আমাকে জ্ঞান দেবে···' রাগে কথা আটকে গেল তার।

'আপনি তো জানেন না, ঈশ্বর তাঁর বার্তা আমার মাধ্যমেই আপনাদেরকে জানানোর ব্যবস্থা করেছেন', ভয়ে বুক কাঁপছে

জেজিবেলের, কিন্তু গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে।

'তোমাকে!' চেঁচিয়ে উঠলো আব্রাহাম। 'সামান্য এক নারীকে? জানো না, ঈশ্বর কখনো মেয়েমানুষ পছন্দ করেন না! তাদেরকে ঘৃণা করেন!'

'তাই যদি হবে, দেবীকে পাঠিয়েছেন কেন? একজন দেবতাকেই তো পাঠাতে পারতেন!' মুখের ওপর জবাব দিয়ে দিলো জেজিবেল। এতো সাহস কোথায় পেলো, নিজেই ভেবে অবাক হলো।

'জোবাব!' বুড়োর দিকে ফিরে গর্জে উঠলো আব্রাহাম।

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল প্রার্থনা, মাঝপথেই। 'আমেন!' বলে উঠে দাঁড়ালো বুড়ো। এগিয়ে এলো পায়ে পায়ে।

'আমি যখন জিহোভার কাছে গিয়েছিলাম, কি কি ঘটেছে এখানে?' কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করলো আব্রাহাম।

'স্বর্গ থেকে শাদা গোল পাখিতে চেপে নেমে এসেছেন দেবী,' দেবীর দিকে চেয়ে একবার মাথা নোয়ালো জোবাব। 'সাধ্যমতো উপহার দিয়েছি আমরা তাঁকে। সন্তুষ্ট করতে চেয়েছি। কিন্তু খুশি হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে না!'

'এই মেয়েটা এতো সাহস পেলো কোথায়? আমার সামনে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের কথা শোনাচ্ছে, আমাকে শেখাচ্ছে!'

'হয়তো দেবীর কাছে!' বললো জোবাব। 'নেমেই উনি কাছে টেনে নিলেন মেয়েটাকে। জিহোভার ভাষায় কথা বলেন দেবী। আমাদের জেজিবেল সেটা বুঝতে পারে। নিশ্চয় ঈশ্বরের নির্দেশ

এমনি।'

'জিহোভার জয় হোক।' হঠাৎ নরম হয়ে গেল আব্রাহাম। চেহারায় ফুটলো ভয়। স্বর্ণকেশীর দিকে ফিরলো। 'জিহোভার গোলাম আমরা, আমাদেরকে ক্ষমা করুন উনি! জেজিবেল, দেবীকে বলো আমাদেরকে ক্ষমা করে দিতে। মুর্খ গোলাম আমরা, না জেনে অন্যায় করে ফেলেছি। ঈশ্বরের মধুর বাণী শোনাতে বলো আমাদেরকে। নগণ্য কীটানুকীটদের ধন্য করে দিতে বলো।'

বারবারার দিকে ঘুরলো জেজিবেল।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল আব্রাহামের, সবাই জানে, সে জিহোভার ভাষা বোঝে। যদি দেবীর কথা বুঝতে না পারে? তার ফাঁকিবাজী সব ফাঁস হয়ে যাবে গ্রামবাসীদের কাছে। তাড়াতাড়ি হাত তুললো সে, 'থামো, জেজিবেল! মিডিয়ান ছাড়া আর কোনো ভাষা জানো না তুমি। দেবীর সংগে কি করে কথা বলবে? তুমি যদি পারো, আমি পারবো না কেন? জিহোভা স্বয়ং কথা বলেন আমার সঙ্গে, দেবীও নিশ্চয় বলবেন?'

সর্বনাশ! দুরুদুরু করে উঠলো জেজিবেলের বুকের ভেতর। তার ফাঁকি ধরে ফেললো বুঝি আব্রাহাম। প্রায়ই নাকি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলে আসে সে। তবু, হাল না ছেড়ে শেষ চেষ্টা করে দেখতে চাইলো জেজিবেল। 'বেশ, পিতা, আপনি কথা বলুন। দেখুন, জবাব দেন কিনা দেবী। পরে কিন্তু আমাকে দুষতে পারবেন না।'

দ্বিধায় পড়ে গেল আব্রাহাম। জিহোভার ভাষা সে জানে না,

জানে শুধু মিডিয়ান। জেজিবেলকে পরীক্ষা করতে গিয়ে সে নিজেই ফেঁসে গেল না-তো? তাড়াতাড়ি বললো, 'দেবী যদি তোমাকেই তাঁর মাধ্যম পছন্দ করে থাকেন, আমার কথা বলা উচিত হবে না। উনি রেগে যেতে পারেন।'

'ঠিক, ঠিক বলেছো, আব্রাহাম,' বলে উঠলো জোবাব। 'খামোকা চটিও না দেবীকে। আমাদের সবারই অমঙ্গল টেনে এনো না। মাপ চাও, মাপ চেয়ে নাও তাঁর কাছে।'

'হে স্বর্গের দেবী!' বললো আব্রাহাম। 'হে ঈশ্বরের প্রেরিতা, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করে দিন এই অধমকে। বড় বেশি ধৃষ্টতা দেখিয়ে ফেলেছি। নিজগুণে ক্ষমা করে দিন! ঈশ্বরের অমৃত বাণী শুনিয়ে ধন্য করুন আমাদের!' হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রইলো সে।

কেমন এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন দেবী। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ালেন এদিক ওদিক। বিচিত্র ভাষায় বিড়বিড় করে কি বললেন।

ভড়কে গেল আব্রাহাম। দেবীর চাহনি বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলো, 'জেজিবেল, উনি কি বললেন?'

'কেন, পিতা, আপনি না ওঁর ভাষা বুঝতে পারেন?' পাল্টা প্রশ্ন করে বসলো জেজিবেল। ধর্মে এমনিতেই বিশেষ মতি নেই তার। আব্রাহামের কাজ-কারবার বিশেষ ভালো চোখে দেখে না। আজ কায়দামতো পেয়ে নিচ্ছে একহাত।

'অ্যাঁ···হ্যাঁ·· ইয়ে, মানে,' ঢোক গিললো আব্রাহাম। 'উনি··· উনি জিহোভার ভাষায় কথা বলেননি!' নিজের বোকামীতে নিজের

ওপরই ভীষণ চটে গেল প্রধান ধর্মগুরু। 'স্বর্গের চলিত ভাষায় বলেছেন। ঈশ্বর তো আবার সাধু ভাষা ছাড়া কথা বলেন না, ওটাই শিখিয়েছেন আমাকে।'

'ও! ঈশ্বর আর তাঁর সহকারীদের মাঝেই যে এতোটা অমিল, জানতাম না!' বললো জেজিবেল। আব্রাহামের দিকে চেয়ে বললো, দেবী বললেন, 'আপনার ওপর সন্তুষ্ট নন উনি। আপনাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। আমাকে সন্দেহ করছেন, এতেও ওঁর ভারি রাগ।'

জোরে জোরে মাথা নাড়লো আব্রাহাম। 'না না, আমি তোমাকে মোটেই সন্দেহ করিনি! ওঁকে বুঝিয়ে বলো সেকথা!··· আর কি কি বলেছেন উনি?'

'বলেছেন, মিডিয়ানদের একজন পিতার ওপরও উনি সন্তুষ্ট নন। মেয়েদেরকে খুব বেশি কষ্ট দেন আপনারা। ভালো খেতে দেন না, পরতে দেন না। হাসলে শাস্তি দেন···'

'কিন্তু হাসি তো পাপ···'

'কে বললো পাপ! দেবী তো নেমেই হেসেছেন আমার দিকে চেয়ে।'

'তাই নাকি? দেবী হেসেছেন!' বিশ্বাস করতে পারছে না আব্রাহাম। আবছা একটা সন্দেহ দোলা দিয়ে গেল তার কুটিল মনে। দেবী কি সত্যিই স্বর্গ থেকে এসেছেন?

'হ্যাঁ, দেবী হেসেছেন!' বললো জোবাব। 'জেজিবেলও হেসেছে!'

চুপ করে গেল আব্রাহাম। কি যেন ভাবলো এক মুহূর্ত। তারপর বললো, 'বেশ, ওঁকে বলো, আমাদের অন্যায় হয়ে গেছে। আর কখনো খাটাবো না তোমাদেরকে, শাস্তি দেবো না। ভালো খেতে দেবো, পরতে দেবো। এখন জেনে নাও ওঁর কাছ থেকে, ঈশ্বরের কি বাণী নিয়ে তিনি এসেছেন?'

দেবীর দিকে তাকালো জেজিবেল। মিডিয়ান বললে, সন্দেহ আরো বাড়বে আব্রাহামের। বুদ্ধিমতী মেয়ে সে। তার নিজের কাছেই দুর্বোধ্য কিছু শব্দ উচ্চারণ করলো জোরে জোরে। আড়চোখে তাকিয়ে দেখলো একবার, তাজ্জব হয়ে তার দিকেই চেয়ে আছে আব্রাহাম।

গ্রামের আর সবার মতো নয় স্বর্ণকেশী মেয়েটা, এতোক্ষণে বুঝে গেছে বারবারা। বুঝেছে, মেয়েটার মাধ্যমে তার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে আজব লোকগুলো। আরেকটা জিনিস খেয়াল করেছে, সে কিছু বললেই, ফিরে গ্রামবাসীদের কিছু বলছে মেয়েটা। নিশ্চয় কোথাও কিছু একটা গোলমাল রয়েছে। তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত বারবারা, মেয়েটা পুরোপুরি তার পক্ষে।

কথা থামালো স্বর্ণকেশী। তার দিকে চেয়ে বললো বারবারা, 'কি বলছো কিছুই বুঝতে পারছি না। চেহারা খুবই সুন্দর তোমার, গলার স্বরও ভারি মিষ্টি। ভাষা বুঝতে পারলে কাজ হতো।'

তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করলো আব্রাহাম, 'জেজিবেল, উনি কি বললেন?'

'উনি এখন খুব ক্লান্ত,' জেজিবেল বললো, 'পরে শোনাবেন ঈশ্বরের বাণী। অনেক দূর থেকে এসেছেন পাখিতে সওয়ার হয়ে। আগে বিশ্রাম নেবেন। ঘুমানোর জায়গা চাইছেন। উপহারগুলোও ওখানেই পাঠিয়ে দিতে বললেন। আর, আমি যেন সারাক্ষণ ওঁর সঙ্গে থাকি, এটাও বললেন।'

ব্যস্ত হয়ে উঠলো আব্রাহাম। তাড়াতাড়ি লোক পাঠালো তার গুহার পাশের গুহাটা পরিষ্কার করে সাজিয়ে-গুছিয়ে দিতে।

গুহামুখে দাঁড়িয়ে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা মনে পড়ে গেল বারবারার। এমনি গুহাতেই নিশ্চয় বাস করতো মানুষের পূর্বপুরুষ। জেজিবেলের পেছন পেছনে গুহায় ঢুকে পড়লো সে।

দুপুর হয়ে আসছে। খিদেও পেয়েছে। কয়েকটা ফল খেয়ে ঘাসের পুরু বিছানায় শুয়ে পড়লো বারবারা। পাশে বসলো জেজিবেল।

শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলো বারবারা, কোনোদিন কি মুক্তি পাবে এই পাহাড়ের বন্দিখানা থেকে! তার খোঁজ না পেয়ে নিশ্চয় লোক লাগাবেন বাবা। কায়রো থেকে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্যন্ত পুরো এলাকাটা চষে ফেলার ব্যবস্থা করবেন। হয়তো এখানেও এসে হাজির হতে পারে ওরা কোনোভাবে। তাহলে মুক্তি···ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়লো সে একসময়।

অনেক অনেকক্ষণ পর ঘুম ভাঙলো বারবারার। পাশে, তেমনিভাবে বসে রয়েছে জেজিবেল। মশালের আলোয় অপরূপ দেখাচ্ছে

তাকে। এই মেয়েটা ওই কুৎসিত মানুষগুলোর মাঝে কি করে এসে পড়লো, ভেবে আরেকবার অবাক হলো সে। ঠিক করলো, যে করেই হোক, জানতেই হবে এদের ভাষা।

বাইরে বেরোলো বারবারা। সূর্য অস্ত গেছে। রাত নামছে পাহাড়ঘেরা উপত্যকায়। কাউকেই দেখা গেল না। নিশ্চয় ঢুকে পড়েছে যার যার গুহা কিংবা লাভার ঘরে।

গুহায় এসে ঢুকলো আবার বারবারা। বেশ শীত শীত লাগছে। সমুদ্র-সমতল থেকে অনেক ওপরে বোধহয় এই জায়গাটা, তাই।

আগুন জ্বেলে দিয়েছে জেজিবেল। খেতে ইশারা করলো।

খেতে খেতেই ভাষা শেখার প্রাথমিক পাঠ চালালো বারবারা। একটা করে খাবার দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে, কি ওটার নাম। ওদের ভাষায় বলে নামটা জেজিবেল। সেটাকে আবার ইংরেজীতে বলে বারবারা। শিগগিরই গুহার ভেতরের জিনিসগুলোর নাম মিডিয়ান ভাষায় জানা হয়ে গেল তার, ইংরেজীতে জানা হয়ে গেল জেজিবেলের।

অনেক রাত অবধি চললো এই শিক্ষা। সারাটা দিন ঘুমিয়ে কাটিয়েছে, ঘুম এলো না আর বারবারার চোখে। ইশারায় জেজিবেলকে বেরোতে বলে বেরিয়ে এলো গুহার বাইরে।

অন্ধকার রাত। তারার আলোয় মৃদু চকচক করছে হ্রদের পানি।

হ্রদের নাম জানলো বারবারা, চিন্নেরেথ।

হঠাৎ আলো জ্বলে উঠলো গ্রামে।

অদ্ভুত এক কাণ্ড করলো জেজিবেল। বারবারার হাত ধরে এক-

টানে নিয়ে গিয়ে ঢুকলো গুহার ভেতরে। আতংক ফুটেছে চেহারায়।

কৌতূহল হলো বারবারার। জেজিবেলের শত নিষেধ সত্ত্বেও আবার বেরিয়ে এলো গুহার বাইরে।

বেশ কয়েকটা মশাল জ্বলে উঠেছে। হ্রদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কয়েকজন মানুষ। অনেকখানি এগিয়ে গেছে, পেছনে বারবারা আর জেজিবেলকে দেখতে পেলো না। একটা বাচ্চা ছেলের হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলেছে জোবাব। তার আগে আগে হাঁটছে আব্রাহাম।

কোমর সমান উঁচু একটা পাথরের চাঙড় হ্রদের পাড়ে। জোর করে ওটাতে তুলে চিৎ করে শোয়ানো হলো বাচ্চাটাকে। হাত-পা চেপে ধরলো দুজন লোক। অন্যেরা গোল হয়ে দাঁড়ালো চারপাশে, মশাল হাতে।

বেদিতে উঠলো আব্রাহাম। হাঁটু গেড়ে বসলো ছেলেটার পাশে। বিড়বিড় করে কি পড়লো। হাত ওপরে তুললো। মশালের আলোয় চকচক করে উঠলো হাতের জিনিসটা।

বিশাল এক ছুরি।

চমকে উঠলো বারবারা।

কেঁদে উঠলো ছেলেটা। ছটফট করছে ছাড়া পাবার জন্যে।

তুমুল গতিতে নেমে এলো আব্রাহামের হাতের ছুরি।

চাপা আর্তনাদ শোনা গেল ছেলেটার। নিশ্চয় গলা চেপে ধরা হয়েছে।

চোখ বন্ধ করে ফেললো বারবারা।

ঝপাং করে একটা শব্দ হলো। হ্রদের পানিতে ফেলে দেয়া হয়েছে রক্তাক্ত বাচ্চাটাকে।

আর ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না বারবারা। ছুটে এসে ঢুকলো গুহায়।

তিন

আরাম করে পা ছড়িয়ে ডেক চেয়ারে আধশোয়া হয়ে আছে বন্দুক-বাজ ড্যানি প্যাট্রিক। আপাতত শান্তির খোঁজে চলেছে সে। পোশাকের গোপন পকেটে লুকানো আছে বিশ হাজার ডলারের নোট। বগলের তলায় হোলস্টারে '৪৫ বোরের রিভলভার। জানে, আর হয়তো ওটা ব্যবহারের দরকার পড়বে না, কিংবা সুযোগ আসবে না। তবু, নাপিতের ক্ষুর-কাঁচির মতোই রিভলভারটা ছাড়তে পারেনি ড্যানি। শিকাগোতে ওটা ছিলো তার নিত্যসঙ্গী, বগলের নিচে রাখা অভ্যাস হয়ে গেছে। এখন না রাখলে কেমন খালি খালি লাগে।

শিকাগোর এক নামকরা ওস্তাদের কাছে কাজ শিখেছে ড্যানি প্যাট্রিক। কাজ মানে, নানারকম আগ্নেয়াস্ত্র চালানো, লুঠতরাজ এবং ডাকাতি। বেশ হাত পাকিয়ে নিয়েছিলো। ওস্তাদের আশীর্বাদে নামও ছড়িয়ে পড়ছিলো দ্রুত। কিন্তু উচ্চাকাঙ্খা একটু বেশি ড্যানির। যার ফলে ওস্তাদের সঙ্গেই বেঈমানী করার সিদ্ধান্ত নিলো একদিন।

আরেক দলের হয়ে নিজের দলের লুঠকরা ট্রাকই আবার লুঠ

করে বসলো, অনেকটা চোরের ওপর বাটপাড়ির মতো। প্রায় সেরে ফেলেছিলো, কিন্তু গোল বাধালো ট্রাক ড্রাইভার। ড্যানিকে চিনে ফেললো সে। তারমানে, ওস্তাদের কাছে চলে যাবেই খবর। এবং তার-পরের মানে খুব ভালোই জানা আছে ড্যানির। কোনো একটা সাজানো দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটবে তার। ওস্তাদ ছাড়বে না তাকে। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো ড্যানি। গুলি করে বসলো ড্রাইভারকে। সতর্ক ছিলো ড্রাইভার, ফলে বেঁচে গেল। পথের মোড়েই ছিলো পুলিশের গাড়ি। গুলির শব্দে ছুটে এলো।

মহা-সংকটে পড়ে গেল ড্যানি। পুলিশ এসে পড়েছে, দ্বিতীয়-বার আর গুলি করার সুযোগ মিললো না। দ্বিতীয় দলের কাছ থেকে অগ্রিম নিয়েছিলো বিশ হাজার ডলার। কাজ শেষ হলে পেতো আরো বিশ। সে টাকার আশা বাদ দিতে হলো তাকে। এক কাপড়েই পালালো শিকাগো ছেড়ে।

সোজা বন্দরে চলে এলো ড্যানি। ছাড়ি ছাড়ি করছে একটা জাহাজ। যাবে ইংল্যাণ্ড। সামান্যতম অক্ষরজ্ঞানই নেই তার, ভূগোল শেখা তো অনেক পরের ব্যাপার। বন্ধু-বান্ধবদের কাছে শুনেছে, লণ্ডন একটা শান্তির জায়গা। আমেরিকা থেকে অনেক দূরে। ওখানে পৌঁছাবে না ওস্তাদের হাত। লণ্ডন আর ইংল্যাণ্ড নামটা কানে বাজছে। ধরেই নিলো ড্যানি, ইংল্যাণ্ডের কাছাকাছিই কোথাও হবে লণ্ডন 'দেশটা'। কাজেই কোনোরকম দ্বিধা না করে চড়ে বসলো জাহাজে।

মাঝসাগরে রয়েছে বিশাল যাত্রীবাহী জাহাজ। ডেক চেয়ারে

বসে রোদ পোয়াচ্ছে ড্যানি। পরনে দামী সুট, বন্দরে কিনেছে। সুন্দর চেহারার সঙ্গে বেশ মানিয়ে গেছে। কিন্তু মোটেই ভালো লাগছে না তার। এভাবে সাহেবী পোশাক পরে চুপচাপ বসে থাকা, শান্ত পরিবেশ! একেবারে নিরস মনে হচ্ছে। কোনোরকম গোলমাল নেই, কোনো উত্তেজনা নেই। এটা একটা জীবন হলো নাকি? ইস্ ওস্তাদের সঙ্গে বেঈমানী করে কি ভুলটাই না করলো! পস্তাচ্ছে এখন।

যেদিকে চোখ যায় খালি সাগর আর সাগর। তৃতীয় দিনে একেবারে অস্থির হয়ে উঠলো ড্যানি। আর পারছে না। শিকাগোতে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে চুটিয়ে একটু আড্ডা, একটু মদ-টদ, রাতে কয়েক রাউণ্ড গোলাগুলি ছোঁড়ার জন্যে আঁইটাই করতে লাগলো মনটা। কিন্তু চাইলেই তো আর সব হয় না। সাঁতরে চলে যেতে পারবে না শিকাগোতে। সামনের বন্দরে জাহাজ বদলে হয়তো যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু গিয়ে দেখবে, অপেক্ষা করছে ওস্তাদ। সোজা একটা সীসার বুলেট ঢুকিয়ে দেবে বুক বরাবর। থাক বাবা, ফিরে গিয়ে কাজ নেই। কবরের নিঃসঙ্গতার চেয়ে জাহাজের নিঃসঙ্গতা অনেক ভালো। দীর্ঘশ্বাস ফেললো ড্যানি।

এই সময় পাশের আরেকটা চেয়ারে এসে বসলো ড্যানিরই বয়েসী আরেক যুবক। সুন্দর চেহারা। হেসে বললো, 'গুড মর্নিং। সুন্দর আবহাওয়া, না?'

কোনোরকম আগ্রহ প্রকাশ করলো না ড্যানি। পাল্টা গুড মর্নিং বলে ভদ্রতা প্রকাশের ধার দিয়েও গেল না। শুধু বললো, 'তাই

নাকি?' তারপরই আবার চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকালো দূরে দিগন্তের দিকে।

উপেক্ষা গায়েই মাখলো না ডক্টর লাফায়েৎ স্মিথ। হাতের মোটা বই খুলে পড়তে শুরু করলো। মুহূর্তে ডুবে গেল বইয়ের পাতায়। আশেপাশে আর কেউ আছে, খেয়ালই রইলো না।

সেদিনই দুপুরে। লাঞ্চের আগে, সুইমিং পুলের কাছে বসে আছে ড্যানি। দেখলো, সাঁতারের পোশাক পরে আসছে সকালের যুবক। সুইমিং পুলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো। চমৎকার স্বাস্থ্য। খুব ভালো সাঁতারু। রোদেপোড়া তামাটে চেহারা দেখে কেমন একটা একাত্মতা বোধ করলো বন্দুকবাজ। ভালো লেগে গেল যুবককে।

পরদিন সকাল। আগের দিনের চেয়ারটাতে ঠিক তেমনি ভাবে বসে আছে ড্যানি। বই হাতে তার পাশের চেয়ারে এসে বসলো স্মিথ। বন্দুকবাজের দিকে ফিরেও তাকালো না। পড়ায় মন বসালো।

সামান্য পাশে ঝুঁকলো ড্যানি। নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে পারে না সে সহজে, জানেই না। বন্দুক চালনা আর লুঠতরাজ ছাড়া আর কিছু শেখেনি ওস্তাদের কাছে। সোজাসাপ্টা কথা বললো, 'গুডমর্নিং। খুব সুন্দর সকাল, না?'

বই থেকে মুখ তুললো স্মিথ। ফিরে তাকিয়ে বললো, 'তাই নাকি?' আবার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকালো বইয়ের দিকে।

হো হো করে হেসে উঠলো ড্যানি। 'খুব একহাত বসলা নিলে,

বাওয়া। পোশাক-আশাকে তো মনে হচ্ছিলো পুরোদস্তর সাহেব। তা, কথা জানো বটে। তাছাড়া, গতকাল সাঁতার দেখলাম তোমার। ও-ব্যাপারে ওস্তাদ লোক।'

কোনোরকম আলাপ-পরিচয় নেই। নতুন একজন লোকের সঙ্গে এভাবে কথা বলছে যুবক। আশ্চর্য! এতোই অবাক হলো, হাত থেকে বই খসে পড়ে যাবার জোগাড় হলো লাফায়েৎ স্মিথের। চোখ তুলে চাইলো লোকটার শান্ত সরল মুখে অমায়িক হাসি।

'থ্যাংক ইউ। সাঁতার আমার খুব পছন্দ। ছোটোবেলা থেকেই।'

'অ। ওটাই তোমার পেশা! কিন্তু সাঁতার কেটে আর ক'পয়সা কামাতে পারো?'

হাঁ হয়ে গেল স্মিথ। লোকটা পাগল, না রসিকতা করছে তার সঙ্গে! সাঁতার কেটে পয়সা কামানো, মানে? 'আমি পেশাদার সাঁতারু নই। কোনো প্রতিযোগিতায় অংশ নিই না পয়সার বিনিময়ে।'

'তাহলে পালাচ্ছো কেন? চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে আমেরিকান।'

'পালাচ্ছি! কে বললো আপনাকে পালাচ্ছি? যাচ্ছি একটা কাজে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা। আমি একজন জিওলজিস্ট।'

'জিও···জিও···আরিব্বাপরে! কি সাংঘাতিক পেশা! নাম উচ্চারণ করতেই দাঁত ভেঙে যাচ্ছে! তো, বাওয়া, পয়সা কামানোর আর কোনো সহজ উপায় পেলে না? এতো কঠিন কাজ!' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে ড্যানির।

'পয়সা কামানোর জন্যে করছি না। নিছক শখ।'

'হ্যাঁ, তা হতে পারে,' মাথা দোলালো ড্যানি। 'শিকাগোতে অনেকেই নিছক শখের বশে মারগিট শেখে, বন্দুক চালানো শেখে। আচ্ছা, তোমার কাজটাতে দলবল লাগে? না একা একাই করতে পারো?'

'তা লোকজন, সাহায্যকারী লাগে বৈকি!' যুবককে ঠিক বুঝতে পারছে না স্মিথ। সামান্যতম ভদ্রতাজ্ঞানও যেন নেই! কিন্তু আশ্চর্য, এতোই সহজ-সরল ব্যবহার, রাগও করা যাচ্ছে না।

'আরে, তোমার নামটাই জানা হলো না এখনো,' বললো ড্যানি। 'যাচ্ছোই বা কোথায়?'

'লাফায়েৎ স্মিথ। লণ্ডনে যাবো।'

'ও, তাই নাকি? আমি তো ভাবছিলাম, বুঝি ইংল্যাণ্ডে যাবে। ওহহো, আমার নাম তো বললাম না। গানম্যান ড্যানি প্যাট্রিক।'

হাঁ করে চেয়ে রইলো স্মিথ। বোকা হয়ে গেছে যেন। লণ্ডন আর ইংল্যাণ্ডের ফারাক বোঝে না লোকটা? নাকি ইয়াকি করছে তার সঙ্গে! বললো, 'গানম্যান!'

'ওই এক-আধটু বন্দুক চালাতে পারি। তাই বন্ধুরা নাম দিয়েছে গানম্যান। 'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ভেবেছি ইংল্যাণ্ডে যাবে।'

'তাই তো যাচ্ছি।'

'কিন্তু বললে যে লণ্ডন? ইংল্যাণ্ড থেকে যাবে বুঝি?'

'কি যা-তা বকছেন? লণ্ডন একটা শহরের নাম। ইংল্যাণ্ডের রাজধানী। এটাও জানেন না নাকি?'

'হায় হায়! সত্যি তো! কি বোকার মতো কথা বলছিলাম। আসলে কি জানো, জীবনে এই প্রথম শিকাগোর বাইরে পা রেখেছি। আমার ধারণা ছিলো, ইংল্যাণ্ড আর লণ্ডন দুটো দেশ। তা, ভাই, আমাকে আপনি আপনি করছো কেন? বয়েস তো দুজনেরই এক। ইচ্ছে করলেই তো বন্ধু হয়ে যেতে পারি আমরা।'

ড্যানির সরল স্বীকারোক্তি খুব ভালো লাগলো স্মিথের। পছন্দ করতে শুরু করে দিয়েছে ইতিমধ্যে। 'ও, তাই বলো। তো, ইংল্যাণ্ডে কি অনেকদিন থাকবে?'

'আগে দেখি জায়গাটা কেমন লাগে।'

'আমার মনে হয় লণ্ডন ভালোই লাগবে তোমার।'

'লাগতেও পারে। না লাগলে অন্য কোথাও চলে যাবো। কেউ তো আর আটকাচ্ছে না। তুমি কি বেশিদিন থাকবে?'

'না।'

'ওখান থেকে কোথায় যাবে?'

'আফ্রিকা।'

'আফ্রিকা! ওই অন্ধকারের দেশ! ওখানে রাতদিনের কোনো বালাই নেই। সব সময়ই অন্ধকার থাকে, শুনেছি! বড় বড় সব পাহাড়ের মাথা থেকে নাকি ধোঁয়া আর আগুন বেরোয়। বিরাট সব দৈত্য-দানবের দেশ।'

হেসে ফেললো স্মিথ। 'তাই শুনেছো বুঝি?'

'কেন, তুমি শোনোনি?' জবাবের অপেক্ষা করলো না ড্যানি। 'ওসবে আমার কিছু যায় আসে না। দিন না থাকলে বরং ভালো।

অন্ধকার খুব পছন্দ আমার। ওস্তাদী মারার কেউ না থাকলে আরো খুশি আমি। তবে, পুলিশগুলোকে আমার ভারি অপছন্দ, ওই নিগ্রো পুলিশের কথা বলছি। কেমন কালো-কুচ্ছিত। মানুষের চেহারা নয়, একেবারে বানর!'

'আমি যেখানে যাবো, সেখানে পুলিশ থাকবে না। এতোদূরে যায় না আফ্রিকান পুলিশ। আসলে, যাবারই দরকার পড়ে না।'

'তাই নাকি? তাহলে তো খুব ভালো! তবে, থাকলেও কিছু এসে যায় না আমার। ওস্তাদকে ছাড়া আর কাউকে পরোয়া আমি করি না। তবে, পুলিশ না থাকলে খুবই ভালো। থামোকা ঝামেলা এড়ানো যায়?'

বোধশক্তি হবার পর থেকেই বইয়ের পাতায় মুখ গুঁজে কাটিয়েছে লাফায়েৎ স্মিথ। বাড়ি আমেরিকায়, অথচ আমেরিকান অপরাধ-জগৎ সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না সে। খবরের কাগজেও অপরাধের খবরগুলো এড়িয়ে যায়। খালি বিজ্ঞানের ওপর লেখাগুলো পড়েছে, পড়ে। ফলে, ড্যানি ঠিক কোন ধরনের মানুষ, বুঝতে পারলো না। পোশাকে-আশাকে চেহারায় ভদ্রঘরের শিক্ষিত ছেলে মনে হয়, অথচ কথাবার্তা ঠিক তার উল্টো। তবে মনটা সরল, এতোক্ষণ কথাবার্তায় এটা বুঝে গেছে স্মিথ পরিষ্কার।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কি ভাবলো ড্যানি। তারপর বললো, 'আচ্ছা, আফ্রিকা সম্পর্কে কিছু বলবে আমাকে? বিশেষ কিছুই জানি না। সিনেমায় যা এক-আধটু দেখেছি। শুধু পাহাড়-পর্বত-মরুভূমি আর জন্তুজানোয়ার। বাঘ, সিংহ, হাতি, হরিণ

এসব।'

সংক্ষেপে আফ্রিকা সম্পর্কে বললো স্মিথ। বেশির ভাগই বুঝলো না ড্যানি, তবু হুঁ-হ্যাঁ করে গেল, মাথা দোলালো মাঝে মাঝে বিজ্ঞের মতো। শেষে জিজ্ঞেস করলো, কেন যাচ্ছো ওখানে? শিকার?'

'অনেকটা সেরকমই,' জবাব দিলো স্মিথ। 'তবে জন্তুজানোয়ার নয়। পাথর।'

'হাহ্-হাহ্-হাহ্! কি যে বলো! পাথর আবার শিকার করবে কি? ওগুলোর কি প্রাণ আছে? তবে হ্যাঁ, দাম আছে বটে। আমার এক দোস্ত তার এক দোস্তকে খুন করে ফেলেছিলো মাত্র একটা পাথরের জন্যে!'

'ওই পাথর খুঁজতে যাচ্ছি না আমি।'

'তবে কি পাথর? হীরা খুঁজতে যাচ্ছো না?'

'না,' মাথা নাড়লো স্মিথ। 'কিছু কিছু বিশেষ পাহাড় আছে। ওগুলো কোন ধরনের পাথরে তৈরি, সেটা জানতে যাচ্ছি।'

'জেনে কি হবে? বিক্রি তো করতে পারবে না!'

'বিক্রি করার দরকারও নেই।'

'এ-তো ভারি মজার পেশা হে! বিক্রি করবে না, টাকা পাবে না, তাহলে চলছো কি করে? বাপের অনেক টাকা বুঝি?'

'না।'

'তাও নয়! বেশ আজব লোক তো হে তুমি!...একটা কথা কিন্তু ঠিক, দোস্ত, অনেক কিছু জানো তুমি! অনেক জ্ঞান। আফ্রিকা

সম্পর্কে একা যা জানো, আমার বাপ-দাদা চোদ্দ গুষ্টি তার এক আনাও জানে না। কোথায় শিখলে এতো কিছু?'

'বই পড়ে।'

'তাই নাকি!' চোখ কপালে তুললো ড্যানি। 'ওই সাদা কাগজ আর কালো ছাপার হরফ এতো কিছু জানে?'

মাথা ঝোঁকালো স্মিথ।

'এহ-হে! তাহলে তো বড়ো ভুল হয়ে গেল!' বললো ড্যানি। 'ছোটোবেলায় একটা বই ছিলো আমার, মা কিনে দিয়েছিলো। ওটা পড়া উচিত ছিলো। তাহলে অনেক কিছু জেনে যেতে পারতাম। যাকগে, ওসব নিয়ে ভেবে আর লাভ নেই এখন। তুমি মুখে মুখেই কিছু শেখাও আমাকে। ভাবছি, তোমার সঙ্গে আফ্রিকাতেই চলে যাবো। তা, দোস্ত দেশটা কতো বড়ো? শিকাগোর সমান হবে?'

'কি শিকাগোর সমান! পুরো আমেরিকার চারগুণ বড়ো!'

চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসবে যেন ড্যানির। 'অথচ ওখানে ওস্তাদ নেই! পুলিশ নেই!'

'থাকবে না কেন? আছে। তবে আমি যাবো এক পার্বত্য এলাকায়। ওখানে নেই।'

'খুব ভালো। আচ্ছা, দোস্ত, আমি যদি তোমার সঙ্গে যাই? না না, কোনো খরচ লাগবে না তোমার। আমার খরচ আমিই দেবো। চাইলে, কিছু বেশিও দেবো। প্রচুর টাকা আছে আমার সঙ্গে।'

ভাবছে স্মিথ। আশ্চর্য ওই যুবক! চোখের তারায় বরফের শীতলতা। অথচ সর্বক্ষণ হাসছে। বন্দুক চালাতে পারে। গায়ে জোরও

আছে বোঝা যায়। একে সঙ্গে নিয়ে গেলে ভালোই হয়। বিপদে-আপদে কাজে লাগবে। আফ্রিকার দুর্গম পাহাড়-জঙ্গলে থাকতে হবে অনেক দিন। এমন একজন সাথী পেলে মন্দ হয় না।

স্মিথকে ভাবতে দেখে ধরেই নিলো ড্যানি, টাকাপয়সার কথা ভাবছে। বলে উঠলো, 'খরচের কথা ভাবছো তো? ভাবছো আমি ফাঁকি দেবো?'

'আরে না না, ওসব ভাবছি না…'

'নিশ্চয় ভাবছো। কতোদিন থাকবে? সব মিলিয়ে কতো খরচ লাগবে একেকজনের?'

'ঠিক আমিও জানি না। তবে হাজার পাঁচেক লাগতে পারে।'

সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে নোটের তাড়া বের করে ফেললো ড্যানি। পাঁচ হাজার গুনে নিয়ে বাড়িয়ে দিলো স্মিথের দিকে। 'নাও। দরকার পড়লে আরো দেবো। আরো অনেক আছে এখানে।'

ড্যানির হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিলো স্মিথ। দলবল নিয়ে চলেছি। আর একজন বাড়লে তেমন বাড়তি খরচ লাগবে না। আমি ভাবছি …মানে, আমরা কেউ কাউকে চিনি না, আগে দেখিনি কখনো…'

'আরে ছত্তোর! এতো কথা হয়ে গেল, এখনো চেনার বাকি রইলো নাকি কিছু? ভারি মজার লোক তো হে তুমি! আসলে, আমার মনে হচ্ছে, ভেতরে কোথাও কোনো ব্যাপার রয়েছে। কোনো মূল্যবান জিনিসের খোঁজে যাচ্ছো তুমি। তাই আমাকে সঙ্গে নিতে ভয় পাচ্ছো…'

হেসে ফেললো স্মিথ। 'না না, তেমন কিছু না…'

'তাহলে আমি সঙ্গে যাচ্ছি তোমার। এই নাও, টাকাটা রাখো। নইলে ভরসা পাবো না।'

'বেশ,' হাত বাড়ালো স্মিথ। 'তাহলে এক হাজার দাও। বেশি না। ওতেই চুক্তি হয়ে যাবে আমাদের।'

'ঠিক আছে,' পাঁচ হাজার থেকে এক হাজার বের করে দিলো ড্যানি। 'তবে দরকার পড়লেই আরো চেও। লজ্জা করো না।'

টাকাটা নিয়ে পকেটে ভড়লো স্মিথ।

'তাহলে, বাওয়া, আজ থেকে আমরা দোস্ত। হাত মেলাও।'

এক দাগী আসামীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বসলো বিজ্ঞানী লাফায়েৎ স্মিথ, পি এইচ ডি, ডি এস সি।

চার

পেরিয়ে গেল কয়েক সপ্তাহ।

ট্রেনে করে, জাহাজে চেপে আফ্রিকার মাটিতে এসে পা রাখলো কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ। তিন বন্দরে নামলো ওরা। স্থানীয় লোক জোগাড় করে নিলো। তারপর রওনা হলো তিনটে সাফারি। তিন দলেরই লক্ষ্য, দুর্গম ঘেঞ্জি পর্বতমালা। একদলের কাছে আরেক দলের অস্তিত্ব অজ্ঞাত।

পশ্চিম থেকে যাচ্ছে লাফায়েৎ স্মিথ আর বন্দুকবাজ ড্যানি প্যাট্রিক।

পুব থেকে এগোচ্ছে রাশান গুপ্তচর লিও স্টাবুচ।

দক্ষিণ দিক থেকে চলেছেন বিখ্যাত ইংরেজ শিকারী, লর্ড প্যাসমোর। বন্ধু আর্ল কলিসের অনুরোধে বারবারা কলিসকে খুঁজতে যাচ্ছেন।

মাত্র কয়েকটা দিন পেরিয়েছে। এরই মাঝে দলের লোকের সঙ্গে মন কষাকষি শুরু হয়ে গেছে স্টাবুচের। প্রচুর টাকার লোভে প্রথমে আসতে রাজি হয়ে ছিলো কাফ্রীরা। কিন্তু এখন গভীর জঙ্গলে ঢুকে

ভয় পেতে শুরু করেছে।

বনের শুরুতে এক গাঁয়ের সীমানায় তাঁবু ফেলেছিলো দলটা। ওখানে শুনেছে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী। ঘেঞ্জি পর্বতমালার ওদিকে নাকি এসে আস্তানা গেড়েছে এক শ্বেতাঙ্গ। ভয়াবহ এক ডাকাত দলের সর্দার। প্রায়ই নিগ্রোদের গ্রাম আক্রমণ করে লুঠতরাজ চালাচ্ছে, যাকে পাচ্ছে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, উত্তরে বিক্রি করে দেবার জন্যে। ভয়ানক অত্যাচার করছে লোকের ওপর।

ব্যস, ওই গ্রাম থেকেই কেটে পড়তে চেয়েছিলো কাফ্রীরা। আরো অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে ওদেরকে আবার নিমরাজি করিয়েছে স্টাবুচ।

একদিন ঘেঞ্জি পর্বতের গোড়ায় এসে পৌঁছুলো দলটা। উত্তরে পাহাড়, ঢালু হয়ে উঠে গেছে। দক্ষিণে যতদূর চোখ যায়, শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। বন আর পাহাড়ের মাঝের উপত্যকায় খানিকটা ফাঁকা, গাছপালা নেই। শুধু তৃণভূমি। ওখানে চড়ছে জেব্রা আর নানা ধরনের হরিণ।

খানিক দূরে গোল হয়ে বসে জটলা করছে কাফ্রী কুলিরা। ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে জঙ্গল আর পাহাড়ের দিকে। ফিসফাস করে কি যেন আলোচনা করছে নিজেদের মাঝে।

তাঁবুর সামনে বসে ব্যাপারটা লক্ষ্য করলো স্টাবুচ। সন্দেহ হলো তার। ডেকে পাঠালো কুলি-সর্দারকে।

'কি আলোচনা করছে ওরা?' সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলো স্টাবুচ।

'ভয় পাচ্ছে ওরা, বাওয়ানা,' জানালো সর্দার।

'কিসের ভয়?' জানে, তবু জিজ্ঞেস করলো স্টাবুচ।

'ডাকাত, দাসব্যবসায়ীদের। গত রাতে পালিয়েছে আমাদের তিনজন কুলি।'

'কই, আমাকে তো জানাওনি?···যাক, মালের বোঝা এমনিতেই কমে এসেছে আমাদের। যারা আছে, তাদেরকে দিয়েই চলবে।'

'মনে হচ্ছে, আরো পালাবে, বাওয়ানা! আতংকিত হয়ে পড়েছে সবাই। আর এক পা সামনে বাড়তে চাইছে না।'

'বাড়বে···বেড়ে আরো বেশি করবে!' কঠিন গলায় বললো স্টাবুচ। 'কথা না শুনলে চাবকে পিঠের ছাল তুলে ফেলবো··· সোজা মেরে ফেলবো গুলি করে।'

'আপনার চেয়ে অনেক বেশি ভয় পায় ওরা ওই দাস-ব্যবসায়ীকে, বাওয়ানা,' শান্ত কণ্ঠে বললো সর্দার।

কোনো কথা শুনতে চাই না আমি!' খেঁকিয়ে উঠলো স্টাবুচ। 'যত্তোসব আজগুবী গপ্পো শুনিয়ে মাইনে বাড়ানোর তাল? পিটিয়ে হাড় গুঁড়ো করে দেবো! হারামজাদারা! আবার যদি শুনি এসব কখনো···' কথাটা শেষ না করে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলো সে কি করবে।

'ঠিক আছে, বাওয়ানা, আপনার ইচ্ছে,' চলে গেল সর্দার। কুলিরা এরপর কি করবে, খুব ভালোমতোই জানা আছে তার।

পরের দিন আবার তাঁবু তুললো কুলিরা। মালপত্র মাথায় তুলে

রওনা হয়ে গেল উপত্যকা ধরে। সবে পা বাড়িয়েছে, এই সময় চেঁচিয়ে উঠলো একজন। 'ওই, ওইযে এসে গেছে ওরা! ডাকাত!' মাথার মাল ফেলে দৌড় দিলো সে। এক ছুটে ঢুকে পড়লো জঙ্গলে।

চমকে মুখ তুলে তাকালো স্টাবুচ।

মাইলখানেক দূরে পাহাড়ের ঢালে দাঁড়িয়ে আছে একদল ঘোড়সওয়ার। কারো হাতে রাইফেল, কারো বল্লম, তলোয়ার। এদিকেই ওরা চেয়ে আছে বলে মনে হলো।

আর এক মুহূর্ত দেরি করলো না কাফ্রীরা। মাথা থেকে ধুপধাপ সব মালপত্র ফেলে ছুটলো বনের দিকে।

আকাশের দিকে রাইফেল তুলে গুলি করলো ডাকাতদের সর্দার। তুমুল গতিতে ছুটে আসতে লাগলো দলটা। দেখতে দেখতে চলে এলো কাছে।

কিন্তু ততোক্ষণে সব ফাঁকা। একটা কুলিও নেই। সব পালিয়েছে। একা দাঁড়িয়ে আছে স্টাবুচ। বিমূঢ়।

রক্ত-পানি-করা চিৎকার করে ছুটে এলো ডাকাতেরা। ঘিরে ফেললো স্টাবুচকে। ভয়ংকর কুৎসিত চেহারা একেকজনের। দেখলেই ধড়াস করে ওঠে বুকের ভেতর। কিছু করার নেই। পালিয়ে বাঁচতে পারবে না এই অজানা অচেনা জঙ্গলে। অগত্যা ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো স্টাবুচ।

কাছে এসে রাশ টেনে ঘোড়া থামালো ডাকাত-সর্দার। লাল টকটকে চোখের দৃষ্টি দিয়ে বোধহয় পুড়িয়ে ছাই করার চেষ্টা

চালালো। কর্কশ গলায় বলে উঠলো কি যেন।

দুর্বোধ্য ভাষা। একটা বর্ণও বুঝলো না স্টাবুচ। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। জীবনে অনেক ভয়ংকর ঘটনার মুখোমুখি হয়েছে। কাজেই সাহস হারালো না সে।

স্টাবুচের অবিচল মূর্তি দেখে একটু যেন থিতিয়ে গেল সর্দার। নিজের লোকদের দিকে চেয়ে কি আলোচনা করলো।

সর্দারের সঙ্গে বোধহয় তর্ক জুড়ে দিলো এক ডাকাত। হাত-পা-মাথা নেড়ে জোরে জোরে কি সব বলছে। অবশেষে ঝটকা দিয়ে রাইফেল তুলে তাক করলো স্টাবুচের দিকে।

থাবা দিয়ে ডাকাতটার রাইফেল ধরা হাত সরিয়ে দিলো সর্দার। ধমকে উঠে বললো কি যেন। তারপর দলের আর সবার দিকে চেয়ে কিছু বললো।

হৈ-হৈ করে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো ডাকাতেরা। দুজন রাইফেলধারী এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো স্টাবুচের দু'দিকে। অন্যেরা ছুটে গেল পড়ে থাকা মালপত্রের দিকে।

দেখতে দেখতে সমস্ত জিনিস তুলে ঘোড়ার পিঠে চাপালো ওরা। দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধলো স্টাবুচের হাত। তাকে তুলে দিলো একটা ঘোড়ায়।

যেদিক থেকে এসেছিলো, সেদিকে রওনা হয়ে গেল আবার দলটা। স্টাবুচকে নিয়ে।

গাছের মগডালে বসে পুরো ঘটনাটাই প্রত্যক্ষ করলো একজোড়া

চোখ। কোনোরকম ভাবান্তর ঘটলো না তার চেহারায়।

ধীরে ধীরে ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলিয়ে গেল। উঠলো লোকটা। লতায় লতায় দোল খেয়ে প্রায় উড়ে চললো। এগিয়ে চলেছে গভীর বনের দিকে।

বনের ভেতরে একটুখানি খোলা জায়গায় জড়ো হয়েছে কাফী কুলিরা। ভয়ে কাঁপছে এখনো সবাই।

'জব্বর বাঁচা বেঁচে গেছি!' বলে উঠলো একজন। 'আরেকটু হলেই ধরে ফেলেছিলো!'

'কিন্তু কাজটা কি উচিত হলো?' বললো সর্দার। 'বাওয়ানাকে এভাবে একা ফেলে...'

'এছাড়া আর কি করতে পারতাম আমরা?' বলে উঠলো আরেক-জন। 'দাঁড়িয়ে থেকে অযথা জান দিতাম?'

'তবু,' বললো সর্দার, 'আমাদের ওপর ভরসা করেই এখানে এসেছিলো বাওয়ানা। রীতিমতো বেঈমানী করলাম আমরা। কাজটা মোটেই উচিত হয়নি।'

'বুঝতে চেষ্টা করো, গোলোবা,' বললো প্রথম লোকটা। 'ওরা ডাকাত। শ'খানেকের কম না। তাছাড়া সঙ্গে রাইফেল। কিছুই করতে পারতাম না আমরা। বাধা দিলেই গুলি করে মেরে ফেলতো। আর বাধা না দিলে ধরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দিতো।'

'ঠিকই, গোলোবা, ও ঠিকই...' কথা শেষ করতে পারলো না দ্বিতীয় কুলি।

গাছ থেকে হঠাৎ লাফিয়ে নামলো একজন মানুষ। বিশালদেহী এক দানব যেন। কোমরে জড়ানো চিতাবাঘের চামড়া। গায়ের রঙ ব্রোঞ্জের মতো চকচকে। লম্বা লম্বা চুল।

আঁতকে উঠলো কুলিরা। ভয়ে ভয়ে পিছিয়ে গেল সবাই।

'কে তোদের সর্দার?' কাফ্রীদের ভাষায় কথা বলে উঠলো অদ্ভুত লোকটা।

'আমি,' ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এলো গোলোবা।

'বাওয়ানাকে ছেড়ে পালিয়ে এলি কেন?'

বড় বেশি কড়া গলায় কথা বলছে আগন্তুক, ব্যাপারটা মোটেই ভালো লাগলো না গোলোবার। কে এই লোক? তাদেরকে এভাবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছে? সঙ্গে রাইফেল-বন্দুক কিচ্ছু নেই। শুধু কোমরে চামড়ার বেল্টে গোঁজা একটা ছুরি। সাহেবদের মতো পোশাকও নেই গায়ে। একে সমীহ করার তেমন কোনো কারণ নেই।

'সর্দার গোলোবার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবার তুমি কে-হে?' কড়া গলায় পাল্টা প্রশ্ন করলো সর্দার।

'গোলোবা,' শান্ত কণ্ঠে বললো আগন্তুক, 'বাওয়ানাদের সঙ্গে কি করে কথা বলতে হয়, তাও জানিস না?'

'তুমি, বাওয়ানা? হাঃ হাঃ হাঃ! বাওয়ানারা এভাবে ন্যাংটো হয়ে গাছে গাছে ঘোরে না। যাও যাও, বেশি কথা না বলে নিজের পথ ধরো।'

'আমাকে চিনতে পারিসনি তুই, গোলোবা, তাই এভাবে কথা বলছিস। নইলে টারজানের সামনে···'

'তুমি···আপনি··আপনি টারজান!' আঁতকে উঠেছে গোলোবা।

'হ্যাঁ, বনের রাজা টারজান।'

টারজানের পায়ের কাছে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লো গোলোবা। কাঁদো কাঁদো গলায় বলতে লাগলো, 'দোহাই, বাওয়ানা, আমাকে মাফ করে দিন! আমি চিনতে পারিনি। নগণ্য এই কাফ্রী কুলিকে মাফ করে দিন, বাওয়ানা!'

'ওঠো। উঠে দাঁড়াও। হ্যাঁ, এবার বলো, বাওয়ানাকে একা ফেলে পালালে কেন?'

পায়ে পায়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সব কুলিরা। কোনো অন্যায় না করলে টারজানের কাছ থেকে কোনোরকম বিপদের সম্ভাবনা নেই, জানা আছে ওদের।

'হুজুর, ওরা ডাকাত!' হাতজোড় করে বললো গোলোবা। 'সঙ্গে বন্দুক ছিলো। একশোজনেরও বেশি। তবু আমরা রুখে দাঁড়িয়েছিলাম। বীরের মতো লড়াই···'

'চু-প!' ধমকে উঠলো টারজান। 'মিছে কথা বললে জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলবো! গাছের ডালে বসে সব দেখেছি আমি। ওরা আক্রমণ করার আগেই পালিয়েছিলে তোমরা।'

'বাওয়ানা,' মাথা নিচু করে বললো গোলোবা। 'ওরা ডাকাত। দাসব্যবসায়ী। দাঁড়িয়ে থাকলে হয় মেরে ফেলতো, কিংবা ধরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দিতো। পালানো ছাড়া আর কি করতে পারতাম আমরা, বাওয়ানা?'

'হুঁ। ওরা ডাকাত, কার কাছে শুনেছো?'

'বনের ওপারে গাঁয়ের লোকের কাছে।'

'আর কি কি বলেছে ওরা?'

'বলেছে, ডাকাতদের সর্দার নাকি একজন শাদা বাওয়ানা।'

'হুঁ!' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো টারজান।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো কুলিরা। অবশেষে বললো সর্দার, 'বাওয়ানা, এবার আমরা যাবো? কে জানে, হয়তো আবার আসবে ধরতে!'

'না, ওরা আর আসবে মনে হয় না। তোমাদের বাওয়ানাকে ধরে নিয়ে পশ্চিম দিকে চলে গেছে ওরা। তো, ওই লোকটা কে? যে তোমাদেরকে নিয়ে এসেছে। কি করতে এসেছে এখানে?'

'অনেক অনেক দূরে, উত্তরের এক দেশ থেকে এসেছেন উনি,' বললো গোলোবা। 'জিজ্ঞেস করেছিলাম। জানালেন, তাঁর দেশ রাশিয়ায়।'

'কেন এসেছে?'

'তা-তো জানি না! জিজ্ঞেস করিনি। তবে শিকারে আসেনি, এটা ঠিক। একটা জানোয়ারও মারেনি পথে।

'হুঁহ! তাহলে কেন এলো।' আপন মনেই বললো টারজান। 'শিকারে আসেনি···'

'বাওয়ানা,' বলে উঠলো গোলোবা। 'বোধহয় আপনাকে খুঁজতেই এসেছেন উনি।'

'আমাকে খুঁজতে!'

'তাই মনে হচ্ছে। যেখানে যে গাঁয়েই থেমেছি, লোকদেরকে

ডেকে আপনার নাম বলেছে। কোথায় থাকেন, জানতে চেয়েছে। ঠিক, আপনাকেই খুঁজতে এসেছেন উনি। তাঁকে চেনেন নাকি, বাওয়ানা?'

এদিক ওদিক মাথা দোলালো টারজান। অবাক হয়েছে। রাশানদের সঙ্গে তার ভাবসাব মোটেই ভালো না। তাহলে তাকে খুঁজতে এলো কেন লোকটা?

কুলিদের দিকে তাকালো টারজান। 'ঠিক আছে, যাও তোমরা।'

পাঁচ

জঙ্গলের উত্তর সীমানার মাইল ছয়েক দক্ষিণে। উপত্যকাকে চিরে দু'ভাগ করে দিয়ে তরতর করে বয়ে চলেছে একটা পাহাড়ী নদী। উপত্যকার প্রান্ত থেকে শুরু হয়েছে বিস্তৃত তৃণভূমি। এগিয়ে গেছে দিগন্ত পর্যন্ত। তার ওপারেও রয়েছে তৃণভূমি, কিন্তু এখান থেকে দেখা যায় না আর।

এখানেই পাহাড়ের গোড়ায় তাঁবু ফেলেছেন লর্ড প্যাসমোর। সঙ্গের কুলিগুলো সব সৎ, স্বাস্থ্যবান, দুঃসাহসী। দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন আফ্রিকার দুর্গম অঞ্চলে। কি ধরনের লোক সঙ্গে নিতে হয়, খুব ভালোমতোই জানা আছে তাঁর।

তাঁবুর সামনে বসে আছেন প্যাসমোর। একটু দূরে রান্না করছে কুলিরা। আগুনের ধারে গোল হয়ে বসে হাসি-তামাশায় মশগুল।

খানিক আগে অস্ত গেছে সূর্য। দিগন্তের আকাশে এখনো রয়েছে লালিমা। ফিরে চলেছে তৃণভোজী প্রাণীর দল। ওরা দিবাচর। অন্যদিকে বন থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে আসছে নিশাচর তৃণভোজীরা। তাদের পেছনে পেছনেই বেরোবে হিংস্র, শিকারী

মাংসাশী জীবেরা।

এর আগে অনেকবার দেখেছেন প্যাসমোর, তবু আজ নতুন লাগছে। আসলে, রোজই নতুন লাগে আফ্রিকার সূর্যাস্ত, কখনো যেন পুরোনো হয় না।

সাঁঝ হলো। রাত নামলো। একটা ছটো করে তারা ফুটতে শুরু করলো আকাশে। খাবার দিতে বললেন লর্ড প্যাসমোর।

এই গহন বনের ধারেও নিখুঁত ডিনার সুট পরে খেতে বসলেন প্যাসমোর। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে বাচ্চা নিগ্রো ছেলেটা। তাঁর খাস চাকর। ফাইফরমাস খাটে, টুকটাক কাজ করে। এখন দাঁড়িয়ে আছে এটাওটা এগিয়ে দেবার জন্যে।

খেতে খেতেই ছেলেটাকে কিছু বললেন প্যাসমোর।

বেরিয়ে গেল ছেলেটা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসে ঢুকলো আবার।

তাঁবুর দরজায় এসে দাঁড়ালো লম্বা-চওড়া এক নিগ্রো জোয়ান।

'ডেকেছেন, বাওয়ানা?'

'হ্যাঁ,' লোকটার দিকে তাকালেন প্যাসমোর। কুচকুচে কালো মুখ, তবু সুন্দর তার চেহারা। মাথায় ঘনকালো কোঁকড়া চুল, খুলি কামড়ে আছে যেন। বড় বড় কালো চোখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ঝিলিক। 'এসো, ভেতরে এসো।'

ভেতরে এসে দাঁড়ালো লোকটা।

'নতুন কোনো খবর আছে?' জিজ্ঞেস করলেন প্যাসমোর।

'না, বাওয়ানা। পুব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ, কোনোদিক থেকেই কোনো খবর পাওয়া যায়নি। কপালটাই বোধহয় খারাপ এবার বাও-

য়ানার…'

'তাই তো মনে হচ্ছে।' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন প্যাসমোর। 'ঠিক আছে, দেখা যাক, কাল কি হয়। এতো সকালেই হতাশ…' তাঁর মুখের কথা মুখেই রইলো। জঙ্গলের ভেতর থেকে ভেসে এলো ঠা-ঠা-ঠা-ঠা শব্দ। একটানা। যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিলো, তেমনি হঠাৎই আবার থেমে গেল শব্দটা।

কান পেতে শুনছিলো লম্বা নিগ্রো। বললো, 'শুনলেন, বাওয়ানা।'

'হ্যাঁ। মেশিনগান। রাতের বেলা ওই গহনবনে মেশিনগান চালাতে এলো কে!'

'খোঁজ নেবো নাকি, বাওয়ানা?'

'না। এই রাতে ওখানে যাওয়া উচিত হবে না। সকালে যা করার করবো। এখন ঘুমাতে যাও তোমরা।'

লর্ড প্যাসমোরকে 'গুড নাইট' জানিয়ে বেরিয়ে গেল নিগ্রো কুলি-সর্দার।

'চমৎকার! এই না হলে জীবন!' খুব খুশি ড্যানি প্যাট্রিক। 'কয়েক হপ্তা পেরিয়ে গেল, এখনো পুলিশের টিকিটিও দেখলাম না!'

হাসলো লাফায়েৎ স্মিথ। 'পুলিশকেই যদি খালি ভয়, তাহলে আরো কয়েক হপ্তা নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে।'

গম্ভীর হয়ে গেল ড্যানি। 'পুলিশকে আমি ডরাই, এ-ধারণা

কেন হলো তোমার? আমার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নেই ওদের…' বলতে গিয়েই থেমে গেল সে, মনে পড়ে গেল গোপন কথা ফাঁস করে দিচ্ছে।

তাঁবুর সামনে ক্যাম্প চেয়ারে আরাম করে বসে আছে দুজনে। সূর্য অস্ত গেছে অনেকক্ষণ। অন্ধকার আকাশে তারার ঝিকিমিকি।

সিগারেট ধরালো ড্যানি। নীরবে টানলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, 'এতো শান্তি পেতে পারে মানুষ, কখনো কল্পনাই করিনি। আমেরিকা ছেড়ে আসার পর রড ভরারই সুযোগ পাইনি আর। বড় আশ্চর্য!'

'কি ভরার সুযোগ পাওনি?' অবাক হয়ে জানতে চাইলো স্মিথ।

'ইংরেজী বোঝো না নাকি? আরে বাবা, রড, রড, মানে রিভলভার-পিস্তল। এতো বই পত্তর পড়েছো, আর এটা জানো না? এতো শিকাগোর একটা বাচ্চা ছেলেও জানে। অবশ্য চোর-ডা…' আবার কথা শেষ না করেই থেমে গেল ড্যানি।

'এ-ক'দিনে তুমি কিন্তু অনেক কিছু শিখে ফেলেছো, ড্যানি।'

'কই আর শিখলাম? তবে, তোমার ব্যবসা শিখে আমার কাজও নেই। পকেটের পয়সা খরচ করে কাজ করবো, বিনিময়ে পাবো কিছু পাথর!…না, বাবা, ওসব আমার দরকার নেই। বন্দুক চালাতে শিখেছি। ওটা দিয়েই ওস্তাদের দোয়ায় যা আয় হয়…'

'ওগোনিয়ো কি বলেছে, শুনেছো? সত্যি হলে আবার "রড" ভরতে হবে তোমাকে…'

'কেন? পুলিশ?'

'আরে না না। তবে তারচেয়েও ভীষণ জীব…'

'পুলিশের চেয়ে ভীষণ জীব আর আছে নাকি?'

'আছে আছে। পুলিশ তো মানুষ, আমাদের মতোই মানুষ। কোনো অপরাধ না করলে তাদেরকে ভয় করার কোনো কারণ নেই। ভালো লোককে বরং সাহায্যই করে পুলিশ। কিন্তু এখানে যে জীব আছে, ওরা ভালোমন্দ বাছবিচার করে না…'

'সে কোন্ জীব?'

'সিংহ। সিংহের রাজত্বের কাছে চলে এসেছি আমরা। আর একদিন হাঁটলেই খোলামেলা তরাই অঞ্চলে পৌঁছে যাবো। ওখানে সিংহের আড্ডা।'

'ফুহ্!' হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো যেন ড্যানি। 'ওরা আবার ভীষণ হলো নাকি? পুলিশ আর আমার ওস্তাদের তুলনায় ওরা তো…' হঠাৎ থেমে গেল সে।

বিকট গর্জন করে উঠেছে কিছু একটা। সারা বন যেন কেঁপে উঠলো ভয়াবহ সেই হুংকারে। আঁতকে উঠলো যেন অন্ধকার রাত।

'সিম্বা! সিম্বা!' আগুনের ধারে এসে জড়ো হলো কুলিরা। থরথর করে কাঁপছে আতংকে।

'কি বলছে ওরা? কিসের ডাক?' জানতে চাইলো ড্যানি।

'সিংহ!' চাপা গলায় বললো স্মিথ। সে-ও ভয় পাচ্ছে।

'তাই নাকি?' এক লাফে উঠে দাঁড়ালো ড্যানি। ছুটে গিয়ে ঢুকলো তাঁবুর ভেতরে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এলো আবার।

হাতে একটা টমসন সাব-মেশিনগান। 'আসুক এবার ব্যাটা! ওস্তাদের মার টের পাবে।'

আবার গর্জে উঠলো সিংহ। আরো এগিয়ে এসেছে।

'মনে হচ্ছে ক্ষুধার্থ।' ফিসফিস করে বললো ড্যানি। 'এদিকেই আসছে!'

আগুনের আরো কাছে চলে এলো কুলিরা। পারছে না, নইলে আগুনের ভেতরেই ঢুকে পড়তো।

সঙ্গে কয়েকজন স্থানীয় শিকারীকে নিয়ে এসেছে স্মিথ। পুরোনো আমলের রাইফেলে গুলি ভরে তৈরি হলো ওরা। আগুনের ধারে এসে বনের দিকে মুখ করে বসলো। ওদের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না, সামনে সিংহ এসে লাফিয়ে পড়লে গুলি চালাতে পারবে। হাতে রাইফেল নিয়েও কুলিদের মতোই কাঁপছে ওরা। বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পারছে স্মিথ। একমাত্র ড্যানির ওপরই ভরসা এখন।

কুলি-সর্দারের দিকে এগিয়ে গেল ড্যানি। 'ওগোনিয়ো, কি ধরনের সিংহ ওটা, বলতে পারো? তোমরা তো এখানকার লোক, অভিজ্ঞতা বেশি।'

'খুব বড় মদ্দা সিংহ, বাওয়ানা,' ভয়ে ভয়ে বললো কুলি-সর্দার। 'মানুষকে ভয় পায় বলে মনে হয় না। তারমানে মানুষখেকো।' একটা ঝোপের দিকে চেয়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেল তার। ফিসফিস করে বললো, 'বাওয়ানা! ওই যে ঝোপটা! কিছু একটা নড়ছে মনে হয় ভেতরে!'

আগ্নেয়াস্ত্র খুব ভালো চালাতে পারে ড্যানি। শহরে লুঠতরাজ কিংবা খুনখারাপিতে লাগিয়ে দিলে, একাই একশো। কিন্তু এটা আফ্রিকার জঙ্গল। জীবনে এই প্রথম এসেছে। তাছাড়া শিকারী নয়। জঙ্গলের শিকার সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞানও নেই। ঝোপটার দিকে চেয়েও কিছুই বুঝতে পারলো না।

'কই? কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না আমি!' বললো ড্যানি।

'আছে, বাওয়ানা, ওটার ভেতরেই আছে!'

আর কিছু বললো না ড্যানি। হাঁটু গেড়ে বসে ঝোপটাকে লক্ষ্য করে চালিয়ে দিলো মেশিনগান। প্রচণ্ড ঠা-ঠা-ঠা-ঠা শব্দের মাঝে শোনা গেল একটা চাপা গর্জন। পরক্ষণেই ঝোপঝাড় ভাঙার আওয়াজ পাওয়া গেল। থেমে গেল মেশিনগান। ঝোপজঙ্গল ভেঙে তছনছ করে দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে যেন এক দানব। দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেলো শব্দটা।

'দিয়েছি লাগিয়ে,' মেশিনগানের গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বললো ড্যানি। 'মরবেই ব্যাটা।'

'আমার মনে হয় না।' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলালো স্মিথ। পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। 'বড়জোর আহত হয়েছে!'

'খুব একটা জখম হয়েছে বলে মনে হয় না, বাওয়ানা।' কালো মুখ আরো কালো হয়ে গেছে কুলি-সর্দারের।

'তুমি জানলে কি করে?' রেগে উঠলো ড্যানি। 'গুলি কোথায় লাগলো না লাগলো আমার চেয়ে বেশি জানো তুমি?'

'রাগ করবেন না, বাওয়ানা,' বললো ওগোনিয়ো। 'গুলি ঠিক-

মতো লাগলে ওভাবে পালাতে পারতো না।'

'তাহলে তোমার কি মনে হয়? আবার ফিরে আসবে!'

'জানি না। সিম্বার মতিগতি বোঝা কঠিন। তবে, আহত হয়ে থাকলে আবার আসবে ওটা। মানুষখেকো, তারওপর আহত হলে ওরা কতোখানি ভয়ংকর হয়ে ওঠে, কল্পনাও করতে পারবেন না! খুবই সতর্ক থাকতে হবে আজ রাতে!'

'আরে আসুক,' তাচ্ছিল্য করে বললো ড্যানি। 'এবারে আর আহত নয় একেবারে খতম করে দেবো।'

কিছু বললো না আর ওগোনিয়ো। ধীরে ধীরে হেঁটে গিয়ে আবার বসে পড়লো আগুনের ধারে।

চারদিক নীরব নিঝুম। একটা পোকামাকড়ের ডাকও নেই। সিংহের ভয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে যেন সবাই। অন্যান্য জন্তু-জানোয়ার পালিয়েছে তল্লাট ছেড়ে।

তাঁবুতে এসে ঢুকলো স্মিথ আর ড্যানি। শুয়ে পড়লো যার যার বিছানায়। কথা বলার মেজাজ নেই আর দুজনের কারোই।

রাত বাড়ছে। এখনো নিথর হয়ে আছে আশপাশের বনভূমি। বহু-দূর থেকে ভেসে আসছে হায়েনার অট্টহাসি। শিউরে উঠছে যেন গাছের পাতা। টিপটাপ টিপটাপ জ্বলছে কোটি জোনাকীর দীপ।

আগুনের ধারে বসে ঢুলছে কুলিরা। রাইফেল হাতে পাহারায় রয়েছে দুজন শিকারী। অন্য দুজন বসে আছে কুলিদের সঙ্গে।

রাত আরো বাড়লো। হঠাৎ কর্কশ চিৎকার করে উঠলো একটা

নিশাচর পাখি। তারপরই আবার সব চুপচাপ।

পাহারায় রয়েছে যে ছজন শিকারী, তারাও বসে পড়লো এক সময়। ঢুলতে শুরু করলো। জানলোই না, অনেকক্ষণ থেকেই তাদেরকে লক্ষ্য করছে একজোড়া জ্বলন্ত চোখ। সুযোগ বুঝে সাপের মতো নিঃশব্দে বুকে হেঁটে এগিয়ে আসতে লাগলো চোখের মালিক। লক্ষ্য, একজন শিকারী···

গাছের তেডালায় শুয়ে ঘুমিয়ে আছে টারজান। হঠাৎই ভেঙে গেল ঘুম। সমস্ত বন যেন কিসের প্রতীক্ষায় অধীর। কেমন যেন থম-থমে। অবস্থাটা বিশেষ সুবিধের মনে হলো না। বিপদের গন্ধ পেলো বনের রাজা।

সন্ধ্যারাতে মেশিনগানের শব্দ শুনেছে টারজান। তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছিলো। দেখেছে, ঝোপঝাড় ভেঙে পালাচ্ছে একটা সিংহ। তাঁবু ফেলেছে ছজন বিদেশী। তাদেরই একজনের হাতে মেশিন-গান। কারো কোনো ক্ষতি হয়নি। গভীর বনে ফিরে এসেছে আবার টারজান।

ঝিরঝিরে বাতাসে নাকে এসে লাগলো একটা বোঁটকা গন্ধ। সিংহ। কোনো রকম সাড়াশব্দ নেই পশুরাজের। তারমানে, ওত পেতেছে সে। শিকার ধরবে। ধরুকগে। আবার চোখ মুছলো টারজান। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খুলে ফেললো আবার। শ্বেতাঙ্গদের তাঁবুর ওদিক থেকে ভেসে এসেছে মানুষের আর্তনাদ।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো টারজান। থাবা দিয়ে ধরলো ঝুলে থাকা

মোটা একটা লতা। ঝাঁপ দিলো শূন্যে। লতায় লতায় দোল খেয়ে উড়ে চললো শব্দ লক্ষ্য করে···

ঘাড়ের ওপর এসে পড়লো ভারি একটা কিছু। গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল শিকারী। হাত থেকে ছুটে গেল রাইফেল।

বুকের ওপর চেপে দাঁড়িয়েছে সিংহ। বিশাল হাঁ করে এলো গলায় দাঁত বসাতে। একটা হাত বাড়িয়ে দিলো শিকারী। ঢুকিয়ে দিলো সিংহের মুখে। সরিয়ে রাখার চেষ্টা করলো মারাত্মক দাঁত-গুলোকে।

লাফিয়ে বিছানায় উঠে বসলো ড্যানি। থাবা মেরে তুলে নিলো পাশে ফেলে রাখা মেশিনগান। ছুটে বেরিয়ে এলো তাঁবুর বাইরে। আগুনের আলোয় দেখলো, এক ভয়ংকর দৃশ্য। মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে শিকারী। তার ওপরে উঠে গলায় দাঁত বসানোর চেষ্টা করছে বিরাট একটা জানোয়ার।

মেশিনগান তুললো ড্যানি। কিন্তু গুলি করতে পারলো না। যদি শিকারীর গায়ে লাগে? এগিয়ে এলো কয়েক পা। গুলি করার সুযোগ খুঁজতে লাগলো। পারলো না। জড়াজড়ি করছে সিংহ আর মানুষ। এ অবস্থায় গুলি করলে সিংহও মরবে, শিকারীও মরবে। হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলো বন্দুকবাজ। এতোখানি অসহায় বোধ করেনি সে আর জীবনে···

রাইফেল তুলে নিয়েছে অপর তিন শিকারী। কিন্তু একই কারণে

গুলি করতে পারছে না ওরাও। আগুনের ধারে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে কয়েকজন কুলি। অন্যেরা প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে উঠে পড়ছে গাছে।

আর কোনো আশা নেই। মরবেই শিকারী। একেবারে তার গলার কাছে পৌঁছে গেছে সিংহের দাঁত। বসিয়ে দিয়েই মারবে হ্যাঁচকা টান। ছিঁড়ে দু'টুকরো করে ফেলবে লোকটার গলার প্রধান রক্তবাহী শিরা।

যা হয় হোকগে। এমনিতেই মরবে লোকটা। তার চেয়ে গুলি করাই ভালো। কপাল ভালো হলে তার গায়ে গুলি না-ও লাগতে পারে। মেশিনগান তুলে ধরলো ড্যানি। ঠিক এই সময় গাছের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়লো বিশালদেহী এক মানুষ···

কান ফাটানো হাঁক ছাড়লো টারজান।

মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল সিংহ।

আবার চেঁচিয়ে উঠলো টারজান। লড়াইয়ে আহ্বান জানাচ্ছে সিংহকে।

ফিরে তাকালো সিংহ। চোখে বিরক্তি। এ আবার নতুন কোন আপদ! চোখ গরম করে একবার ধমক লাগালো বেয়াদব শাদা লোকটাকে।

গরিলার মতো দমাদ্দম নিজের বিশাল বুকে কিল মারলো টারজান। লাফিয়ে এগিয়ে এলো এক পা। দু'হাত বাড়িয়ে সামনে ডাকলো সিংহকে।

ক্ষেপে গেল পশুরাজ। ভয়ানক এক হাঁক ছাড়লো।

সিংহের অন্যমনস্কতার সুযোগ তার নিচ থেকে পিছলে বেরিয়ে চলে এলো শিকারী। সারা গা কেটেছড়ে গেছে ধারালো নখের আঁচড়ে। রক্ত পড়ছে দরদর করে।

হঠাৎ সামনে লাফ দিলো টারজান। ডিগবাজি খেয়ে উড়ে এসে পড়লো। শূন্যে থাকতেই পা চালালো। পাঁজরে জোড়া পায়ের বেধড়ক লাথি খেয়ে একটু হকচকিয়ে গেল সিংহ। এমন বেয়াড়া শত্রুর মুখোমুখি হয়নি জীবনে।

রাগে অন্ধ হয়ে গেল সিংহ। শাদা মানুষটা সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আরেকবার গর্জন করে উঠেই তার দিকে ছুটে গেল পশুরাজ। শাঁই করে চালালো থাবা।

চোখের পলকে সরে গেল টারজান।

লাগাতে পারলো না সিংহ। ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার থাবা চালালো শাদা মানুষটাকে লক্ষ্য করে। লাগাতে পারলো না এবারেও।

আবার লাফ দিলো টারজান। বাতাসে ডিগবাজি খেয়ে এসে পড়লো সিংহের পিঠে। বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরলো পশুরাজের গলা। ডান হাতে বেরিয়ে এসেছে ছুরি।

আরে! এতো মহা মুসিবত! মোটেই শায়েস্তা করা যাচ্ছে না দু'পেয়ে জীবটাকে! ঝাড়া দিয়ে পিঠের ওপর থেকে তাকে ফেলে দেবার চেষ্টা চালালো সিংহ।

আগুনের আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠলো ধারালো ছুরির ফলা। ছোবল হানলো সাপের মতো। ঢুকে গেল সিংহের বুকের একপাশে।

আর্তনাদ করে উঠলো পশুরাজ। জীবনে এই প্রথম ভয় পেলো। আবার ঝাড়া দিয়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করলো দু'পেয়ে জীবটাকে। ইতিমধ্যে কাহিল হয়ে পড়তে শুরু করেছে সে।

আবার ছুরি খেলো সিংহ ; আবার, আবার।

ধড়াস করে টারজানকে পিঠে নিয়ে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল পশুরাজ। বার কয়েক খিঁচুনি দিয়ে, পা নাচিয়েই স্থির হয়ে গেল বিশাল দেহটা।

পিঠের ওপর থেকে নেমে এলো টারজান। সিংহের গায়ে পা রেখে আকাশের দিকে মুখ তুলে বিকট এক হাঁক ছাড়লো। কেঁপে উঠলো বনভূমি, পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুললো সে শব্দ। ভয়ে কেঁপে উঠে লেজ গুটিয়ে তল্লাট ছেড়ে পালালো সমস্ত জন্তুজানোয়ার।

ফিরে তাকালো টারজান।

ভয়ে সেজদার ভঙ্গিতে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়েছে কালোরা। কাঁপছে থরথর করে।

হাঁ করে তাকিয়ে আছে দুই শ্বেতাঙ্গ।

এগিয়ে এলো টারজান। 'কে আপনারা ? কেন এসেছেন ?'

পরিষ্কার ইংরেজী শুনে আরো অবাক হয়ে গেল স্মিথ। তবে সাহস পেলো একটু। এগিয়ে এসে বললো, 'আমি লাফায়েৎ স্মিথ, জিওলজিস্ট। আর এঁ হলো মিস্টার ড্যানি প্যাট্রিক। বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে এসেছি আমরা।'

'এটা কেন ?' মেশিনগানটা দেখিয়ে বললো টারজান। 'এটাও

কি বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে ?'

'না না। প্যাট্রিক জোরাজুরি করলো, তাই নিতে হলো।'

'শুনেছি,' তাড়াতাড়ি বললো ড্যানি, 'এদেশে সব মানুষখেকো জংলীদের বাস। শাদা মানুষ দেখলেই ধরে পুড়িয়ে খেয়ে ফেলে। ওদেরকে ঠেকানোর জন্যে…'

'নাকি পাইকারী জীবজন্তু মারার জন্যে ?' টারজানের সন্দেহ গেল না। 'ওটা দিয়ে হাতির পাল শেষ করা খুবই সহজ। আইভরি…'

'না না, যা ভাবছেন, তা না,' বলে উঠলো স্মিথ। 'জন্তুজানোয়ার মারতে আসিনি আমরা। আইভরির কোনো লোভই নেই…'

'হ্যাঁ, কোনো লোভই নেই,' বিজ্ঞানীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললো ড্যানি। 'প্রচুর টাকা আছে আমার কাছে। হাতি মেরে দাঁত বেচে টাকা…না-হে, এতো কষ্ট করে কামানোর কোনো ইচ্ছে নেই। …তা, তুমি লোকটা কে ? খুব ভালো লাগছে তোমাকে।'

'বেশ,' ড্যানির প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বললো টারজান, 'অহেতুক জন্তুজানোয়ার না মারলেই আমি খুশি।' স্মিথের দিকে ফিরে বললো, 'তো, আপনারা যাচ্ছেন কোথায় ?'

'ঘেঞ্জি পর্বতমালা।'

'হুঁ। তাহলে কাজেই লাগবে মেশিনগানটা। সাবধানে থাকবেন। ওদিকে ইদানীং বড় বেশি উৎপাত করছে ডাকাতেরা।'

'ডাকাত !' দাঁত বের করে হাসলো ড্যানি। 'ডাকাতকে পরোয়া করি না আমি। কোন ওস্তাদের কাছে কাজ শিখেছে জানতে পারলে…'

'অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে,' ড্যানিকে থামিয়ে দিয়ে টারজানের দিকে চেয়ে বললো স্মিথ। 'সময়মতো এসে না পড়লে···'

স্মিথের কথা শেষ হওয়ার আগেই ঘুরে দাঁড়ালো টারজান। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল বনের ধারে। তরতর করে উঠে পড়লো একটা গাছে। চোখের পলকে হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

তাজ্জব হয়ে সেদিকে চেয়ে রইলো দুই শ্বেতাঙ্গ।

'আরিব্বাস!' বিড়বিড় করলো ড্যানি। 'ওস্তাদের ওস্তাদ! কে লোকটা···'

'ওগোনিও,' বলে উঠলো স্মিথ। 'কে লোকটা?'

'বনের রাজা, টারজান।'

ছয়

হ্রদের দিকে এগিয়ে চলেছে মিছিল।

হলুদ ধুলোভরা পথ। মিডিয়ান গ্রামের বুক চিরে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে হ্রদের ধারে।

সবার আগে আগে চলেছে আব্রাহামের ছেলে আব্রাহাম। পাশে বারবারা কলিস। দুজনের পেছনে রয়েছে স্বর্ণকেশী জেজিবেল। তাদের পেছনেই রয়েছে ধর্মগুরুরা, একটা মেয়েকে ঘিরে এগোচ্ছে। পেছনে দল বেঁধে আসছে গাঁয়ের নারী-পুরুষ ছেলে-বুড়ো, সবাই।

বারবারার মনে ভয়। কয়েক হপ্তা এখানে কাটিয়ে মিডিয়ান ভাষা অনেকখানি শেখা হয়ে গেছে। কাজ চালানোর মতো বলতে পারে এখন। কিছু কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতাও অর্জিত হয়েছে তার। একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেছে, আব্রাহাম তাকে ঘৃণা করে। স্বর্গ থেকে এসেছে ভাবছে; তাই এখনো সরাসরি কিছু বলতে সাহস করেনি। তবে তকে তকে আছে। চেষ্টা করছে, বারবারার ক্ষমতা কতোখানি, জানার। যদি কোনোভাবে বুঝে যায়, অলৌকিক কোনো ক্ষমতাই নেই আকাশচারিনীর, তাহলেই সর্ব-

নাশ। সোজা নিয়ে গিয়ে উৎসর্গ করে দেবে বারবারাকে ঈশ্বরের নামে।

মিডিয়ানে আসার প্রথম রাতে, সেই ছেলেটাকে নিষ্ঠুরভাবে খুন করতে দেখেই যা বোঝার বুঝেই নিয়েছে বারবারা। বুঝে নিয়েছে, এখানকার ধর্মীয় রীতিনীতি আচার-অনুষ্ঠানগুলো ভীষণ নিষ্ঠুর। গত কয়েক হপ্তায় ওগুলো রদ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে সে, কিন্তু বৃথা। তার কথায় কর্ণপাতই করেনি আব্রাহাম কিংবা অন্য ধর্মগুরুরা।

আব্রাহাম নিজে কিছু জানে না, অলৌকিক কিছু করার ক্ষমতাও তার নেই। সহজ-সরল আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীদেরকে এতোদিন ফাঁকি দিয়ে এসেছে নির্বিবাদে। স্বর্গ থেকে আসা দেবীকে দেখে তাই ঘাবড়ে গেছে। মনে আশংকা, তার জারিজুরি সব ফাঁস করে দেবে দেবী। তাই আগেভাগেই যদি কোনোভাবে তাকে হেয় করে দিতে পারে, গাঁয়ের লোকের কাছে, বেঁচে যাবে। তার মনেও সন্দেহ জাগতে শুরু করেছে, আসলে কিচ্ছু জানে না দেবী। তার মতোই আরেক ফাঁকিবাজ।

আজ একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে হ্রদের পাড়ে বারবারাকে প্রায় জোর করেই নিয়ে চলেছে আব্রাহাম। মনে মনে এক শয়তানী বুদ্ধি এঁটেছে। ব্যাপারটা মোটামুটি আঁচ করে ফেলেছে বারবারা।

'আব্রাহাম, আবার বলছি, ভালো করে ভেবে দেখো,' শেষ চেষ্টা করলো বারবারা। 'আদেশ অমান্য করলে তোমার ওপর রেগে যাবে জিহোভা। ধ্বংস হয়ে যাবে তুমি।'

'আদেশ কোনোদিনই অমান্য করিনি আমি,' গোঁয়ারের মতো বললো আব্রাহাম। 'বরং জিহোভার কাছ থেকে আদেশ না নিয়ে কোনো কাজেই হাত দিই না। এতে আমার ওপর খুব খুশি তিনি। আমার কোনো ইচ্ছেই অপূর্ণ রাখেন না। আজও রাখবেন না।'

'তাহলে মেয়েটাকে শাস্তি দেবেই তুমি?'

'জিহোভার তাই আদেশ।'

'কিন্তু কি এমন পাপ করেছে মেয়েটা? সামান্য একটু হেসেছিলো শুধু।'

'জিহোভার কাছে ওটাই মস্তবড় পাপ। সামান্য হাসি থেকেই জোরে হাসতে শিখবে। হাসি থেকে আসে আনন্দ, আনন্দ থেকে ভোগলালসা, ভোগলালসার ভেতর দিয়েই আসে শয়তান। নরকের পথে এগিয়ে দেয় মানুষকে। সামান্য হাসি কি সাধারণ পাপ হলো?'

চুপ করে গেল বারবারা। বুঝলো, আব্রাহামকে নিরস্ত করা যাবে না এভাবে।

হ্রদের ধারে পৌঁছে গেল মিছিল।

মিডিয়ানদের ধারণা, চিমেরেথের তল নেই। কাজেই, ওটার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকায় ওরা।

এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে লাভাপাথরের ছোটোবড় চাঙড়, পানিতেও পড়ে আছে। একধারে বিশাল টিলার গা থেকে পানির ওপর ঝুঁকে আছে কয়েকটা চ্যাপ্টা পাথর। ওরকম একটা বড় পাথরের ওপরেই ধর্মগুরুদের নিয়ে উঠে গেল আব্রাহাম। সঙ্গে করে নিয়ে গেল সেই মেয়েটাকে, যে সামান্য একটু হেসে মস্ত

পাপ করে ফেলেছে।

বুড়ো ধর্মগুরুর দিকে ফিরে বিড়বিড় করে কিছু বললো আব্রাহাম। ইশারা করলো জোবাব। তাড়াতাড়ি পাথরটার ওপর উঠে গেল পাঁচ-ছ'জন তাগড়া জোয়ান। হাতে বড় একটা জাল। জালের এক মাথায় লম্বা দড়ি বাঁধা।

কাঁদছে মেয়েটা। বারবারা অনুরোধ জানাচ্ছে আব্রাহামের কাছে।

কিন্তু অনুরোধে গললো না শয়তানের মন। নিচু গলায় কিছু আদেশ দিলো যুবকদেরকে।

মেয়েটাকে চেপে ধরে জালে জড়িয়ে ফেললো ওরা। বড় বড় দুটো পাথর বেঁধে দিলো জালের সঙ্গে। এতে দ্রুত তলিয়ে যাবে দেহ।

জোরে জোরে মন্ত্র পড়তে লাগলো আব্রাহাম দুর্বোধ্য ভাষায়। কি বললো সে-ই জানে।

মন্ত্র পড়া শেষ করে গ্রামবাসীদের দিকে ফিরলো আব্রাহাম। পাথরের মঞ্চে দাঁড়িয়ে নিচের লোকদের উদ্দেশ্যে বললো, 'ভীষণ পাপ করেছে মেয়েটা, শাস্তি পেতেই হবে তাকে। পরম দয়ালু জিহোভার এটাই ইচ্ছে। খুব সহজ শাস্তির আদেশ দিয়েছেন তিনি। মেয়েটাকে আগুনে না পুড়িয়ে ফেলে দেয়া হবে চিন্নেরেথের পানিতে। একটু পরেই তুলে এনে আবার ফেলা হবে। এরকম করতে হবে তিনবার। এতে ওর সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। প্রার্থনা করো, যেন ঈশ্বর ওর পাপ ক্ষমা করে দেন। তাহলে হয়তো বেঁচেও যেতে পারে মেয়েটা।'

মেয়েটাকে পানিতে ফেলার আদেশ দিলো আব্রাহাম।

দু'দিক থেকে ধরে মেয়েটাকে তুললো যুবকেরা, একজন ধরে রইলো দড়ি। হেঁইয়া হেঁইয়া করে দোলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো পানিতে। ঝপাং করে পড়লো জালে আটকানো দেহটা। চেঁচিয়ে উঠেছিলো, মাঝপথে থেমে গেল মেয়েটার চিৎকার। টলটলে পরিষ্কার পানি, গভীরতার জন্যে কালো দেখাচ্ছে। তলিয়ে যেতে লাগলো দেহটা। ভুড়ভুড়ি উঠতে লাগলো ওপরে। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল দেহটা, আর দেখা গেল না। পানিতে ছোটো ছোটো ঢেউ, বৃত্তের আকারে ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত।

কয়েক সেকেণ্ড নীরবতা।

জালটা আবার টেনে তোলার নির্দেশ দিলো আব্রাহাম।

দড়ি ধরে টেনে তোলা হলো মেয়েটাকে। বেঁচে আছে। ছটফট করতে লাগলো। আবার ছুঁড়ে ফেলা হলো তাকে। কয়েক সেকেণ্ড পর আবার তোলা হলো।

গলগল করে বমি করে ফেললো মেয়েটা। চোখ উল্টে দিয়েছে। আরেকবার ফেললে বাঁচা মুশকিল।

সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে বারবারার। চেঁচিয়ে উঠলো আব্রাহামের দিকে চেয়ে, 'থামো, খুনী, শয়তান! আবার ফেললে মরে যাবে মেয়েটা।'

হাসি পাপ, তাই ক্রূর হাসতে গিয়েও হাসলো না আব্রাহাম। দৃষ্টি দিয়ে ভস্ম করে ফেলার চেষ্টা করলো স্বর্গের দেবীকে। কর্কশ গলায় বললো, 'এসবের মাঝে তোমাকে নাক গলাতে হবে না। গতরাতে কথা হয়েছে জিহোভার সঙ্গে আমার। বলেছেন, বেশি

বাড়াবাড়ি করলে তোমাকেও এধরণের শাস্তি দিতে।'

প্রধান ধর্মগুরুর নির্দেশে আবার দোলানো শুরু হলো জাল। ছটফট করছে মেয়েটা।

দু'পা এগিয়ে গেল বারবারা। আব্রাহামকে নিরস্ত করার চেষ্টা করলো আবার, অনুরোধ উপরোধ করলো, শেষে ঈশ্বরের ভয় দেখালো। বিন্দুমাত্র দমলো না আব্রাহাম। তার শয়তানী চালিয়েই গেল।

হ্রদের ধারেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো বারবারা। দু'হাত তুলে বিড়বিড় করে প্রার্থনা করলো ঈশ্বরের কাছে।

ঝপাং শব্দ উঠলো পানিতে। কিন্তু ধ্যান ভাঙলো না বারবারার। একাগ্রমনে ঈশ্বরকে ডেকে চলেছে সে। প্রায় মিনিটখানেক পরে কানে এলো, জাল টেনে তোলার আদেশ দিচ্ছে আব্রাহাম।

জাল টেনে তোলা হতে লাগলো।

তাচ্ছিল্য করে বললো আব্রাহাম, 'কি করছো তুমি, দেবী?'

কঠিন চোখে ধর্মগুরুর দিকে তাকালো বারবারা। 'প্রার্থনা করছি ঈশ্বরের কাছে। মেয়েটার প্রাণভিক্ষা চাইছি।'

'হবে না,' মাথা নাড়লো আব্রাহাম। ওপরে তুলে আনা হয়েছে মেয়েটাকে, দেখিয়ে বললো, 'ওই যে দেখো, মরে গেছে। পাপ বেশি করে ফেলেছিলো, তাই। তুমি মস্ত ফাঁকিবাজ, দেবী। আসলে স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে তোমাকে, কোনো পাপ করে ফেলেছিলে হয়তো।'

তাড়াতাড়ি উঠে মেয়েটার কাছে এসে বসলো বারবারা। নাড়ী

দেখলো। ঝট করে মাথা তুলে তাকালো জেজিবেলের দিকে। 'জলদি এসো! সাহায্য করো আমাকে!'

দুজনে জালের জট খুলে ফেলতে লাগলো দ্রুতহাতে।

অবাক হয়ে বললো আব্রাহাম, 'কি করছো?'

'একটু পরেই দেখতে পাবে কি করছি। জিহোভার আদেশ অমান্য করেছো তুমি। তোমাকে ধ্বংস করে দেবেন তিনি, আব্রাহাম। এসো, জেজিবেল, ধরো!'

প্রাথমিক চিকিৎসা পদ্ধতি ভালো জানা আছে বারবারার। কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস চালানোর প্রক্রিয়াগুলো প্রয়োগ করতে লাগলো সে। সেই সঙ্গে বিড়বিড় করে বলতে লাগলো ছোটোবেলায় শেখা ছড়া, গান, কবিতা। যেন সাংঘাতিক কোনো মন্ত্র পড়ছে, এমনি ভাবসাব।

কয়েক মিনিট পরেই চোখ কপালে উঠে গেল সমস্ত মিডিয়ান-বাসীর। ফেকাসে হয়ে গেল ধর্মগুরুদের মুখ। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো 'মৃতা' মেয়েটা। স্তব্ধ হয়ে গেল জনতা।

যুবকদেরকে আদেশ দিলো বারবারা, ধরাধরি করে মেয়েটাকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিতে। ভয়ে ভয়ে আদেশ পালন করতে এগিয়ে এলো যুবকেরা, টুঁ শব্দ করলো না। তুলে নিলো মেয়েটাকে।

আব্রাহামের দিকে চেয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো বারবারা। জেজিবেলের হাত ধরে ফিরে এলো নিজের গুহায়।

সেদিনই রাতে।

মস্ত চাঁদ উঠেছে মৃত আগ্নেয়গিরির মাথায়। চিন্নেরেথের কালো পানি যেন গলিত রূপা। অপরূপ দেখাচ্ছে গোল হ্রদটাকে। চকচকে হলুদ লাভাপাথরে ঠিকরে পড়ছে জ্যোৎস্না। পাহাড়ের প্রতিটি খাঁজ এখন স্পষ্ট।

গুহার বাইরে একটা পাথরে বসে প্রকৃতির শোভা দেখছে বারবারা আর জেজিবেল।

রাত বাড়ছে। গুহায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না বারবারার। এই সময় কানে এলো পায়ের শব্দ।

মুখ ফিরিয়ে তাকালো বারবারা। হাত রাখলো কোমরে। ছোট্ট একটা ছুরি লুকানো আছে ওখানে।

কাছে এসে দাঁড়ালো লোকটা।

'এ-কি আব্রাহাম!' অবাক হলো বারবারা। 'এতো রাতে তুমি এখানে? স্বর্গের দেবীর শান্তি নষ্ট করতে এসেছো?'

'কথা আছে,' গম্ভীর আব্রাহাম।

'এখন কোনো কথা নয়। সকালে।'

'এখুনি বলতে হবে, জরুরী। এই মাত্র স্বর্গের বাগান থেকে ফিরে এসেছি আমি। জিহোভার সঙ্গে জ্যোৎস্নায় বসে কথা বলেছি। তাঁকে উৎসর্গ করা মেয়েটাকে বাঁচিয়ে মহা অন্যায় করে ফেলেছো তুমি। জিহোভা ভীষণ রাগ করেছেন। তাঁর আদেশ, আগামীকাল তোমাকে উৎসর্গ করতে। জালে বেঁধে তোমাকে ফেলে দেয়া হবে চিন্নেরেথের পানিতে। তৈরি থেকো।'

সাত

পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলে ছুটে চলেছে ঘোড়া।

ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে লিও স্টাবুচ। এছাড়া আপাতত কিছুই করার নেই তার।

মালপত্রগুলো নিয়েছে কেন, সেটা বোঝা গেল। কিন্তু তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে কেন ডাকাতেরা? শ্বেতাঙ্গদেরকেও কি গোলাম হিসেবে বিক্রি করা যায়? নাকি নিয়ে গিয়ে খুন করে ফেলা হবে তাকে? তাহলে বয়ে নেবার ঝক্কি পোয়াচ্ছে কেন ওরা? তাঁবুর কাছেই খুন করে ফেলে চলে আসতে পারতো!

ভাবনায় বাধা পড়লো স্টাবুচের। আস্ত আস্ত গাছের উঁচু বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা গ্রামের কাছে চলে এসেছে দলটা। সাহসে বুক বাঁধলো সে। শুনেছে, ডাকাতদের সর্দার একজন শ্বেতাঙ্গ। যদি কোনোভাবে তাকে নরম করে ফেলতে পারে, তাহলে বেঁচেও যেতে পারে।

শব্দ করে খুলে গেল কাঠের ভারি দরজা। ঢুকে পড়লো ঘোড়া।

দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রহরী। বীভৎস ভয়ংকর চেহারা। কারো

হাতে রাইফেল, কারো বল্লম। ঘোড়সওয়ারদেরকে দেখে হৈ হৈ করে উঠলো ওরা। স্বাগত জানালো।

স্টাবুচের ঘোড়াটাকে নিয়ে বিশাল এক কুঁড়ের সামনে এসে দাঁড়ালো দলের সর্দার।

সাড়া পেয়ে বেরিয়ে এলো একজন লোক। শ্বেতাঙ্গ। লম্বা দাড়ি। বেঁটে, মোটা। কুৎসিত চেহারা। জ্বলন্ত চোখ মেলে দেখলো স্টাবুচকে।

ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো ডাকাতেরা। দ্রুতহাতে নামাতে শুরু করলো মালপত্র। দলের কালো সর্দার টেনে নামালো স্টাবুচকে। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো দাড়িঅলার পায়ের কাছে। দুর্বোধ্য ভাষায় বললো কিছু শ্বেতাঙ্গ-সর্দারকে।

ভ্রূকুটি করলো দাড়িঅলা সর্দার। ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করলো, 'কে আপনি?'

'বিজ্ঞানী।'

'দেশ?'

'রাশিয়া।'

চুপ করে গেল দাড়িঅলা। চোখে চোখে তাকালো স্টাবুচের। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সরু-পাতলা লাল ঠোঁট, কেমন নিষ্ঠুর। চোখে মুখে নেকড়ের হিংস্রতা।

নিজের অজান্তেই শিউরে উঠলো স্টাবুচের। মতো সাহসী লোকও। তার মনে হলো, এর চেয়ে কাফ্রী ডাকাতের হাতে পড়লেই অনেক বেশি ভালো হতো।

'রাশিয়া! সত্যি?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো শ্বেতাঙ্গ-সর্দার।

'হ্যাঁ।'

'রেড, না হোয়াইট?'

'রেড।'

আবার চুপ করে গেল দাড়িঅলা। দেখছে স্টাবুচকে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ভাবনা চলেছে মনে। হঠাৎ চোখের ইশারা করলো।

ওই ইশারা এক ধরনের সংকেত। একমাত্র 'রেড' দলের না হলে বুঝতে পারবে না।

পাষাণ নেমে গেল যেন স্টাবুচের বুক থেকে। সে-ও ইশারা করে জবাব দিলো। গম্ভীর হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

'হুঁ!' এই প্রথম হাসলো দাড়িঅলা। 'কি নাম আপনার, কম-রেড?'

'লিও স্টাবুচ। আপনি?'

'ডমিনিক কাপিয়েত্রো। চলুন, ভেতরে চলুন। নিশ্চয় ক্ষিদে পেয়েছে? খেতে খেতে গল্প করবো।' কালো সর্দারের দিকে ফিরে স্টাবুচের বাঁধন খুলে দেবার ইঙ্গিত করলো দাড়িঅলা।

'ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম,' হাত ডলে রক্ত চলাচল সুগম করতে করতে বললো স্টাবুচ।

'আর কোনো ভয় নেই,' বলে আবার কুঁড়ের ভেতরে ঢুকে যাবার জন্যে পা বাড়ালো ডমিনিক।

কুঁড়েতে এসে ঢুকলো দুই কমরেড।

'আমার লোকেরা আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে, সে-

জন্যে দুঃখিত.' স্টাবুচকে বসার জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বললো ডমিনিক। 'তবে ওদেরও কোনো দোষ নেই। ভালো ব্যবহার করলে ভয় পাবে না লোকে।'

খাওয়া চললো।

একসময় বললো স্টাবুচ, 'কমরেড, আমাকে ধরে আনা হলো কেন? আপনিই বা কে? মানে, এখানে কি করছেন?'

'আপনার ভাগ্য ভালো, আজ দলে জেঙ্গো যায়নি। তাহলে ধরে আনতো না, শেষ করে দিয়ে আসতো। আজ যে সর্দার হয়ে গিয়েছিলো, তার মাথায় কিছু বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে। আপনার গায়ের রঙের সঙ্গে আমার মিল দেখতে পেয়েছে। তাই খুন না করে ধরে নিয়ে এসেছে। তার ধারণা হয়েছিলো, আপনি আমার কাছেই আসছেন। যদিও সেটা ঠিক না। তবে ভালোই করেছে।···আমি এখানে এসেছি ব্যবসা করতে। ডাকাতদের নিয়েই দল গড়তে হয়েছে। এখানে ওসব লোক ছাড়া ব্যবসা অসম্ভব। লুঠপাট করে ওরা, কিছু বলি না। আমার কাজ পেলেই হলো।'

'কিসের ব্যবসা?'

'ব্ল্যাক আইভরি।'

'ব্ল্যাক আইভরি!' অবাক হলো স্টাবুচ। 'হাতির দাঁত কালোও হয় নাকি?'

হো হো করে হেসে উঠলো ডমিনিক। 'হাতির দাঁত কালো হয় না। আমি করি দু'পেয়ে দাঁতের ব্যবসা।'

হঠাৎ বুঝে ফেললো স্টাবুচ। 'ও, বুঝেছি! গোলাম ব্যবসা!

আজো আছে নাকি এর বাজার? কারা কেনে?'

'কোনো লাভজনক ব্যবসা একবার চালু হয়ে গেলে সহজে বন্ধ হয় না। বাজারও উঠে যায় না। কারা কেনে? যারা দাসব্যবসা বন্ধ করার জন্যে সবচে বেশি চেঁচামেচি করে, তারাই। যাকগে সেকথা, এবার আপনার কথা বলুন। কিসের বিজ্ঞানী আপনি?'

হাসলো স্টাবুচ। 'পরিচয় যখন হয়েই গেল, মিথ্যে বলে আর লাভ নেই। আমি বিজ্ঞানের ব-ও জানি না। আসলে আমি একজন গুপ্তচর।'

'গুপ্তচর! আফ্রিকার এই দুর্গম অঞ্চলে আপনার কি কাজ?'

'একজন লোককে খুঁজতে এসেছি। ঘেঞ্জি পর্বতমালার এদিকেই কোথাও তার বাস।'

'লোক? কি নাম?' সতর্ক হয়ে উঠেছে ডমিনিক।

চুপ করে রইলো স্টাবুচ। বলা কি উচিৎ হবে? এক ডাকাত সর্দারকে বিশ্বাস করা যায়?

'কি ভাবছেন?' জিজ্ঞেস করলো ডমিনিক। 'বলে ফেলুন। এদিককার সব লোক আমার চেনা। হয়তো সাহায্য করতে পারবো।'

অবেশেষে বলেই ফেললো স্টাবুচ, 'আমি একজন ইংরেজকে খুঁজছি।'

'ইংরেজ!' অবাক হলো ডমিনিক। একজন রাশান খুঁজছে ইংরেজকে!

'হ্যাঁ। বনের রাজা বললেই নাকি তাকে চেনে সবাই।'

'টারজানের কথা বলছেন না-তো?'

'হ্যাঁ, তার কথাই বলছি।'

'ও আপনার বন্ধু?' ভুরু কুঁচকে গেছে ডমিনিকের।

'আপনিও তাহলে চেনেন ওকে?' পাল্টা প্রশ্ন করলো স্টাবুচ।

'জঙ্গলে বাস করে ওকে চিনবো না? কিন্তু ওর কাছে আপনার কি দরকার?'

'শুধু দেখা করতে চাই ওর সঙ্গে।'

'কেন?'

চুপ করে খাবার চিবাতে লাগলো স্টাবুচ। বলবে? ডমিনিক টারজানের শত্রু না মিত্র, তাই জানে না। হঠাৎ মনে পড়লো, দাস-ব্যবসায়ী, আইভরি-ব্যবসায়ীদের ঘৃণা করে টারজান, শুনেছে। আর দ্বিধা না করে বলে ফেললো, 'তাকে খুন করতে পাঠানো হয়েছে আমাকে।'

'আহ্!' চেপে রাখা শ্বাসটা শব্দ করে ফেললো ডমিনিক। 'বাঁচালেন, কমরেড। আরো আগে বলে ফেললেই পারতেন। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং সক্রিয় সাহায্য, দুটোই পাবেন। আমিও চাই, টারজান খতম হোক।'

'টারজানের ওপর আপনারও রাগ আছে মনে হচ্ছে?'

'থাকবে না! নাম্বার ওয়ান হারামী লোক ওই টারজান। আমার ব্যবসার সবচেয়ে বড় বাধা। ওকে সরিয়ে ফেলতে পারলেই আর কোনো ভয় থাকবে না। নিশ্চিন্ত মনে ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারবো এই এলাকায়।'

'হাত মেলান, কমরেড!' হাত বাড়িয়ে দিলো স্টাবুচ।

শক্ত করে স্টাবুচের হাত চেপে ধরলো ডমিনিক।

আট

ঘেঞ্জি পর্বতমালার কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন লর্ড প্যাসমোর। এখনো বারবারা কলিসের কোনো চিহ্নই দেখতে পাননি। থামলেন না। পর্বতমালার পশ্চিম প্রান্ত ঘুরে আরো উত্তরে এগিয়ে চললেন।

শিক্ষিত সৈনিকের মতো মার্চ করে করে এগিয়ে চলেছে প্যাসমোরের কুলিবাহিনী। ওদের শ'খানেক গজ আগে আগে চলেছে বন্দুকধারী কয়েকজন দেশীয় শিকারী।

প্যাসমোরের পাশে পাশে হাঁটছে লম্বা কুলি সর্দার। নিচু গলায় আলোচনা চলছে দুজনের মাঝে। রাতের বেলা মেশিনগানের আওয়াজ কোথায় হয়েছে, আবিষ্কার করে ফেলেছে তারা। তবে কে, কেন করেছে, জানতে পারেনি।

ব্যাপারটা বেশ চিন্তিত করে তুলেছে লর্ড প্যাসমোরকে।

প্যাসমোরের দলের মাত্র কয়েক মাইল পুবে এগিয়ে চলেছে আরেকটা দল। সঙ্গে অনেক লোক, অনেক মালপত্র। লম্বা সারি দিয়ে এগিয়ে চলেছে কুলিরা।

দেখতে দেখতে পর্বতমালার পাদদেশে পৌঁছে গেল দলটা। এবার

পথ অনেক বেশি দুর্গম।

'দুত্তোর!' বিরক্তি প্রকাশ করলো ড্যানি প্যাট্রিক। 'তোমার ব্যবসাটা বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না হে। ওই পাহাড়ে চড়তে হবে? এতো খাড়া। কি হবে ওখানে চড়ে? তারচেয়ে পঞ্চাশতলা শ্যারম্যান হোটেলের দেয়াল বেয়ে ওঠা অনেক সহজ। ওতে লাভও হতো। ওরকম একটা কঠিন কাজ করতে পারলে, পেট ভরে না খাইয়ে ছাড়তো না হোটেলের ম্যানেজার।'

'তোমাকে চিনতে পারলে মোটেই খাওয়াতো না,' হেসে বললো লাফায়েৎ স্মিথ।

'কেন? কে আটকাতো, শুনি?'

'তোমার দোস্তরা। পুলিশ।'

'ওরা আমার দোস্ত, কে বললো তোমাকে?—বাদ দাও ওসব কথা। পুলিশের কথা বললে মেজাজ বিগড়ে যাবে শুধু শুধু। তো, আমরা আসলে কোথায় যাচ্ছি, ঠিক করে বলো তো।'

'আর বেশিদূর এগোবো না। এটাই ঘেঞ্জি পর্বতমালা। আশে-পাশেই কোথাও তাঁবু ফেলবো। পাথরের নমুনা দেখে মনে হচ্ছে, এখানেই পেয়ে যাবো অনেক কিছু।'

'তোমার ব্যবসাটা এখনো বুঝতে পারছি না হে। ওই পাথর বিনে পয়সায় দিলেও ছুঁয়ে দেখবো না আমি। অহেতুক সময় আর টাকা নষ্ট।'

জবাবে হাসলো শুধু স্মিথ। কিছু বললো না।

আরো কয়েকশো গজ এগিয়ে থামার নির্দেশ দিলো স্মিথ। একটু

দূরে পাহাড়ের উপত্যকায় তৃণভূমি। মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ী নদী। তিন দিক থেকে তৃণভূমিকে ঘিরে আছে জঙ্গল।

'ওখানে তাঁবু ফেললে ভালো হবে,' তৃণভূমির এদিকটা দেখিয়ে বললো স্মিথ। 'শিকার পাওয়া যাবে, তারমানে খাবারের ভাবনা নেই। কাছেই পাহাড়। যখন-তখন এসে গবেষণা চালাতে পারবো।'

'তুমি যা ভালো বোঝো, করো,' বললো ড্যানি। 'আমার কোনো আপত্তি নেই। পুলিশ নেই এদিকে, বুঝে গেছি।'

'না, নেই। তোমার জন্যে ভালোই হলো। জায়গাটা ভালো। ঘোরাফেরা করতে পারবে, যখন খুশি শিকার করতে পারবে। চাইলে বনের ভেতর থেকেও ঘুরে আসতে পারবে। মাছ ধরতে পারবে নদীতে। খুব সুন্দর জায়গা, না?'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করলো ড্যানি।

হৈ-চৈ করে তাঁবু খাটাতে লেগে গেল কুলিরা। হাঁকডাক করে তাদের ওপর হম্বিতম্বি চালালো ড্যানি। কাজের তদারকি করতে লাগলো।

সঙ্গে একটা বাচ্চা চাকর রয়েছে তাদের। নাম, ওবাম্বি। তাকে নিয়ে পাহাড়ের দিকে এগোলো স্মিথ। কাজ শুরু করে দিতে চায় এখুনি।

বেশ খাড়া এদিকে পাহাড়। গোড়ায় জন্মে আছে ঝোপঝাড়। তারপরে শুধু পাথর আর পাথর। মাটির নাম গন্ধও নেই। ঝোপ-গুলো পেরিয়ে এখানে এসে উঠলো স্মিথ। ছেলেটার হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে কিছু পাথর তুলে ভরলো, নমুনা। তাঁবুতে ফিরে পরীক্ষা

করবে। ব্যাগটা আবার তুলে দিলো ওবাম্বির হাতে।

মোড় ঘুরলো স্মিথ। পাহাড়টাকে পাশে রেখে এগিয়ে চললো উপত্যকা ধরে। নতুন ধরনের পাথর আর চোখে পড়ছে না।

হাঁটতে হাঁটতে তাঁবু থেকে অনেক দূরে চলে এলো ওরা। পাহাড়ের পর পাহাড়, মাঝে মাঝে জংগল, ঝোপঝাড়, তারপর আবার পাহাড়। কোথাও কোথাও গিরিখাত, গিরিপথ, গিরিসঙ্কট। ছোটো বড় গুহাও চোখে পড়ছে পাহাড়ের গায়ে।

বেশ ভালো লাগছে স্মিথের। ভূ-বিজ্ঞানী সে, ভালো লাগবেই। কিন্তু ওবাম্বি একেবারে বিরক্ত হয়ে পড়েছে। জন্মের পর থেকেই পাহাড়-জঙ্গল দেখে আসছে সে। ওগুলোর মাঝে নতুনত্ব খুঁজে পায় না আর এখন। তাছাড়া তার খিদে পেয়েছে। বিরক্তি প্রকাশ করে ফেললো সে।

হাসলো স্মিথ। বাচ্চা একটা ছেলে, খিদে সইতে পারবে কেন? মায়া হলো। পকেটে হাত দিয়ে দেখলো একবার। আছে, পিস্তলটা আছে। '৩৮ ক্যালিবার।

'ব্যাগ নিয়ে তাঁবুতে চলে যা তুই, ওবাম্বি,' বললো স্মিথ। 'আমার ফিরতে দেরি হবে।'

'সে-কি, বাওয়ানা!' অবাক হলো ছেলেটা। 'আপনি একা যাবেন?'

'হ্যাঁ। আমি কচি খোকা নই। তাছাড়া তুই থেকেই বা কি করবি? ব্যাগটা নিয়ে যাচ্ছিস, আর কোনো সাহায্য লাগবে না আমার।'

দ্বিধা করতে লাগলো ওবাম্বি। বাওয়ানাকে একা ফেলে চলে যাবে? মন সায় দিচ্ছে না তার। বাওয়ানার কোনো বিপদ ঘটলে তাকে আস্ত রাখবে না সর্দার। তবু, ছেলে মানুষ। খিদে সইতে পারছে না। তাঁবুতে ফিরে যাওয়া উচিত মনে করলো। শেষ চেষ্টা করলো একবার, 'আপনিও চলুন না, বাওয়ানা। খেয়েদেয়ে আবার না হয় বেরোবো।'

'না-রে, তুই যা,' হেসে বললো স্মিথ। 'আমি আসছি একটু পরেই। যা।'

আর কিছু বললো না ওবাম্বি। ঘুরে হাঁটতে শুরু করলো তাঁবুর দিকে।

একনাগাড়ে হেঁটে চললো স্মিথ। গবেষণার খোরাক পেয়ে গেছে বিজ্ঞানী। দুনিয়ার আর কোনো খবর রইলো না তার।

প্রায় খাড়া একটা পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠে পড়লো স্মিথ। পাথরের নমুনা দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। উবু হয়ে বসে হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলো পাথরগুলো।

কখন যে দিন শেষ হয়ে গেছে, খেয়ালই করলো না স্মিথ। সূর্য ডোবার একটু আগে টনক নড়লো তার। অনেক দূরে চলে এসেছে। পাহাড়ের মাথায় বসেও চোখে পড়ছে না তাঁবুটা। সর্বনাশ! আঁধার নামতে বেশি বাকি নেই। রাতের আগেই ক্যাম্পে পৌঁছাতে না পারলে···

আর বেশি ভাবতে চাইলো না স্মিথ। তাড়াহুড়ো করে নেমে পড়লো পাহাড় থেকে।

অস্ত গেল সূর্য। হঠাৎ খেয়াল করলো স্মিথ, কোন্ দিকে যেতে হবে, জানে না। কোথায় আছে তাঁবু, বলতে পারবে না। বড় বেখেয়াল হয়ে চলে এসেছে। তবু আন্দাজে একটা দিক ঠিক করে হেঁটে চললো দ্রুত।

সাঁঝ হলো। ঝুপ করে নেমে এলো পাহাড়-জঙ্গলের রাত, আফ্রিকার ভয়ংকর রাত।

ঘণ্টা দুয়েক একনাগাড়ে হাঁটলো স্মিথ। না, তাঁবুর চিহ্নও চোখে পড়লো না।

স্পষ্ট বুঝতে পারলো বিজ্ঞানী, পথ হারিয়েছে সে।

নয়

ভোর হলো।

আফ্রিকার চিরনতুন আরেক সোনালি ভোর।

তৃণভূমি থেকে দলে দলে বনের ডেরায় ফিরে যাচ্ছে নিশাচর প্রাণীরা। নতুন দিনের শুরুকে স্বাগত জানিয়ে আরেকদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে আসছে দিবাচর তৃণভোজীরা।

বিশাল এক উঁচু পাথরের টিলার মাথায় বসে আছে বেবুন রাজ জুগাস। নিচে ঝোপঝাড় আর ছোটো ছোটো গাছপালা। তার ওপাশে তৃণভূমি। ওসব জায়গায় খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে তার দলের পুরুষেরা। সঙ্গে রয়েছে মেয়েরা। কোলে বাচ্চা। বড় বাচ্চারা মহা-দুষ্টুমি জুড়ে দিয়েছে আশেপাশে, খেলছে হৈ-চৈ করে।

বিকট চেহারা জুগাসের। সতর্ক চোখ রেখেছে চারদিকে, ওপরে নিচে। মাঝে মাঝে দেখে নিচ্ছে নিজের দলটাকে, কোথাও কোনো গোলমাল আছে কিনা, খেয়াল করছে।

এমনিতে ভীষণ সতর্ক বেবুনেরা, জুগাস আরো এক কাটি বাড়া। প্রখর ঘ্রাণ শক্তি। চোখের চেয়ে নাকের ওপরই বেশি নির্ভর করে

এরা। কিন্তু এই মুহূর্তে নাকটাকে বিশেষ কাজে লাগাতে পারছে না দলপতি, কারণ হাওয়া প্রায় নেই বললেই চলে। কাজেই আরো বেশি সক্রিয় করে তুলতে হয়েছে চোখ দুটোকে।

পাহাড়ের মাথায় বসে চারপাশে অনেক দূর দেখতে পাচ্ছে জুগাস। তাই একপাশে ছোটো একটা পাহাড়ের মাথায় নড়াচড়াটা ঠিকই চোখে পড়লো তার। কালো একটা মাথা দেখা গেল প্রথমে। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো মাথার মালিক। একজন মানুষ। শাদা চামড়া।

ঘাড় ঘুরিয়ে পাহাড়টার দিকে চেয়ে রইলো জুগাস। না, দলকে সাবধান করে দেবার সময় এখনো আসেনি। মানুষটা এদিকে আসবে কিনা, ঠিক নেই। এখনো অনেক দূরে রয়েছে। এতোদূর থেকে বিপদ ঘটাতে পারবে না।

পাহাড়ের চূড়ায় উঠে পড়লো শাদা-মানুষ। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলো। বোধহয় দেখে নিলো আশপাশটা। তারপর নামতে শুরু করলো ঢাল বেয়ে।

অবাকই হয়েছে জুগাস। এমন শাদা-মানুষ এর আগে কখনো দেখেনি। বিশালদেহী। গায়ে কাপড়-চোপড়ের বালাই নেই। কোমরের কাছে শুধু একটুকরো চিতাবাঘের ছাল জড়ানো। এমন ছাল জড়ানো মানুষ অনেক দেখেছে বেবুনরাজ, কিন্তু ওরা সবাই ছিলো কালো। কিন্তু এই লোকটা শাদা। আরো একটা ব্যাপারে অবাক লাগলো তার। শাদা-মানুষ, অথচ হাতে কোনোরকম আগুন-লাঠি নেই এটা কি রকম কথা। তবে এতে অনেকখানি স্বস্তি পেলো

সে। লাগতে এলে বিশেষ সুবিধে করতে পারবে না। হাতে সেই লাঠি নেই। দূর থেকে বজ্রের গর্জন তুলে মেরে ফেলতে পারবে না।

পাহাড় থেকে নেমে পড়লো শাদা মানুষটা। আশ্চর্য! একেবারে তাদেরই মতো স্বচ্ছন্দ গতি, ঠিক বানরের মতোই লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে! এমন কাণ্ড জীবনেও দেখেনি জুগাস!

এগিয়ে আসতে লাগলো মানুষটা। টিলার কাছাকাছি চলে এসেছে। আর দেরি করা যায় না। তাদের দিকেই আসছে মানুষটা। বিপদ ঘটাতে পারে। হাতে আগুন-লাঠি থাক বা না থাক, ওদেরকে বিশ্বাস নেই। মহা শয়তান জীব। চেঁচিয়ে বিপদ-সংকেত জানালো জুগাস।

সঙ্গে সঙ্গে যে যেখানে যে অবস্থায় ছিলো, স্থির হয়ে গেল বেবুনেরা। চোখ তুলে তাকালো সর্দারের দিকে। এরপর কি ইঙ্গিত আসে, তার অপেক্ষা করছে।

আবার চেঁচিয়ে উঠলো জুগাস। হাত দিয়ে দেখালো একটা দিক।

বিপদ কোন্ দিকে, জেনে গেল বেবুনেরা। এটাও জানলো, মানুষ আসছে। আর দেরি করলো না ওরা। দ্রুত লাফিয়ে লাফিয়ে এসে উঠতে লাগলো টিলার ওপরে।

চূড়ার সামান্য নিচে জড়ো হলো সবাই। আগের জায়গাতেই বসে আছে জুগাস। দেখছে শাদা-মানুষটাকে। তার নিচে বসে উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচাচ্ছে অন্যান্য বেবুনেরা। পুরুষেরা গম্ভীর। হৈ-চৈ বেশি করছে মেয়েরা।

এসে পড়লো শাদা-মানুষ। চোখ তুলে তাকালো।

জুগাস ধরেই নিলো', তাদেরকেই আক্রমণ করতে এসেছে মানুষ-টা। আর বেশি বাড়তে দেয়া যায় না। যা করার, এখুনি করতে হবে। ছটো বিশাল পুরুষ বেবুনকে সঙ্গে নিয়ে নেমে এলো সে ঢাল বেয়ে। মানুষটার সামনে খানিক দূরে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। মুখ ভেঙচালো। বিকট চেহারা আরো বিকট হয়ে উঠেছে। বেরিয়ে পড়েছে লাল জিভ, মাড়ি। ঝকঝকে শাদা কুকুরে-দাঁত। ক্ষুরের মতো ধারালো।

দাঁড়িয়ে পড়লো শাদা মানুষটা।

চেঁচিয়ে উঠলো জুগাস, 'ভাগো এখান থেকে। নইলে খুন করবো।'

টিলার ওপরে বেবুনের দলের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে আনলো মানুষটা। তারপর শান্ত গলায় বললে', 'আমি বনের রাজা টারজান। কেউ আমার ক্ষতি না করলে, আমি তার ক্ষতি করি না। জন্তুজানোয়ারেরা আমার বন্ধু।'

তাজ্জব হয়ে গেল বেবুনের দল। বোবা হয়ে গেল জুগাস। এর আগে কখনো কোনো মানুষকে তাদের ভাষায় কথা বলতে শোনেনি।

টারজানের নাম শোনেনি জুগাস। ধরে নিলো, ভালো কথা বলে তার সতর্কতায় ভাঙন ধরাতে চাইছে মানুষটা। তারপর সুযোগ বুঝে আক্রমণ করে বসবে। মানুষকে বিশ্বাস নেই। ওরা সব পারে। কাজেই ওর মিষ্টি কথায় না ভুলে এখুনি ভাগানো উচিত।

কর্কশ গলায় বললো জুগাস, 'বনের রাজা হও আর যে-ই হও, আমি বেবুন রাজ জুগাস বলছি, চলে যাও এখান থেকে।'

স্থির চোখে জুগাসকে দেখছে টারজান। 'যদি না যাই?'

'পিটিয়ে ভাগাবো। বেশি রেগে গেলে হয়তো খুনও করে ফেলতে পারি।'

বেবুনের স্বভাব-চরিত্র খুব ভালোমতোই জানা আছে টারজানের। দুর্দান্ত সাহস আর শক্তি, তেমনি হিংস্র। সবাই এসে চেপে ধরলে একা পারবে না সে ওদের সঙ্গে। কিন্তু ভয় পেয়েছে, বোঝানো চলবে না। লাফ দিয়ে সামনে চলে এলো টারজান। হাঁক ছেড়ে বললো, 'খবরদার, জুগাস, মুখ সামলে কথা বলবি!'

হকচকিয়ে গেল বেবুনের দল। লাফিয়ে গিয়ে উঠলো ওরা টিলার মাথায়। জুগাস আর তার দুই সঙ্গীও পিছিয়ে গেল খানিকটা। চেঁচামেচি শুরু করে দিলো বাচ্চারা। তাদেরকে থামাতে ব্যস্ত মায়েরা।

হঠাৎ ফিরে তাকালো জুগাস। পুরুষদের উদ্দেশ্য করে বললো, 'এসো তোমরা। শাদামানুষটা লড়াই চায়। ওকে শায়েস্তা করতে হবে।'

আশ্চর্য শৃঙ্খলা। দুদিক থেকে দুই সারিতে বেরিয়ে পড়লো পুরুষেরা। ধীরপায়ে হেঁটে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো দু'দিকে। দুরত্ব বজায় রেখে দেখতে দেখতে একটা চক্র তৈরি করে ফেললো, টারজানকে কেন্দ্র করে। থেমে গেল।

'এগোও!' আদেশ দিলো জুগাস।

ধীরে ধীরে বৃত্তটাকে ছোটো করে আনতে লাগলো বেবুনেরা।

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে রইলো টারজান। সতর্ক। টানটান হয়ে উঠেছে সমস্ত স্নায়ু। কঠিন হয়ে উঠেছে পেশী। স্প্রিঙের মতো লাফিয়ে ওঠার জন্যে প্রস্তুত।

থমথমে নীরবতা। বাচ্চারা পর্যন্ত টুঁ শব্দ করছে না আর। মায়ের গা ঘেঁষে বসে চেয়ে আছে নিচের যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে।

গম্ভীর গলায় বললো টারজান, 'খামোকা রক্তপাত করবে, জুগাস। আমি কারো কোনো ক্ষতি করবো না। আমার পথ ছেড়ে দাও।'

'না!' দৃঢ় কণ্ঠে বললো জুগাস। 'যেদিক থেকে এসেছো, সেদিকে যাও, কিছু বলবো না। কিন্তু সামনে এগোতে দেবো না কিছুতেই।'

'তাহলে পথ তুমি ছাড়বে না?'

'না।'

আরো ছোটো হয়ে এসেছে বৃত্ত। এগিয়ে আসছে বেবুনের দল। যে কোনো মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়বে এসে গায়ের ওপর।

'জুগাস,' বিশ্বাস অর্জন করতে চাইলো টারজান। আখেরে কাজ দেবে। 'আমি টারজান। বনমানুষ কালার ছেলে, বনের রাজা টারজান। হাতিরা কথা শোনে আমার, সিংহ আর চিতাবাঘ লেজ গুটিয়ে পালায় আমার নাম শুনলে। সরে যাও সামনে থেকে। আমার কাজে আমি যাই।'

'কি কাজ তোমার?' প্রশ্ন করলো জুগাস।

'আমি একটা শাদামানুষকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। খুব খারাপ লোক।

তার দলের লোকেরাও খুব খারাপ। সব সময় আগুন-লাঠি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। যাকে সামনে পায়, তাকেই মারে। বেবুনদেরও ছাড়ে না। ওদেরকে আমি মেরে ফেলবো। তোমাদের আর কোনো ভয় থাকবে না। নিশ্চিন্তে খাবার খুঁজতে পারবে।'

'তুমিও তো শাদামানুষ,' সন্দেহ যাচ্ছে না জুগাসের। 'তোমাকেই বা বিশ্বাস করবো কি করে? না, মানুষদের বিশ্বাস করি না আমি। সব মানুষই জন্তুজানোয়ারের শত্রু। হয় পিছিয়ে যাও, নইলে লড়াই করো।'

আড়চোখে দেখলো টারজান, আরো ছোটো হয়ে এসেছে বৃত্ত। গায়ে গা লেগে যাচ্ছে বেবুনগুলোর।

বুঝে গেল টারজান, কথা বলে ঠেকাতে পারবে না ওদেরকে। লড়াই করবেই।

হঠাৎ অদ্ভুত একটা কাণ্ড করলো জুগাস। চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে কপাল ঠেকিয়ে ফেললো মাটিতে। পরক্ষণেই ঝট করে তুলে ফেললো আবার। রক্ত-হিম করে দেয়া হুংকার ছাড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে রণহুংকার ছাড়লো সবকটা যোদ্ধা বেবুন। চারদিক থেকে চেপে এলো টারজানের ওপর।

ভয়ানক হাঁক ছাড়লো টারজান। ওই হাঁক শুনলে সিংহ কেঁপে উঠে পথ ছেড়ে দেয়। এক চুল নড়লো না আর বেবুনেরা। স্থির হয়ে গেল যার যার জায়গায়।

লাফিয়ে উঠলো টারজান। ডিগবাজি খেলো শূন্যে। জুগাসের মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে চলে এলো বৃত্তের বাইরে।

আরেকবার অবাক হওয়ার পালা বেবুনদের। এমন শাদামানুষ কখনো দেখেনি ওরা। লাফানোতে বেবুনদের হার মানায়!

পাঁই করে ঘুরলো জুগাস। টারজানের মুখোমুখি! চেঁচিয়ে যোদ্ধাদেরকে সামনে বাড়ার আদেশ দিলো।

ঝাঁপ দিলো একটা বিশাল বেবুন। লক্ষ্য, টারজানের গলা।

শূন্যে থাকতেই বেবুনটার এক পা খপ করে ধরে ফেললো টারজান। বন বন করে ঘোরালো কয়েক পাক, তারপর এগিয়ে আসা কয়েকটা বেবুনের ওপর ছুঁড়ে মারলো। ভারি শরীরের আঘাতে উল্টে পড়ে গেল চার-পাঁচটা বেবুন। গড়াতে গড়াতে চলে গেল ঢাল বেয়ে।

থমকে গেল জুগাস। যা-তা শাদা মানুষ নয়! সহজে ওকে পরাস্ত করা যাবে না। কৌশল পাল্টালো সে। একা কাউকে এগোতে মানা করলো। এক সঙ্গে দল বেঁধে আক্রমণ করার আদেশ দিলো।

এক সঙ্গে আট-দশটা বেবুন এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো টারজানের ওপর। ভয়ানক গলায় চেঁচিয়ে উঠে গা ঝাড়া দিলো টারজান। ছিটকে পড়ে গেল কয়েকটা বেবুন। মাথার ওপর থেকে ধরে পাথরের ওপর আছাড় মারলো একটাকে। হাড়-মাংস ভর্তা করে ফেললো ওটার। আবার এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো বেবুনেরা। সমানে হাত-পা চালালো টারজান। গলা ধরতে দিলো না কাউকে।

অনেকক্ষণ থেকেই ঝোপের আড়ালে বসে আছে এক চিতাবাঘ।

গতরাতে বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। শিকার ধরতে পারেনি একটাও। পেটে খিদে। বেবুনের মাংস তার সবচেয়ে প্রিয়। ওরা যখন দল বেঁধে থাকে, আক্রমণ করতে সাহস পায় না সে। তবে কায়দা মতো একা পেলে আর কথা নেই, ক্যাঁক করে এসে চেপে ধরে ঘাড় মটকে দেয়।

লড়াইয়ে ব্যস্ত পুরুষ বেবুনেরা। এদিকে খেয়াল নেই। একটা মেয়েবেবুন বাচ্চা কোলে নিয়ে দল থেকে সরে বসেছে সামান্য। ঝোপের ভেতর দিয়ে গিয়ে পাথরের আড়ালে আড়ালে পৌঁছে যাওয়া যাবে ওটার কাছে। তারপর ঘাড় কামড়ে ধরে ঝেড়ে ছুট লাগালেই হবে। ঢুকে পড়তে পারবে ঘন বনের ভেতর।

জিভ দিয়ে লালা গড়াতে লাগলো চিতাবাঘের। বেবুন ধরতে হলে এই-ই সুযোগ। আর দেরি করলো না সে। সাপের মতো বুকে হেঁটে নিঃশব্দে এগিয়ে আসতে লাগলো সে মেয়েবেবুনটার দিকে।

বড় একটা বেবুনের পা চেপে ধরেছে আবার টারজান। বন বন করে ঘোরাচ্ছে। ওটার বাড়ি লেগে ছিটকে পড়ছে অন্য বেবুনেরা এদিক ওদিক। কাছে ঘেঁষতে পারছে না আর।

মহা অস্বস্তিতে পড়ে গেছে বেবুন রাজ জুগাস। কিছুতেই কাবু করা যাচ্ছে না শাদা মানুষটাকে। যুদ্ধ ঘোষণা সে-ই করেছে। থামতেও পারছে না আর। থামার নির্দেশ দিলে কাপুরুষ ভাববে দলের সবাই। মানইজ্জত আর থাকবে না। নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়ার

প্রস্তুতি নিলো সে। ঠিক এই সময় আতংকিত কলরব করে উঠলো মেয়ে আর বাচ্চারা।

ঝোপের দিক থেকে ধেয়ে এলো একঝলক বাতাস। বেবুনদের মতো টারজানের নাকেও এসে লাগলো। শীতা, মানে চিতাবাঘের গন্ধ। নিশ্চয় বেবুন শিকার করতে এসেছে ব্যাটা। ওই জীব-গুলোকে দু'চোখে দেখতে পারে না টারজান। মহা ধড়িবাজ আর শয়তান একেকটা। খালি খুনখারাপির তালে থাকে।

অনেকখানি এগিয়ে এসেছে চিতাবাঘ। সামনেই মেয়েবেবুনটা। ঝাঁপ দিলো এসে। তাকে দেখতে পেয়ে চেঁচামেচি শুরু করলো মেয়েবেবুনেরা।

হাতের বেবুনটাকে ঘোরাতে ঘোরাতেই ফিরে তাকালো টার-জান। এসে পড়েছে শীতা। বিন্দুমাত্র দেরি করলো না টারজান। বেবুনটাকে হাত থেকে ছেড়ে দিয়েই লাফ দিলো। উড়ে এসে পড়লো শীতার ওপর।

ভীষণ ক্ষেপে গেল শীতা। এতোবড় সাহস একটা মানুষের! এতো বেয়াদব! শাঁই করে থাবা চালালো সে। বাতাস কাটলো ধারালো নখগুলো, কঠিন কিছুর গায়ে বাধলো না।

আবার লাফ দিয়েছে টারজান। দুই পা এক করে হাঁটু মুড়ে এসে পড়লো শীতার পেটের ওপর। ঘুঁকক করে একটা শব্দ বেরোলো চিতাবাঘের মুখ থেকে। আরে, এ-তো মহা-মুসিবত! কেমন মাররে বাবা! হাড় গুঁড়িয়ে গেল যে। পালাবে কি পালাবে

না ভাবতে ভাবতেই দেরি করে ফেললো। ততোক্ষণে উঠে পড়েছে শাদামানুষটা। তার পেছনের দুই পা চেপে ধরেছে।

হ্যাঁচকা টানে শীতাকে শূন্যে তুলে ফেললো টারজান। মাথার ওপর তুলে আছাড় লাগালো।

ছেড়ে-দে-মা-কেঁদে-বাঁচি অবস্থা হয়েছে চিতাবাঘের। বেবুন খাওয়া দূরের কথা, এখন পালাতে পারলে বাঁচে।

শীতাকে আরেক আছাড় লাগালো টারজান। তারপর পা ছেড়ে দিলো। মাথা গুঁজে গিয়ে বেবুনের ঝাঁকের ভেতরে পড়লো বেচারা। ব্যস, শুরু হয়ে গেল উত্তম-মধ্যম। বেবুনেরা আঁচড়ে-খামচে-কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলতে লাগলো তার সারা শরীর। অনেক কষ্টেগা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়ালো শীতা। এভাবে চোর-পিটুনী চলতে থাকলে অচিরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হবে। কোনো মতে বেবুনের দলের ভেতর থেকে বেরিয়ে লাগালো ঝেড়ে দৌড়। ওর পেছন পেছন তাড়া করে গেল যোদ্ধারা। পাথুরে অঞ্চল পার করে বনে ঢুকিয়ে দিয়ে ফিরলো।

হাসি একান-ওকান হয়ে গেছে টারজানের। বিচিত্র শব্দ করে হাসাহাসি করছে বাচ্চা আর মেয়েরা। কয়েকটা বাচ্চা এসে ঘিরে ধরেছে আজব শাদামানুষটাকে। কৌতূহলী চোখ মেলে দেখছে আর হাসছে।

একে একে ফিরে এলো যোদ্ধারা। দাঁড়িয়ে পড়লো জুগাসের পেছনে। অবাক চোখে শাদামানুষটাকে দেখছে।

সবাই অবাক বেবুনেরা। পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালো সেই

মেয়েটা, যাকে বাঁচিয়েছে টারজান। কোলে বাচ্চা। কৃতজ্ঞ চোখে তাকালো শাদা মানুষটার দিকে।

হাত বাড়ালো টারজান। নির্দ্বিধায় বাচ্চাকে তার হাতে তুলে দিলো মা।

ব্যস, ভাব হয়ে গেল। ভয় চলে গেল জুগাসের। আর কোনো সন্দেহ নেই। তাদের কোনো ক্ষতি করতে চায়নি শাদা মানুষটা, বুঝলো এতোক্ষণে। অনেক দেরিতে। এরজন্যে অনেক খেসারত দিতে হয়েছে তাদেরকে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো বেবুনরাজ। 'অন্যায় করেছি আমি, শাদামানুষ। জুগাস বন্ধুত্ব করতে চায় তোমার সঙ্গে।'

দশ

সুন্দর এক সকাল।

মিডিয়ানদের গাঁয়ে আবার এগিয়ে চলেছে মিছিল।

সবার আগে আব্রাহামের ছেলে আব্রাহাম। তার পেছনেই বারবারা কলিসকে ঘিরে এগোচ্ছে ধর্মগুরুর দল। পেছনে গ্রামবাসী।

ধীরে ধীরে হ্রদের ধারে এসে পৌঁছুলো দলটা। ঝিরঝিরে বাতাসে চিন্নেরেথের বুকে ছোটো ছোটো ঢেউ। কালো পানিতে নীল আকাশ আর হলুদ পাহাড়ের ছায়া। কিন্তু এই অপরূপ সৌন্দর্য কোনো সাড়া জাগাতে পারলো না আজ বারবারার মনে। বিকট হাঁ করে তাকে গ্রাস করার জন্যে তৈরি হয়ে আছে যেন ওই কালো পানি। বাতাসে নয়, খুশিতে যেন থিরথির কাঁপছে হ্রদের বুক।

সেই চ্যাপ্টা পাথরের ওপর গিয়ে উঠলো আব্রাহাম।

বারবারাকে টেনে নিয়ে গিয়ে উঠলো ধর্মগুরুরা।

উঠে এলো পাঁচজন যুবক। একজনের হাতে জাল। বারবারাকে জালে জড়িয়ে ফেললো ওরা। পাথর বাঁধলো। তৈরি হয়ে রইলো ছুঁড়ে ফেলার জন্যে। আজ আর দড়ি বাঁধা নেই জালের কোণে।

দেবীকে টেনে তোলার দরকার হবে না।

দুর্বোধ্য মন্ত্রপাঠ শুরু হলো আব্রাহামের। বিড়বিড় করে অনেকক্ষণ ধরে পড়লো। তারপর ফিরে তাকালো বারবারার দিকে। 'যাও দেবী, পানির তলায় গিয়ে দেবীগিরি করোগে। যদি জাল ছিঁড়ে ভেসে উঠতে পারো, তাহলেই বুঝবো, তোমাকে পছন্দ করেন জিহোভা।'

ফেলার নির্দেশ দিলো আব্রাহাম।

বারবারাকে তুললো যুবকেরা। দোল দিতে শুরু করলো।

কোনোমতে ফিরে তাকালো বারবারা। প্রথমেই চোখ পড়লো, নিচে দাঁড়িয়ে আছে জেজিবেল। কাঁদছে। এই বিপদেও হেসে তাকে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করলো বারবারা।

ছুঁড়ে ফেলা হলো বারবারাকে। ঝপাং করে পানিতে পড়লো সে। ডুবে যাবার আগে কানে এলো জেজিবেলের চিৎকার।

মুঠোর ভেতরে পেন্সিল-কাটা ছুরিটা শক্ত করে চেপে ধরলো বারবারা···

পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে কোনোমতে সোজা হলো ডক্টর লাফায়েৎ স্মিথ।

একটা পাহাড়ের চূড়ায় বসে কাটিয়েছে রাতটা। এক বিন্দু ঘুমাতে পারেনি ভয়ে, জন্তুজানোয়ারের ডাকে। তাঁবু খুঁজে পায়নি। ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় কাহিল। ভোরের আলো ফুটতেই নেমে এসেছে পাহাড় থেকে। ক্যাম্প খুঁজছে। কিন্তু আশেপাশে কোথাও চোখে

পড়ছে না ওটা।

অনেকক্ষণ থেকেই পিছু নিয়েছে একটা সিংহ, টেরই পায়নি স্মিথ। আস্তে আস্তে খিদে বাড়ছে সিংহের। ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে।

এগিয়ে চললো স্মিথ। বেলা বাড়ছে। কিন্তু তাঁবুর কোনো চিহ্নই চোখে পড়ছে না। তবে কি কোনোদিনই আর ক্যাম্পটা খুঁজে পাবে না? না না, পাবে, নিজেকে ভরসা দিলো সে। তাঁবুতে ড্যানি রয়েছে, কুলিরা রয়েছে, ওবাম্বি রয়েছে। ওরা খুঁজে বের করবেই তাকে। এতোক্ষণে নিশ্চয় বেরিয়ে পড়েছে।

একটা পাহাড়ের পাশ কাটিয়ে এলো স্মিথ। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। সামনেই পাহাড়ের গায়ে বিশাল এক গুহামুখ। ভেতরে নিশ্চয় গবেষণা করার মতো অনেক কিছু রয়েছে! অন্য সময় হলে নির্দ্বিধায় ঢুকে পড়তো সে। কিন্তু এখন পেটে খিদে, ক্লান্ত। এ-সময় ঢোকা উচিত হবে না। আগে তাঁবুতে ফিরে যেতে হবে। খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম নিয়ে লোকজন সঙ্গে করে আসবে আবার।

কিন্তু সে সুযোগ দিলো না সিংহ। ভয়ানক এক গর্জন করে উঠলো। ঝাঁপিয়ে পড়বে এখুনি।

চমকে উঠে পাঁই করে ঘুরলো স্মিথ। চোখ পড়লো ভীষণ এক সিংহের ওপর। ইয়া বড় মুখ, কুচকুচে কালো কেশর। বিশাল এক দানব। লাফিয়ে পড়লো বলে।

বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলো না স্মিথ। ঢুকে পড়লো অন্ধকার গুহায়। পকেট থেকে বের করে আনলো পিস্তলটা। ওই পিস্তলের গুলিতে

সিংহের কিছুই হবে না, জানা আছে, তবু নাই-মামার-চেয়ে-কানা-মামা ভালো।

লম্বা একটা সুড়ঙ্গ। বেশ চওড়া, উঁচু। মাথা ঠেকে না। ছুটলো স্মিথ। পেছনে তাড়া করে আসছে সিংহ।

এগিয়েই চললো ডক্টর। সামনে গাঢ় অন্ধকার। কিন্তু সুড়ঙ্গটা সোজা বলে ছুটতে তেমন অসুবিধে হচ্ছে না। পেছনে ভয়ানক জোরে গর্জন করছে সিংহ। বদ্ধ জায়গায় যেন বিস্ফোরণ ঘটছে।

কতোক্ষণ ছুটেছে, বলতে পারবে না স্মিথ। তার মনে হলো, কয়েক যুগ পেরিয়ে গেছে।

হঠাৎ সামনে আবছা আলোর আভাস দেখা গেল। কেটে যাচ্ছে সুড়ঙ্গের অন্ধকার। গতি বাড়িয়ে দিল স্মিথ। ধড়াস ধড়াস করছে বুকের ভেতর। পেছনে এসে পড়েছে সিংহ। লাফ দেবার জায়গা পাচ্ছে না, নইলে এতক্ষণে লাফিয়ে পড়তো ঘাড়ে।

আরো কয়েক পা ছুটলো স্মিথ। এসে পড়েছে সিংহ। ধরে ফেলবে। হঠাৎ ঘুরলো সে। কয়েক গজ মাত্র দূরে আছে সিংহ। গুলি চালালো ওটার হাঁ করা মুখে।

ভয়ংকর গর্জন করে উঠলো সিংহ। আশ্চর্য! পড়ে গেল ধপ করে। নিশ্চয় কোনো খারাপ জায়গায় গুলি ঢুকেছে। তাই কাবু হয়ে পড়েছে সামান্য বুলেটের আঘাতেই।

হাঁপ ছাড়লো স্মিথ। পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলো। ঘুরে আলো লক্ষ্য করে এগোতে যাবে, এই সময় আবার উঠে দাঁড়ালো সিংহ। স্মিথের জানা আছে, আহত সিংহ

অনেক অনেক বেশি ভয়ংকর···

সারাটা রাত ঘুমাতে পারেনি ড্যানি প্যাট্রিক, দুঃশ্চিন্তায়।

রাতের বেলায়ই খুঁজেছে কুলিরা। কিন্তু তাঁবু ছেড়ে বেশি দূরে এগোতে সাহস করেনি অজানা-অচেনা জায়গায়। তাছাড়া জঙ্গলে রয়েছে ভয়ানক সব হিংস্র জানোয়ার। খোঁজার ব্যাপারটা সকালের জন্যে স্থগিত রেখে আবার ফিরে এসেছে সবাই।

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলো ড্যানি। কোনোমতে এক কাপ কফি গিলে নিয়ে বেরিয়ে এলো তাঁবু থেকে। তৈরি হয়ে পড়েছে কুলিরা।

চারজন কুলিকে তাঁবু পাহারায় রাখলো ওগোনিয়ো। তারপর অন্যদেরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো স্মিথকে খুঁজতে।

ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়লো ওরা। একেক দল একেক দিকে যাবে। কোনো জায়গা যাতে খোঁজা বাদ না পড়ে, সেজন্যেই এই ব্যবস্থা।

নিজের দলে ওবাম্বিকে রেখেছে ড্যানি। ওই ছেলেটাই গতকাল স্মিথের সঙ্গে গিয়েছিলো। কোথায় কোন্‌দিকে গিয়েছিলো, বলতে পারবে সে ভালো।

মন খারাপ ওবাম্বির। বাওয়ানাকে ওভাবে ছেড়ে আসার জন্যে এখন সে মরমে মরে যাচ্ছে। কাজটা মোটেই উচিত হয়নি, বোকামির জন্যে বার বার গাল দিচ্ছে নিজেকে। গতকাল ওগোনিয়োও অনেক বকেছে তাকে।

কয়েক ঘণ্টা একনাগাড়ে হাঁটলো ড্যানি ওবাম্বিকে নিয়ে। কিন্তু কোথাও স্মিথের কোনো চিহ্ন দেখতে পেলো না। তবে কি সিংহের পেটে গেছে লোকটা?

একটা গাছের তলায় জিরিয়ে নিতে বসলো। খিদেও পেয়েছে। খাবার বের করতে বললো ওবাম্বিকে। খালি পেটে হাঁটতেই পারবে না, বন্ধুকে খুঁজবে কি?

খেতে খেতেই এদিক ওদিক তাকাচ্ছে ড্যানি। হঠাৎই চোখে পড়লো লোকটাকে। ছোটো একটা টিলার মাথায় বসে ওপাশে তাকিয়ে আছে। গভীর মনোযোগে দেখছে কি যেন!

লোকটাকে কেমন যেন চেনা চেনা মনে হলো ড্যানির। তবে মুখ দেখতে পাচ্ছে না বলে, চিনতে পারছে না। কি দেখছে এমন করে! পা টিপে টিপে পেছনে গিয়ে দাঁড়ানোর ভাবনাটা বাদ দিলো সে। তার চেয়ে গাছে উঠে পড়া যাক। মগডালে বসে নিচের অনেক কিছুই চোখে পড়বে।

তরতর করে গাছে উঠে গেল ড্যানি। একেবারে ওপরের একটা ডালে বসে নিচের দিকে তাকালো।

গজ পঞ্চাশেক দূরে টিলার ওপাশে একটা গ্রাম। আস্ত আস্ত গাছের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। একটা কুঁড়ের সামনে গাছের তলায় বসেছে দুজন শ্বেতাঙ্গ। খাচ্ছে। কারা ওরা? অবাক হয়ে ভাবছে ড্যানি···

খেতে বসেছে ডোমিনিক আর স্টাবুচ।

'আর দেরি করবো না,' বুনো শুয়োরের মাংস চিবোতে চিবোতে বললো স্টাবুচ। 'আজই বেরিয়ে পড়তে চাই। দক্ষিণে যাবো, টারজানের খোঁজে। আমার সঙ্গে দুজন লোক দাও তুমি।'

'আচ্ছা, কি করেছিলো টারজান?' জানতে চাইলো ডোমিনিক।

'কি করেনি? আমাদের অনেক প্ল্যান-প্রোগ্রাম নষ্ট করে দিয়েছে। দুজন এজেন্টকে পাঠিয়েছে ফ্রান্সের কারাগারে। মস্ত ক্ষতি করেছে সে রাশিয়ার।'

'বেশ। দেবো লোক। যেও আজই···'

ডোমিনিকের মুখের কথা শেষ হবার আগেই ঝুপ করে শব্দ উঠলো গাছের পাতায়। ডাল ভাঙার মড়াৎ শব্দ উঠলো। দড়াম করে প্রায় ওদের ওপরই এসে পড়লো ভারি একটা দেহ···

টিলার মাথায় বসে দেখছে টারজান।

বেড়ার ধারেই একটা গাছ। তার নিচে খেতে বসেছে দুই শ্বেতাঙ্গ। একজনকে চেনে সে। সেই যে সেদিন, ডাকাতেরা যাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো। আরেকটা লোককে চেনে না, তবে সে কে, বুঝতে অসুবিধে হলো না। এই-ই সুযোগ। ব্যাটাদের খতম করে দেবে। ফটকের কাছে পাহারা দিচ্ছে প্রহরী। তবে ওরা অনেক দূরে রয়েছে। ওদের অগোচরেই গ্রামে ঢুকে পড়তে পারবে সে।

নিঃশব্দে টিলার ওপর থেকে নেমে এলো টারজান। গাছের

বেড়া কোনো বাধাই না তার কাছে। টিকটিকির মতো বেয়ে উঠে পড়লো সে বেড়ার মাথায়। মাত্র কয়েক গজ দূরে গাছটা। লাফিয়ে সহজেই একটা ডাল ধরে ফেলতে পারবে গিয়ে।

উঠে দাঁড়ালো টারজান। লাফ দিলো।

ঠিকমতোই ধরতে পারলো ডাল। কিন্তু তার কপাল মন্দ। ডালের গোড়াটা পোকায় খাওয়া। সহ্য করতে পারলো না ভার। মড়াৎ করে ভেঙে গেল।

মাটিতে এসে পড়লো টারজান।

এক মুহূর্ত বিমূঢ় হয়ে রইলো দুই রাশান।

তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। চেঁচিয়ে উঠলো ডোমিনিক, 'স্টাবুচ, এই সেই টারজান!'

চেঁচামেচিতে এদিকে ফিরে তাকিয়েছে কয়েকজন প্রহরী। ছুটে আসতে লাগলো ওরা।

মাটিতে পড়ে কিছুই হয়নি টারজানের। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো আবার। চকিতে ফিরে তাকালো একবার চারপাশে। হৈ-হৈ করতে করতে ছুটে আসছে কাফ্রী ডাকাতেরা। হাতে রাইফেল, বর্শা।

গাছের ওপর বসে সবই দেখতে পাচ্ছে ড্যানি।

ওবাম্বিও গাছে উঠে পড়েছে। ড্যানির পাশে এসে বসেছে।

'লোকটাকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে!' বললো ড্যানি নিচু গলায়।

'এখনো চিনতে পারেননি, বাওয়ানা!' বলে উঠলো ওবাম্বি। 'উনিই তো বনের রাজা টারজান। সেদিন সিংহটাকে মেরেছিলেন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার চিনেছি! কিন্তু লোকটাকে মেরে ফেলবে তো ডাকাতেরা! চলো, যাই। আমার মেশিনগানটা কাজে লাগানো যায় কিনা, দেখি!'

তাড়াহুড়ো করে গাছ থেকে নেমে পড়লো ড্যানি। গাছের গোড়ায় ফেলে রাখা মেশিনগানটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করলো। তারপর এগোলো ওবাম্বিকে নিয়ে।

টারজানকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে ডাকাতেরা।

'মেরো না! মেরো না!' চেঁচিয়ে উঠলো ডোমিনিক। 'জ্যান্ত ধরো। কিছু কথা আছে ওর সঙ্গে!'

রাইফেল আর বল্লম উঁচিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগলো কাফ্রীরা।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো টারজান। দু'হাত সামনে বাড়িয়ে সামান্য কুঁজো করে রেখেছে শরীরটাকে। ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে প্রস্তুত।

আরো এগিয়ে এলো ডাকাতেরা।

হঠাৎ সামনে লাফ দিলো টারজান। ডোমিনিককে ধরতে হবে। আগে কাবু করে ফেলতে হবে ওকে।

কিন্তু ডাকাতের সর্দার ডোমিনিক এতো সহজে ধরা দিলো না। চোখের পলকে পিছিয়ে গেল সে। গিয়ে দাঁড়ালো গাছের

আড়ালে। স্টাবুচও লাফিয়ে সরে গেল একপাশে। ইতিমধ্যে একেবারে কাছে এসে পড়লো ডাকাতেরা।

গাছে উঠে পড়তে পারে টারজান। কিন্তু তাহলে মরতে হবে। ধরার উপায় না দেখলেই গুলি চালাবে ডাকাতেরা। নিচেই থাকতে হচ্ছে তাকে আপাতত। ডোমিনিককে আটকাতে হবে। তাহলে আর গুলি চালাতে সাহস পাবে না কাফ্রীরা।

এসে পড়লো ডাকাতেরা। বল্লম আর তলোয়ার নিয়ে আক্রমণ করে বসলো টারজানকে। আহত করে ধরে ফেলার ইচ্ছে।

শুরু হয়ে গেল লড়াই।

টারজানের সঙ্গে পেরে উঠছে না ডাকাতেরা। চোখের পলকে ধরাশায়ী হচ্ছে একের পর এক। বল্লম কিংবা তলোয়ার গায়েই লাগাতে পারছে না টারজানের।

'এভাবে পারবে না!' চেঁচিয়ে বললো ডোমিনিক। 'কুত্তা ছেড়ে দাও!'

রক্ত-পানি-করা গর্জন করতে করতে ছুটে এলো সাত-আটটা কুকুর। ভয়ানক ডোবারম্যান পিনশার।

চমকে উঠলো টারজান। বুঝতে পারলো, এইবার পড়েছে আসল বিপদে। কিন্তু লড়াই থামালো না।

হঠাৎ থাবা দিয়ে এক ডাকাতের হাত থেকে একটা বল্লম কেড়ে নিলো। প্রথম কুকুরটা কাছে আসতেই এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেললো ওটাকে। চাপা একটা আর্তনাদ করে উঠেই পড়ে গেল কুকুরটা। আরেকটা এগিয়ে এলো। ওটাকেও শেষ করে দিলো

টারজান। এই সময় হাতের কাছে পেলো এক কাফ্রীকে। খপ করে তার হাত চেপে ধরেই হ্যাঁচকা টানে গায়ের ওপর এনে ফেললো। পরক্ষণেই উবু হয়ে ধরে ফেললো তার দুই পা। ডাকাতের দেহ-টাকে মুগুরের মতো ধরে পেটাতে শুরু করলো মানুষ কুকুর সামনে যাকে পেলো তাকেই।

হা হা করে হেসে উঠলো ড্যানি। 'সাবাস, বাহাদুর! সাবাস! তুমি আমার ওস্তাদ হবার যোগ্য হে!'

বড় বড় বিল্ডিঙের পাইপ বেয়ে উঠে পড়ার অভ্যাস আছে ড্যানির। সামান্য গাছের বেড়া ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি তাকে। তরতর করে বেয়ে উঠে বসেছে বেড়ার মাথায়। দেখছে টারজানের লড়াই, আর হাসছে।

ড্যানির কথায় চোখ তুলে চাইলো কয়েকজন ডাকাত। রাই-ফেল তুললো।

গর্জে উঠলো মেশিনগান। ধরাশায়ী হলো দু'জন।

চমকে মুখ তুলে তাকালো সবাই। বেড়ার ওপরে বসে থাকা ড্যানিকে দেখতে পেয়ে চোখ কপালে উঠলো ওদের।

ঘেউ ঘেউ করে বেড়ার দিকে ছুটে এলো কয়েকটা কুকুর। গুলি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

'চালিয়ে যাও, ওস্তাদ, চালিয়ে যাও!' বেড়ার মাথায় বসেই টারজানকে সাহস দিলো ড্যানি। 'পেটাও ব্যাটাদের! আমি আছি পেছনে।'

এগারো

চিন্নেরেথের কালো পানিতে ভুড়ভুড়ি।

তলিয়ে গেছেন দেবী। আর কোনোদিন ফিরে আসবেন না তিনি, এ-ব্যাপারে নিশ্চিত জেজিবেল। কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এলো সে। কারো বাধাই মানলো না। এসে উঠলো বেদীর ওপর, যে-টাতে কিছুদিন আগে খুন করা হয়েছিলো বাচ্চা ছেলেটাকে।

পানির দিকে চেয়ে কাঁদছে জেজিবেল। চুল ছিঁড়ছে পাগলের মতো। চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি।

হঠাৎ জেজিবেলের উদ্দেশ্যটা বুঝে ফেললো আব্রাহাম। পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে মেয়েটা। না, এতো সহজে তাকে মরতে দেয়া যাবে না। তারজন্যে শাস্তির উপায় ভেবে রেখেছে আব্রাহাম।

'ধরো ধরো, শয়তানীকে ধরো!' চেঁচিয়ে আদেশ দিলো আব্রাহাম। 'পানিতে পড়তে যাচ্ছে!'

ঝাঁপ দেয়ার আগেই বেদীর ওপর এসে উঠলো কয়েকজন যুবক, চেপে ধরলো জেজিবেলকে।

একেবারে পাগল হয়ে উঠেছে জেজিবেল। আঁচড়ে-কামড়ে অস্থির করে তুললো যুবকদের। ছাড়া পাবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো।

যুবকদের হাতে আটকা পড়ে গেল জেজিবেল। আব্রাহামের দিকে চেয়ে ফুঁশে উঠলো। 'খুনী! শয়তানের বাচ্চা! দেবীর অভিশাপে জ্বলে পুড়ে মরবি তুই! জিহোভা ক্ষমা করবেন না তোকে!'

'গ্রামের ভেতর নিয়ে যাও ওকে!' আদেশ দিলো আব্রাহাম।

টেনে-হিঁচড়ে জেজিবেলকে বেদীর ওপর থেকে নামালো যুবকেরা। প্রায় চ্যাঙদোলা করে নিয়ে চললো গ্রামের দিকে।

পাথরের ওপর থেকে নেমে এলো আব্রাহাম। তার পেছনেই নামলো ধর্মগুরুরা।

সবাই দল বেঁধে এগোলো আবার গ্রামের দিকে। ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করা হবে জেজিবেলকে।

চারদিক থেকে গ্রাস করেছে কালো পানি।

দম বন্ধ করে রাখলো বারবারা। সাহস হারালো না। তাহলে বাঁচতে পারবে না।

যেখানে ফেলা হয়েছে, পানি সেখানে তেমন গভীর না। বালি নেই তলায়। খালি পাথর আর পাথর। একটা বড় পাথরে এসে ঠেকলো বারবারার জালে পেঁচানো দেহটা।

সময় নেই। কাজে লেগে পড়লো বারবারা।

পেন্সিল-কাটা ছোটো ছুরি, কিন্তু তীক্ষ্ণ ধার। গত রাতে আব্রাহাম ঘোষণা করে যাবার পরেই পরিকল্পনাটা করে রেখেছে। ধার দিয়ে রেখেছে ছুরিতে। জামার তলায় লুকিয়ে রেখেছিলো। যুবকেরা তাকে ধরে জালে আটকানোর সময় কায়দা করে হাতে নিয়ে ফেলেছে ছুরিটা।

খুব বেশি নাড়াতে পারছে না হাত। তবু কোনোমতে কেটে ফেললো জালের কয়েকটা খোপ। বের করে আনলো ডান হাতটা। এরপরে কাজ বেশি কঠিন না।

তবে খুব একটা সহজও না।

পানিতে ভিজে শক্ত হয়ে গেছে জালের সুতো। ছুরি বসতে চাইছে না। হাতে সময় থাকলে, ভাবতো না বারবারা। কিন্তু দম ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। পরিশ্রমে আরো বেশি করে বাড়ছে ফুসফুসে বাতাসের চাহিদা। অবশ হয়ে আসছে হাত। তবে কি পারবে না শেষ অবধি?

না, পারতেই হবে তাকে, মনকে শক্ত করলো বারবারা। শয়তান আব্রাহামের কাছে হারা চলবে না কিছুতেই। আবার হাত চালালো সে।

অবশেষে বড় একটা ফোকর করে ফেললো। মাথা বের করে নিয়ে এলো বারবারা, সেই সঙ্গে দুই হাত। কয়েক পোঁচে কেটে ফেললো পাথর বাঁধা দড়ি।

দম ফুরিয়ে গেছে। বুকে ভয়ানক চাপ। তবে কাজও শেষ। জালের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো সে। দ্রুত হাত-পা চালালো।

ভুসস করে পানির ওপরে ভেসে উঠলো বারবারার মাথা। ইচ্ছে করেই কোণাকোণী সাঁতরেছে। যেখানে ফেলা হয়েছিলো সেখানে নয়, ভেসে উঠলো চ্যাপ্টা পাথরটার তলায়। যেটার ওপর থেকে ফেলা হয়েছিলো তাকে। কাজেই কারো চোখে পড়লো না।

ভেসে উঠতেই বারবারার কানে এলো জেজিবেলের তীক্ষ্ণ চিৎকার, গ্রামবাসীদের হৈ-চৈ···

চুপচাপ ভেসে থেকে শ্বাস নিতে লাগলো বারবারা। এখন বেরিয়ে আসা উচিত না। হয়তো আবার জালে বেঁধে তাকে ফেলে দেবে ওরা পানিতে।

পাথরের ওপর থেকে লোকজনের নামার আওয়াজ শোনা গেল।

কানে এলো আব্রাহামের কথা, 'গ্রামের ভেতরে নিয়ে যাও ওকে!'

কিছুক্ষণের মধ্যেই নীরব হয়ে গেল হ্রদের পাড়।

আরো কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলো বারবারা। তারপর সাবধানে বেরিয়ে এলো পাথরের তলা থেকে। একটা লোকও নেই। তীরে এসে উঠলো সে।

এরপর কি করবে সে? অনেকদিন ধরে আছে এখানে, পাহাড়ের ঘের থেকে বেরিয়ে যাবার পথ অনেক খুঁজেছে। পায়নি। তারমানে এখানেই কোথাও লুকিয়ে থাকতে হবে। কিন্তু কোথায়? খাবার পাবে কোথায়? এই সময়ই কানে এলো আবার জেজিবেলের চিৎকার···

মেয়েটার ওপর নিশ্চয় অত্যাচার চালাচ্ছে আব্রাহামের ছেলে

আব্রাহাম। ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে ফেললো বারবারা। শয়তানটাকে শাস্তি দিতেই হবে! নিতেই হবে প্রতিশোধ! কিন্তু সে একা মেয়ে-মানুষ, কি করে কি করবে?

তবে, আগে জেজিবেলকে বাঁচাতে হবে শয়তানটার হাত থেকে। কিন্তু সেটাই বা কি করে? ভেবে সিদ্ধান্ত নিলো বারবারা, লুকিয়ে-চুরিয়ে যাবে গ্রামের ভেতরে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবে।

পাহাড়ের গায়ে অনেক খাঁজ, অনেক গুহা। বড় বড় ফাটলও আছে কয়েকটা। ওগুলোর ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে পারবে। কারো চোখে পড়ে যাবার সম্ভাবনা খুবই কম।

দেরি করলো না আর বারবারা। ঢাল বেয়ে উঠে পড়লো এক পাশের পাহাড়ে। চূড়ার ওপর দিয়ে নেমে এলো ওপাশের ঢালে। তারপর এগিয়ে চললো পাহাড়ের আড়ালে।

শিগগিরই গ্রামের ভেতরে চলে এলো বারবারা। পাহাড় থেকে নামলো না। আস্তে করে উঠে এসে বসে পড়ে উঁকি দিলো নিচের দিকে।

খোলা একটা জায়গা। যেখানে একদিন আকাশ থেকে নেমে এসেছিলো বারবারা। পাহাড়ের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে আব্রা-হাম আর তার শয়তান ধর্মগুরুরা। জেজিবেলকে ধরে রেখেছে কয়েকজনে। একজনে চাবুক দিয়ে পেটাচ্ছে। যন্ত্রণায় আকুলি-বিকুলি করছে জেজিবেলের দেহ, গোঙাচ্ছে।

অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে দাঁড়িয়েছে গ্রামবাসীরা। নীরবে দেখছে জেজিবেলের শাস্তি।

ভারি একটা জিনিস বয়ে আনছে কয়েকজন যুবক, দূরে রয়েছে এখনো।

কাছে এসে গেল ওরা। জিনিসটা কি, চিনে ফেললো বারবারা। মস্ত এক কাঠের ক্রুশ। তবে কি···তবে কি···আর ভাবতে চাইলো না সে। শিউরে উঠলো।

ক্রুশটা এনে পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখলো যুবকেরা।

এগিয়ে এলো আরো কয়েকজন যুবক। মাটিতে গর্ত খুঁড়তে শুরু করলো। ক্রুশ পুঁতবে।

গর্ত খোঁড়া হয়ে গেল। তাতে দাঁড় করানো হলো ক্রুশ। জেজি-বেলকে এনে ঠেসে ধরা হলো তার গায়ে। এবার···এবার তাহলে পেরেক মারবে, কষ্ট দিয়ে তিলে তিলে হত্যা করবে বেচারীকে!

কি সাংঘাতিক! আর থাকতে পারলো না বারবারা। চিৎকার করে উঠে বেরিয়ে এলো আড়াল থেকে। দ্রুত নামতে শুরু করলো ঢাল বেয়ে।

চমকে মুখ তুলে তাকালো সবাই।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ার্ত চিৎকার করে উঠে লুটিয়ে পড়লো কয়েকজন যুবক। হাত-পা খিঁচতে শুরু করলো। মৃগী রোগ ভর করেছে।

ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলো ধর্মগুরুরা। ফ্যাকাশে হয়ে গেছে আব্রাহামের মুখ। সে-ও কাঁপছে।

কাছে এসে দাঁড়ালো বারবারা।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না আব্রাহাম। বিড়বিড় করে বললো, 'কে তুমি!···কি চাও!'

'কেন, চিনতে পারছো না?' কঠিন হাসি হাসলো বারবারা। 'আমিই সেই। যাকে হ্রদের তলায় ফেলে এসেছিলে। জিহোভা নিজে এসে মুক্ত করেছেন আমাকে। জেজিবেলকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছেন। এরপর নামবে তার অভিশাপ। ধ্বংস করে দেবেন তিনি মিডিয়ানকে। দোজখে তোমার আর তোমার চেলা-দের জন্যে আগুনের সাপ তৈরি করে রেখেছেন তিনি, দেখে এসেছি। পাপের শাস্তি তোমরা পাবে, আব্রাহাম। বড় বেশি বেড়ে গিয়েছিলে।'

একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে থামলো বারবারা। ভয় পাইয়ে দিতে পেরেছে আব্রাহাম আর তার সঙ্গীদের।

দড়াম করে এসে বারবারার পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়লো আব্রাহাম। 'আমাকে···আমাকে মাফ করে দিন, দেবী। আমি জানতাম না, আপনি স্বর্গ থেকে এসেছেন। সত্যি বলছি, জানতাম না। জিহোভার কাছে আমার হয়ে বলুন। মাফ করে দিতে বলুন।' কাঁদতে শুরু করলো প্রধান ধর্মগুরু।

বারবারা ভেবেছিলো, প্রচণ্ড বাধার মুখে পড়বে। কিন্তু এ-তো হলো ঠিক উল্টো। মনে মনে হাসলো সে। গম্ভীর হয়ে আদেশ দিলো, 'ওঠো। উঠে দাঁড়াও। মুক্তি দিতে বলো জেজিবেলকে। আর আমাদের জন্যে খাবার নিয়ে আসতে বলো।'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো আব্রাহাম। চেঁচিয়ে বললো, 'জলদি!

জলদি যাও তোমরা! দেবীর জন্যে খাবার নিয়ে এসো!'

'দাঁড়াও।' ভিড়ের ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠলো কেউ।

থমকে দাঁড়ালো সবাই।

পায়ে পায়ে বেরিয়ে এলো বুড়ো জোবাব। এতোক্ষণ ছিলো না সে এখানে। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়েছিলো।

কাছে এসে দাঁড়ালো জোবাব। তীক্ষ্ণচোখে তাকালো বার-বারার দিকে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখলো। যেন এই প্রথম দেখছে।

'দেবী,' কাছে এসে দাঁড়িয়েছে জোবাব। 'তুমি মিথ্যে কথা বলছো। হ্রদের ধার থেকে এসেছি আমি এইমাত্র। দেখতো, এই ছুরিটা চিনতে পারো কিনা?'

অবাক হয়ে দেখলো বারবারা, জোবাবের হাতে তার পেন্সিল-কাটা ছুরি। তাড়াহুড়োয় ফেলে রেখে এসেছিলো হ্রদের ধারে। তার কপাল খারাপ, এই সময় ওখানে গিয়ে পড়েছে বুড়ো শয়-তানটা। চুপ করে রইলো সে।

'তাহলে বুঝতেই পারছো, দেবী,' আবার বললো জোবাব, 'তোমার জারিজুরি সব ফাঁস। আসলে, হাতে করে ছুরিটা নিয়ে গিয়েছিলে। জাল কেটে বেরিয়ে এসেছো।'

অদ্ভুত একটা আওয়াজ বেরোলো আব্রাহামের গলা থেকে। চোখে ধূর্ত শেয়ালের চাহনি। এগিয়ে এসে জোবাবের কাঁধে হাত রাখলো সে। 'শয়তানের ফাঁকি থেকে আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছো, জোবাব। ধন্যবাদ।'

'এইমাত্র জিহোভার সঙ্গে কথা হয়েছে আমার,' বললো জোবাব। 'ওই শয়তানীটাকেও পুড়িয়ে মারার আদেশ দিয়েছেন তিনি।'

আর কি চাই? হাসি পাপ, নইলে হা-হা হাসিতে ফেটে পড়তো আব্রাহাম। আরেকটা ক্রুশ নিয়ে আসার আদেশ দিলো সে।

এসে গেল আরেকটা ক্রুশ। গর্ত খুঁড়ে তাতে পোঁতা হলো।

দু'হাত দুদিকে ছড়িয়ে বারবারা আর জেজিবেলকে বাঁধা হলো দুই ক্রুশে। নিচে স্তূপ করে রাখা হলো শুকনো কাঠ। তাতে তেল ঢেলে দিলো যুবকেরা।

জ্বলন্ত মশাল হাতে এসে দাঁড়ালো আব্রাহাম। বারবারার দিকে চেয়ে বললো, 'এইবার তোমার দেবিত্ব পরীক্ষা হবে, দেবী। যদি আগুন নিভিয়ে বেঁচে নেমে আসতে পারো, তবেই বুঝবো, জিহোভা তোমার পক্ষে রয়েছেন।'

বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে চললো আব্রাহাম।

মন্ত্রপাঠ শেষ হলো। প্রার্থনার ভার পড়লো জোবাবের ওপর।

অনেকক্ষণ ধরে প্রার্থনা করলো জোবাব। তারপর 'আমেন' বলে মুখ তুললো।

সমস্বরে 'আমেন! আমেন!' বলে চেঁচিয়ে উঠলো গ্রামবাসীরা।

আগুন ছোঁয়ালো আব্রাহাম। দপ করে জ্বলে উঠলো শুকনো কাঠ। দেখতে দেখতে জ্বলে উঠলো দাউ দাউ করে। বাতাসে তেলপোড়া বিচ্ছিরি গন্ধ।

মাথা ফিরিয়ে পাশে তাকালো জেজিবেল। 'বিদায়, দেবী!'

'আস্তে করে চোখ বন্ধ করলো সে।

কিছুই বললো না বারবারা। মলিন হাসি ফুটলো ঠোঁটে। একমনে ডেকে চলেছে ঈশ্বরকে।

বারো

বাঁচার আর কোনো উপায় নেই।

আবার এগিয়ে আসছে সিংহ। গরগর করছে ভীষণ রাগে।

ঘুরেই আবার ছুটলো স্মিথ। আর পারছে না। মাথা ঘুরছে। হঠাৎ পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠলো কোনোমতে। ফিরে তাকালো। আসছে সিংহ। তবে ছুটে নয়। টলতে টলতে। বিকট হাঁ লক্ষ্য করে আবার গুলি চালালো সে।

বদ্ধ দেয়ালে প্রচণ্ড শব্দে ফাটলো গুলি। কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়। আবার ছুটলো স্মিথ।

পেছনে সাড়া নেই আর সিংহের। কিন্তু ফিরে চাইবার সাহস নেই স্মিথের। সামনে আলো বাড়ছে। ছুটেই চললো সে।

ছুটতে ছুটতেই সুড়ঙ্গের বাইরে বেরিয়ে এলো স্মিথ। পেছনে ফিরে তাকালো। না, আসছে না সিংহ। হয় মরে গেছে, কিংবা ভয় পেয়ে পালিয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলো সে।

হঠাৎ স্মিথের কানে এলো চিৎকার। 'আমেন!' বলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠেছে অনেক লোক। আরে! এখানে সভ্য লোক এলো

কোথা থেকে! পায়ে পায়ে শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে চললো সে পাহাড়ের ধার ঘেঁষে।

আরেকটা পাহাড়ের গোড়ায় এসে দাঁড়ালো স্মিথ। হৈ-চৈ শোনা যাচ্ছে ওপাশে। ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলো সে।

চূড়ায় উঠে সাবধানে উঁকি দিলো স্মিথ। আরে! এ-কি হচ্ছে! অনেক লোক জড়ো হয়েছে এক জায়গায়। ক্রুশে বেঁধে আগুনে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে দুটো সুন্দরী মেয়েকে! চূড়ায় উঠে দাঁড়ালো সে। হাতে পিস্তল।

জ্বলে উঠছে আগুন। সামনে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন পুরোহিত। মেয়েদুটোকে বাঁচাতে হলে এখুনি যা করার করতে হবে।

তাড়াতাড়ি ঢাল বেয়ে নেমে এলো স্মিথ। মাঝামাঝি জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। চেঁচিয়ে ইংরেজীতে বললো, 'কি হচ্ছে এ-সব!'

চমকে মুখ তুলে তাকালো গ্রামবাসীরা। কেঁপে উঠলো ভয়ে।

ভয়ে ভয়ে তাকালো আব্রাহাম আর তাঁর ধর্মগুরুরা।

পরিষ্কার ইংরেজীতে কথা বলেছে কেউ। দেখতে পেলো না, কিন্তু বারবারা বুঝতে পারলো, কোনো আমেরিকান এসে দাঁড়িয়েছে। কথার টান থেকেই বোঝা গেল।

'মশাল হাতে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে, তাকে মারুন,' চেঁচিয়ে বললো বারবারা। 'যদি হাতে বন্দুক থাকে। আমাদেরকে অন্যায়ভাবে পুড়িয়ে মারছে ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে। জলদি করুন!'

গুলি করলো স্মিথ। পিস্তলে নিশানা ভালো নয় তার। দূর থেকে

লাগাতে পারলো না আব্রাহামকে। তবে একেবারে মিস করলো না। গুলি গিয়ে লাগলো প্রধান ধর্মগুরুর পেছনে দাঁড়ানো এক যুবকের বুকে। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠে পড়ে গেল লোকটা। আতংকিত হয়ে পড়লো গ্রামবাসীরা। স্বয়ং জিহোভা এসে দাঁড়িয়েছেন বজ্র হাতে করে। আজ আর তাদের কারো রেহাই নেই। ভয়ে হুড়াহুড়ি করে পালাতে শুরু করলো ওরা।

হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়ে গেল আব্রাহাম। হাত-পা খিঁচতে শুরু করলো। তার পর পরই পড়ে গেল আরো কয়েকজন।

আর থাকলো না ওখানে মিডিয়ানবাসীরা। ছুটে পালালো যে যেদিকে পারলো।

'আবার ফিরে আসবে ওরা!' চেঁচিয়ে বললো বারবারা। 'জলদি বাঁধন কেটে দিন আমাদের!'

দ্রুত নেমে এলো স্মিথ। দড়ি কাটার অস্ত্র পাওয়া গেল কাছাকাছিই, পড়ে আছে মাটিতে। ফেলে পালিয়েছে যুবকেরা।

একটা ছুরি তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাঁধন কাটতে শুরু করলো স্মিথ।

ছুটে পালাতে শুরু করলো ডাকাতেরা। হাতের রাইফেল ব্যবহার করারই সুযোগ পাচ্ছে না। তার আগেই এসে লাগছে মেশিনগানের গুলি। খামোকা প্রাণ দিয়ে কি লাভ?

আরো দু'জন ডাকাতকে ধরাশায়ী করলো টারজান। তারপর ছুটে চলে এলো বেড়ার কাছে। ফিরে তাকালো একবার।

স্টাবুচ কিংবা ডোমিনিককে দেখা যাচ্ছে না। ওদেরকে খুঁজে বের করা যাবে না এখন। কোথায় গিয়ে লুকিয়ে পড়েছে, কে জানে? ঝুঁকি নিয়ে লাভ নেই। আবার রাতের বেলা আসা যাবে।

তরতর করে বেড়ার ওপরে উঠে চলে এলো টারজান। পরিষ্কার ইংরেজীতে বললো, 'নামুন। নেমে পড়ুন।' লাফিয়ে নেমে পড়লো সে ওপাশে।

লাফ দিলো ড্যানি। শূন্যে থাকতেই তাকে ধরে ফেললো টারজান। আস্তে করে নামিয়ে রাখলো মাটিতে।

'দারুণ দেখিয়েছো হে, ওস্তাদ!' হেসে বললো ড্যানি।

'আপনি এখানে কেন এসেছেন?' জানতে চাইলো টারজান। 'সেদিন না দেখলাম, জঙ্গলের ওদিকে তাঁবু ফেলেছেন?'

'হ্যাঁ। পাথর নিয়ে কি জানি কি করতে এসেছে আমার বন্ধু স্মিথ। গতকাল সেই যে বেরিয়েছে, আর ফেরেনি। তাকে খুঁজতে এসেছি। গাছের মাথায় চড়ে দেখি, তোমাকে আটকাতে চাইছে ওরা। খোশমেজাজে নাক গলালাম। তবে যাই বলো, দেখিয়েছো বটে!'

'আপনার বন্ধু হারিয়ে গেছে?' ড্যানির কথায় কান না দিয়ে বললো টারজান। 'খুলে বলুন তো ব্যাপারটা।'

'বলার তেমন কিছু নেই। গতকাল সকালে এই পিচ্চিটাকে নিয়ে পাথর খুঁজতে বেরিয়েছিলো। আমরা তখন তাঁবু খাটাচ্ছিলাম। তারপর·· এই পিচ্চি, বল না কি হয়েছিলো?' ওবাম্বিকে বললো ড্যানি।

খুলে বললো ওবাম্বি।

চুপ করে শুনলো সব টারজান। তারপর বললো, 'ঠিক আছে। আপনি তাঁবুতে ফিরে যান। হয়তো এতোক্ষণে ফিরে এসেছে আপনার বন্ধু। আমি একবার খুঁজে দেখি। পাওয়া গেলে পৌঁছে দিয়ে আসবো। ভাববেন না। বেঁচে থাকলে তাঁকে খুঁজে পাবোই। যান।'

ভীষণ পরিশ্রান্ত হয়ে ছুপুর নাগাদ তাঁবুতে ফিরে এলো ড্যানি।

কেমন যেন থমথমে পরিবেশ। বিশেষ সুবিধের মনে হলো না ড্যানির। বিপদের গন্ধ পেলো তার অবচেতন মন। কুলিরা কি ফেরেনি এখনো? ওগোনিয়োর নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকলো সে।

চোখের পলকে ড্যানিকে ঘিরে ফেললো ওরা। মেশিনগান ব্যবহার করার সময় পেলো না। উদ্যত রাইফেল হাতে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। একদল কাফ্রী ডাকাত।

ডাকাতদের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো ছুই শ্বেতাঙ্গ। সকালে গ্রামের ভেতর গাছের নিচে বসে খেতে দেখেছে যাদেরকে।

'মেশিনগানটা ফেলে দাও! গম্ভীর আদেশ। দাড়িঅলা ডাকাত-সর্দার।

'কি হচ্ছে এসব?' প্রশ্ন করলো ড্যানি।

'মেশিনগান ফেলে মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও!' আবার এলো আদেশ। 'গুলি খেতে না চাইলে যা বলছি, করো!'

এ-ধরনের আদেশ নতুন নয় ড্যানির কাছে। ভয় পেলো না

সে। আস্তে করে হাত থেকে ছেড়ে দিলো মেশিনগানটা। পরিস্থিতি বুঝতে পারছে।

'শাদা বনমানুষটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো দাড়ি-কামানো শ্বেতাঙ্গ।

'কিসের বনমানুষ? কাকে কি বলছো? তোমাদের ব্যবসাটা কি-হে, বাবারা?'

'বেশি চালাকি করো না!' ধমকে উঠলো দাড়িঅলা। 'কি বলছি, ঠিকই বুঝতে পারছো! বনমানুষ, মানে টারজান? কোথায়? সকালে তো দেখলাম, খুব বাহাদুরি দেখিয়েছো ওর হয়ে!'

ডাকাতদের বীভৎস মুখগুলোর দিকে একবার তাকালো ড্যানি। গম্ভীর হয়ে বললো, 'জানি না!'

'নিশ্চয় জানো!' গর্জে উঠলো দাড়িঅলা। 'জলদি বলো! মরতে না চাইলে!'

'বেশ, মেরে ফেলো। টারজান কোথায়, আমি জানি না।'

চুপ করে গেল দাড়িঅলা। স্থির চোখে দেখলো কয়েক মুহূর্ত ড্যানিকে। বুঝে গেল, এতো সহজে গলবে না ওই লোক। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, 'কি নাম?'

'কার নাম? তোমার না আমার?'

'খবরদার!' রাগে কাঁপতে লাগলো দাড়িঅলা। 'মুখ সামলে কথা বলবে।'

'আমি তো সামলেই রেখেছি। তুমিই তো পোলাপানের মতো চেল্লাচ্ছো! ঠিক আছে, আর কেঁদো না। নামই জানতে চাইছো,

আর তো কিছু না। আমার নাম ব্লুম।'

'ব্যাটা মিছে কথা বলছে,' বলে উঠলো দাড়িঅলার সঙ্গী।

'মিছে বলবো কেন? তোমাদের ভয়ে?'

'নিয়ে চলো একে!' ডাকাতদের দিকে চেয়ে আদেশ দিলো ডোমিনিক। 'ভালোমতো দোররা পড়লে আপনি কথা বেরিয়ে আসবে পেট থেকে। নিয়ে চলো!'

ভেরো

অনেক চেষ্টায় বারবারা আর জেজিবেলকে মুক্ত করলো স্মিথ। ঝলসে গেছে তার হাত-পায়ের চামড়া। ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে।

'পালাতে হবে!' চেঁচিয়ে বললো বারবারা। এঁটে বসেছিলো দড়ির বাঁধন, হাতের সেসব জায়গাগুলো জ্বলছে। 'ওরা আবার এসে পড়ার আগেই!'

হঠাৎ এক হ্যাঁচকা টানে বারবারাকে সরিয়ে আনলো স্মিথ।

গোড়াটা পুড়ে গিয়ে দড়াম করে ভেঙে পড়লো জ্বলন্ত ক্রুশ। পড়লো একেবারে আব্রাহামের ওপর। দেখতে দেখতে আগুন ধরে গেল। সরিয়ে আনার সময় পেলো না স্মিথ বা বারবারা।

শব্দ তুলে দ্বিতীয় ক্রুশটাও ভেঙে পড়লো। আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করলো প্রধান ধর্মগুরুকে। 'জিহোভা' বাঁচালেন না তাকে।

বাতাসে মাংসপোড়া দুর্গন্ধ। স্তব্ধ হয়ে গেছে তিনজনে। পালানোর কথাও ভুলে গেছে যেন। হঠাৎ পেছনে শোনা গেল চিৎকার।

পাঁই করে ঘুরলো ওরা। লোকজন নিয়ে ছুটে আসছে বুড়ো জোবাব। হাতে ইয়া বড় এক ছুরি। সাহস ফিরে পেয়েছে ওরা আবার। কোনোভাবে বুঝে গেছে, দেবতা-টেবতা নয়, শাদা আগন্তুকও তাদেরই মতো আরেকজন মানুষ।

ছুটতে শুরু করলো স্মিথ মেয়ে দুটোকে নিয়ে। পেছনে তাড়া করে এলো জোবাব আর তার দল।

কোন্ দিকে কতোক্ষণ ছুটলো, কিছুই বলতে পারবে না স্মিথ। উত্তেজনা আর তাড়াহুড়ায় খেয়ালই রইলো না, কোন্‌দিকে এসেছে। যেদিকে তাকায়, শুধু পাহাড় আর পাহাড়। দেখতে সবগুলোই এক রকম লাগছে। কোন্ পাহাড়ে রয়েছে সুড়ঙ্গ, হেয়াল করতে পারলো না সে।

পেছনে অনেক এগিয়ে এসেছে লোকগুলো। আর বেশিক্ষণ লাগবে না, ধরে ফেলবে। দাঁড়িয়ে পড়লো স্মিথ। ঘুরেই গুলি চালাতে গেল।

গায়ের ওপর এসে পড়লো জোবাব। হাত থেকে পিস্তল ছিটকে পড়ে গেল স্মিথের। কিন্তু হাল ছাড়লো না। জড়িয়ে ধরলো জোবাবকে।

অসাধারণ শক্তি বুড়োর গায়ে। কৌশলে এক ল্যাঙ মেরে মাটিতে ফেলে দিলো স্মিথকে। নিজেও পড়লো তার গায়ের ওপর। জড়াজড়ি গড়াগড়ি শুরু হয়ে গেল।

এসে পড়েছে জোবাবের সঙ্গীসাথীরা।

আর দেরি করলে মারা পড়বে, তাড়াতাড়ি মাটি থেকে পিস্তলটা

কুড়িয়ে নিলো বারবারা। এক ফাঁকে জোবাবের একেবারে মাথায় ঠেকিয়ে টিপে দিলো ট্রিগার।

থমকে গেল যারা তেড়ে আসছিলো। তাদের দিকে পিস্তল তুলে আবার ট্রিগার টিপলো বারবারা। স্মিথের চেয়ে তার নিশানা ভালো। আর্তনাদ করে উঠে পড়ে গেল একজন। আর দাঁড়ালো না লোকেরা। ঘুরেই দৌড় দিলো গাঁয়ের দিকে।

হ্রদের ধার ধরে ছুটতে শুরু করলো তিনজনে। শিগগিরই অনেক পেছনে ফেলে এলো মিডিয়ানদের গ্রাম।

'আর পারি না।' ধপ করে একটা পাথরের ওপর বসে পড়লো বারবারা। হাঁপাতে লাগলো জোরে জোরে।

স্মিথ আর জেজিবেলও বসে পড়লো।

স্মিথের অবস্থা সবচেয়ে কাহিল। প্রায় তিরিশ ঘণ্টা পেটে কিছু পড়েনি।

বিকেল হয়ে এসেছে। আর খানিক পরেই নামবে রাত। এই সময়ের মাঝেই বেরিয়ে যেতে হবে। আবার যদি আসে মিডিয়ানরা, দল বড় করে আঁটঘাট বেঁধেই আসবে। তখন আর ওদের হাত থেকে বাঁচা যাবে না।

সুড়ঙ্গটা কোথায়, কোন্‌দিকে, মনে করতে পারছে না স্মিথ। বললো, 'তাড়াতাড়ি বেরোনো দরকার। কোন্ পথে যাবো?'

'কোন্ পথে যাবেন মানে?' অবাক হলো বারবারা। 'কোন্ পথে এসেছিলেন?'

'এসেছিলাম তো একটা সুড়ঙ্গ দিয়ে। হারিয়ে ফেলেছি।

আপনি এসেছেন কোন্ পথে?'

'আকাশ।'

'আকাশ?'

'প্লেনের তেল ফুরিয়ে গিয়েছিলো। প্যারাসুট নিয়ে ঝাঁপ দিয়েছি।'

'অ!' চুপ করে গেল স্মিথ। ভাবছে। আপাতত লুকানোর একটা জায়গা বের করা দরকার। রাতটা কাটিয়ে দিতে পারলে আগামী-দিন খুঁজে বের করে নেবে সুড়ঙ্গটা।

সাহায্য করলো জেজিবেল। শিগগিরই ছোটো একটা গুহা পেয়ে গেল ওরা। সাঁঝ হয়ে এসেছে। মেয়ে দুজনকে ভেতরে ঠেলে দিয়ে গুহামুখেই শুয়ে পড়লো স্মিথ। পেটে ক্ষুধার আগুন। কিন্তু এতোই ক্লান্ত, খাবার খুঁজতে যেতেও ইচ্ছে হলো না। ঘুমিয়ে পড়লো।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল জেজিবেলের।

চাপা কথাবার্তার শব্দ।

বারবারা কিংবা স্মিথের ঘুম ভাঙালো না সে। পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলো গুহা থেকে। কান পেতে বোঝার চেষ্টা করলো কোন্‌দিক থেকে আসছে শব্দ। কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

একটা পাথরের ওপর এসে উঠলো জেজিবেল। না, এখান থেকেও দেখা যাচ্ছে না কাউকে। নিঃশব্দে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে চূড়ায় উঠতে শুরু করলো সে।

চূড়ার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, এই সময় ওদেরকে দেখতে পেলো সে। অনেক লোক। ঘোলাটে চাঁদের আলোয় হ্রদের ধার ধরে এগিয়ে আসছে। নরম মাটিতে তিনজনের পায়ের ছাপ পড়ে গিয়েছে, ওগুলো দেখে দেখে আসছে। সবার আগে রয়েছে সেই ছয়জন যুবক, যারা আব্রাহামের জল্লাদের কাজ করতো।

স্তব্ধ হয়ে গেছে জেজিবেল। অনেক কাছে এসে পড়েছে ওরা। এখন নিচে নামতে গেলে ওদের চোখে পড়ে যাবে সে। কিন্তু তবু ঝুঁকি নিতেই হবে। জাগাতেই হবে স্মিথ আর বারবারাকে। ঠিক এই সময়ে জ্বলে উঠলো মশাল। একটা থেকে আরেকটা, সেটা থেকে আরেকটা। দেখতে দেখতে জ্বলে উঠলো দশ-বারোটা মশাল। হৈ-হৈ করে ছুটে এলো গাঁয়ের লোক। গুহাটা আবিষ্কার করে ফেলবে এখুনি।

পাহাড় থেকে নামার আর সময় পেলো না জেজিবেল। তার আগেই গুহাটা দেখে ফেললো মিডিয়ানরা।

আবার বন্দি হলো বারবারা, সেই সঙ্গে স্মিথ।

চোদ্দ

ড্যানিকে তাঁবুতে রওনা করিয়ে দিয়েই ফিরলো টারজান।

সবে একটা পাহাড়ে চড়েছে, এই সময় কানে এলো ঘোড়ার খুরের শব্দ। তাড়াতাড়ি চূড়ায় উঠে এলো সে। দেখলো, গ্রাম থেকে দলে দলে বেরিয়ে যাচ্ছে ঘোড়সওয়ার। সবার আগে রয়েছে সেই দুজন শ্বেতাঙ্গ, দুই রাশান।

কোথায় যাচ্ছে ওরা? নাহ্, দেখতে হচ্ছে। অনুসরণ করলো টারজান।

শিগগিরই বনে ঢুকে পড়লো ডাকাতেরা। এরপর আর ওদেরকে অনুসরণ করতে কোনো অসুবিধেই হলো না টারজানের।

ড্যানির আগেই এসে তাঁবুতে পৌঁছে গেল ডাকাতেরা। বনের ভেতরে লুকিয়ে রইলো ড্যানির প্রতীক্ষায়।

ড্যানিকে বন্দি হতে দেখলো টারজান।

বন্দিকে নিয়ে ফিরে চললো ডাকাতেরা। আবার অনুসরণ করলো টারজান।

গাঁয়ে এনে লম্বা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলা হলো বন্দিকে। তার-

পর চললো তার ওপর অমানুষিক অত্যাচার।

এখন দিনের আলোয় কিছু করার নেই। রাতের জন্যে অপেক্ষা করতেই হবে। ফিরে এসে বনে ঢুকলো টারজান। আগে পেট ঠাণ্ডা করা দরকার। একটা হরিণ মেরে খেয়ে নিলো।

একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে। ড্যানিকে এখনি মেরে ফেলবে না ডাকাতেরা। জিজ্ঞাসাবাদ করছে। হয়তো পরে মারবে। রাতে তাকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করবে টারজান। এখন আগে স্মিথকে খোঁজার ব্যবস্থা করা দরকার।

লতায় লতায় দোল খেয়ে বনের প্রান্তে চলে এলো টারজান। বেবুনদের পাহাড়টার কাছে এসে নামলো গাছ থেকে।

সাদরে গ্রহণ করলো টারজানকে জুগাস।

বেবুনের দলের ওপর স্মিথকে খোঁজার ভার দিলো টারজান। খুশি হয়েই তাকে সাহায্য করতে রাজি হলো বেবুনেরা। বেরিয়ে পড়লো ওরা দলে দলে।

সাঁঝ হলো।

বড়সড় একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে বসে আছে টারজান। চোখ গাঁয়ের দিকে।

রাত নামলো। গাঢ় হলো অন্ধকার। আর খানিক পরেই উঠবে কৃষ্ণপক্ষের ঘোলাটে চাঁদ। তার আগেই মুক্ত করে আনতে হবে ড্যানিকে।

রাত বাড়লো। গেটের কাছে কয়েকজনকে পাহারায় রেখে

ঘুমাতে গেল ডাকাতেরা।

নিঃশব্দে বেড়া টপকালো টারজান। সকালের মতো ভুল করলো না আর। লাফ দিয়ে গাছের ডাল ধরতে গেল না। বেড়া বেয়ে নেমে এলো মাটিতে। কোমর থেকে ছুরি খুলে নিয়ে পা টিপে টিপে এগোলো খুঁটিতে বাঁধা ড্যানির দিকে।

প্রচুর মার খেয়েছে বেচারা। একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছে। মাথা ঝুলে পড়েছে বুকের ওপর।

সাড়া পেয়ে ঝট করে মাথা তুললো ড্যানি। টের পেলো, দড়ি কাটছে ছুরি। চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'কে?'

'চুপ! আমি টারজান!'

শিগগিরই ড্যানিকে মুক্ত করে ফেললো টারজান।

পা টিপে টিপে বেড়ার কাছে চলে এলো দুজনে। আগে উঠে বসলো টারজান। তারপর উঠতে সাহায্য করলো ড্যানিকে। বেড়ার ওপাশে নেমে পড়লো দুজনে। ছুটলো পাহাড়ের দিকে।

নিরাপদ জায়গায় এসে ধপ করে বসে পড়লো ড্যানি। হাঁপাতে লাগলো।

'ধন্যবাদ, ওস্তাদ!' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো ড্যানি। 'আমার বন্ধুর কোনো খোঁজ পেয়েছো?'

'পেয়েছি।'

'কোথায়! কোথায় আছে সে? ভালো আছে?'

'ভালো আছে কিনা জানি না। তবে তার গন্ধ শুঁকে পেয়েছে বেবুনেরা!'

'বেবুনেরা!' কিছুই বুঝতে না পেরে হাঁ করে রইলো ড্যানি।

'বেবুনদের ঘ্রাণ শক্তি খুব প্রখর। কোন্‌দিকে গেছেন ডক্টর স্মিথ, খুঁজে বের করেছে ওরা। একটা সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকে পড়েছেন তিনি। কিভাবে যেতে হবে জানিয়েছে ওরা আমাকে।'

'তাহলে আর দেরি কেন? চলো যাই।'

'যাবো। আগে কিছু খেয়ে নেয়া দরকার। নিশ্চয় খিদে পেয়েছে আপনার?'

আবার এনে দুটো ক্রুশে বাঁধা হলো বারবারা আর স্মিথকে।

এবার আর আগুন নয়, পেরেক বিদ্ধ করে মারা হবে ওদেরকে। তারই তোড়জোর চলেছে।

পাহাড়ের আড়ালে আড়ালে অনুসরণ করে এসেছে জেজিবেল। চূড়ার একটা পাথরের আড়ালে বসে উঁকি দিয়ে দেখছে।

পেরেক আর হাতুড়ি নিয়ে এগিয়ে এলো এক ধর্মগুরু। আব্রাহামের পদ দখল করেছে সে। বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়লো অনেকক্ষণ ধরে।

প্রার্থনা করলো আরেক ধর্মগুরু। 'আমেন!' বলে মুখ তুললো।

সমস্বরে ধ্বনি হলো 'আমেন! আমেন!'

স্মিথের ক্রুশের সামনে এসে দাঁড়ালো ধর্মগুরু। একটা পেরেক ঠেকালো স্মিথের এক হাতের তালুতে। তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, 'জিহোভার জয় হোক!' বলে। তার পরেই জোরে হাতুড়ি ঠুকে বসিয়ে দিলো পেরেকটা।

আর্তনাদ করে উঠলো স্মিথ। তার পরপরই চাপা চিৎকার করে উঠলো জেজিবেল। দৃশ্যটা সইতে পারছে না সে।

পাহাড়ের দিকে মুখ তুলে তাকালো কয়েকজন যুবক। একজন দেখে ফেললো জেজিবেলকে। চেঁচিয়ে উঠে ছুট লাগালো সে।

বিন্দুমাত্র দেরি করলো না জেজিবেল। লাফিয়ে উঠেই ছুটলো। হ্রদের পানিতে ডুবে আত্মহত্যা করা অনেক ভালো, তবু পিশাচগুলোর হাতে পড়া চলবে না কিছুতেই···

চলতে চলতে একটা জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো টারজান। তার গায়ের ওপর এসে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লো ড্যানি।

'কি হলো!' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো বন্দুকবাজ।

'সিংহ!'

'সিংহ?'

'একটা সিংহ অনুসরণ করেছে ডক্টরকে! জলদি চলুন!' ছুটতে শুরু করলো টারজান।

তাকে অনুসরণ করা ড্যানির পক্ষে খুবই কঠিন, তবু যথাসাধ্য কাছাকাছি থাকার চেষ্টা চালালো সে।

ছুটতে ছুটতেই সুড়ঙ্গটার কাছে চলে এলো ওরা। মুখের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো টারজান। তার পাশে এসে দাঁড়ালো ড্যানি। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে। হাপড়ের মতো ওঠানামা করছে বুক।

'এদিক দিয়েই ঢুকেছে!' বললো টারজান। চোখ নিচের দিকে।

'সিংহটাও ঢুকে পড়েছে সঙ্গে সঙ্গে!'

অন্ধকারে অসুবিধে হয় না টারজানের। আজীবন বনে জঙ্গলে থেকে থেকে নিশাচর জানোয়ারের মতোই রাতেও চোখে দেখে সে। তবে ড্যানির জন্যে খুবই অসুবিধে। সঙ্গে আলো নেই।

'আপনি এখানেই বসুন!' বললো টারজান। 'আমি দেখে আসছি!' বলেই আর দাঁড়ালো না টারজান। ঢুকে পড়লো সুড়ঙ্গে।

বসে থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে উঠলো ড্যানি।

এতোক্ষণ কি করছে টারজান? নাকি সে-ও কোনো বিপদে পড়ে গেল।

ঘোলাটে চাঁদ উঠলো আকাশে। কেমন যেন ভৌতিক আর রহস্যময় মনে হচ্ছে পাহাড়-জঙ্গল।

আরো কয়েক মিনিট অপেক্ষা করেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো ড্যানি। ঢুকবে সে। হোক অন্ধকার। ভাবতে ভাবতেই হাত দিলো পকেটে। না, আছে। দেশলাইটা আছে পকেটে।

ম্যাচ বাক্সটা হাতে নিয়ে ঢুকে পড়লো ড্যানি অন্ধকার সুড়ঙ্গে। কাঠি জ্বাললো একটা। সামনের অনেকখানি দেখতে পেলো। এগিয়ে চললো দ্রুত।

খুব বেশি কাঠি জ্বালার দরকার হলো না। সোজা সুড়ঙ্গ। একবার জ্বাললেই সামনে বেশ অনেকটা চোখে পড়ে। অন্ধকারেই হাঁটা যায়।

একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়লো ড্যানি। কাঠি ফেলেছে। নিচে দেখলো রক্ত শুকিয়ে কালচে হয়ে আছে। কার রক্ত? স্মিথের? সিংহটা তাকে এখানেই মেরেছে?

ভয়ানক দুশ্চিন্তা নিয়ে এগোলো ড্যানি। সামনে আবছা আলো দেখা গেল। অন্ধকার সামান্য কেটে গেছে। কিসের আলো? তাড়াতাড়ি পা চালালো সে।

শিগগিরই বেরিয়ে এলো সুড়ঙ্গের ওপাশে। চাঁদের আলো। ঘোলাটে, কিন্তু আশপাশটা মোটামুটি স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। খালি পাহাড় আর পাহাড়।

হঠাৎ কানে এলো হৈ-চৈ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চেঁচিয়ে উঠলো একটা মেয়ে কণ্ঠ।

আরে! এই অদ্ভুত জায়গায় মেয়ে মানুষ এলো কোথা থেকে? এই সময়ই শোনা গেল মেয়েটার চিৎকার।

ছুটলো ড্যানি শব্দ লক্ষ্য করে। পাহাড়ের একটা মোড় ঘুরেই দেখতে পেলো ওদেরকে। কয়েকজন যুবক একটা মেয়েকে চেপে ধরেছে। ছাড়া পাবার জন্যে ছটফট করছে মেয়েটা। পারলো না। টেনে হিঁচড়ে ওকে নিয়ে চললো যুবকেরা।

এতোবড় অন্যায়? মেয়েমানুষের ওপর অত্যাচার? পায়ের রক্ত গরম হয়ে উঠলো বন্দুকবাজের। চেঁচিয়ে উঠে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো লোকগুলোর ওপর।

প্রাণপণে লড়ে চললো ড্যানি। তার জাপানী কায়দায় মারের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারলো না যুবকেরা। শিগগিরই কারো হাত

কারো পা অচল হয়ে গেল। মেরুদণ্ড ভেঙে মাটিতে পড়ে গেল এক-জন। আর লাগতে সাহস করলো না যুবকেরা। যে যেদিকে পার-লো ছুটে পালালো।

'কে আপনি?' প্রশ্ন করলো স্বর্ণকেশী মেয়েটা।

আরে! এখানে ইংরেজী! অবাক হলো ড্যানি। 'তুমি কে?'

'আমি জেজিবেল। মিডিয়ান।'

'মিডিয়ান! এমন জাতের কথা তো জিন্দেগীতেও শুনিনি। তা তুমি মেয়ে এখানে কি করছো?'

'এটা আমাদের গ্রাম। দেবী বারবারা আর দেবতা স্মিথকে ক্রুশে আটকে মেরেছে আব্রাহামের ধর্মগুরুরা…'

'দেবতা স্মিথ!'

'হ্যাঁ। একজন শাদা মানুষ। বজ্র নিয়ে দেবীকে উদ্ধার করতে এসেছেন। কিন্তু ধরা পড়ে গেছেন আবার ওদের হাতে। মেরে ফেলছে।'

'তাই নাকি? চলতো দেখি!'

ড্যানিকে নিয়ে এগোলো জেজিবেল তাড়াহুড়া করে। পাহাড়ের মাঝের একটা ফাটল দিয়ে চললো ওরা।

সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এলো টারজান।

বাতাসে অনেক মানুষের গন্ধ। এগিয়ে চললো সে গন্ধ শুঁকে শুঁকে।

পাহাড়ের মোড় ঘুরতেই কানে এলো হৈ-চৈ। দ্রুত পা চালালো

টারজান। খানিক পরেই কানে এলো সম্মিলিত কণ্ঠে 'আমেন! আমেন!' একটু পরেই একটা আর্ত চিৎকার।

লাফিয়ে উঠে ছুটলো টারজান। শব্দ লক্ষ্য করে ঢাল বেয়ে উঠে এলো এক পাহাড় চূড়ায়। আর কয়েক সেকেণ্ড আগে উঠলেই এখানে জেজিবেলের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতো তার।

দেখলো টারজান, ক্রুশে বাঁধা দুজন মানুষ, একজন মারী, একজন পুরুষ। আরে, ডক্টর স্মিথ! কিন্তু এভাবে মারছে কেন ওদের-কে কিম্ভূত শ্বেতাঙ্গরা।

টারজানের চোখের সামনেই স্মিথের হাতে আরেকটা পেরেক ঢোকালো ধর্মগুরু।

ভয়ানক এক হাঁক ছাড়লো টারজান। দমাদ্দম কিল মারলো বুকে।

চমকে চোখ তুলে তাকালো গ্রামবাসীরা। আরো কতো আশ্চর্য অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে! ওই শ্বেতাঙ্গগুলোকে মারতে গেলেই কেউ না কেউ এসে হাজির হয়ে যাচ্ছে! নিশ্চয় জিহোভার ইচ্ছে নেই, ওদেরকে মারা হোক। অদ্ভুত একটা শাদা মানুষ এসে হাজির হয়েছে এবার। গায়ে কাপড়চোপড়ের বালাই নেই। বিশাল-দেহী। মানুষ না নিশ্চয়! হয়তো এবারে জিহোভা স্বয়ং এসে হাজির হয়েছেন দেব-দেবীকে উদ্ধার করতে।

লড়াই করতে হলো না টারজানকে। পালাতে শুরু করলো গ্রাম-বাসীরা। কয়েকজন যুবক লুটিয়ে পড়ে হাত-পা খিঁচতে শুরু করলো।

লাফিয়ে নেমে এলো টারজান। দু'হাতে ধরে শূন্যে তুলে নিলো ধর্মগুরুকে, যে পেরেক ঢুকিয়েছে স্মিথের হাতে। এক আছাড়ে তার কোমর ভেঙে দিলো।

যারা তখন দাঁড়িয়ে ছিলো, আর থাকলো না। ভোঁ দৌড় দিলো যে যেদিকে পারলো।

তাড়াতাড়ি স্মিথ আর বারবারার বাঁধন খুলে দিলো টারজান।

'জলদি চলুন এখান থেকে!' বলে উঠলো স্মিথ। টারজানকে চিনতে পেরেছে সে। 'ঢুকলেন কোন্‌খান দিয়ে?'

'সুড়ঙ্গ।'

'চিনবেন আবার?'

'নিশ্চয়। আসুন।'

পাহাড়ের চূড়ায় এসে উঠলো জেজিবেল ড্যানিকে নিয়ে।

কি আশ্চর্য! অবাক হলো জেজিবেল। কোথায় ওরা? ক্রুশ দুটো খালি। মানুষ বাঁধা নেই। মাটিতে পড়ে আছে ধর্মগুরু আর কয়েক জন যুবক। গ্রামবাসীরা পালিয়েছে। 'এখানেই ছিলো ওরা একটু আগেও!' বিড়বিড় করলো মেয়েটা।

'নিশ্চয় টারজান!' বলে উঠলো ড্যানি। 'ওদেরকে মুক্ত করে নিয়ে পালিয়েছে! আছাড় মেরে কাউকে মেরে ফেলা টারজানের পক্ষেই সম্ভব!'

'টারজান? টারজান কে?'

'পরে বলবো। জলদি চলো এখন। সুড়ঙ্গের বাইরে। ওখানে

আমাকে না দেখলে ভাববে ও।'

সুড়ঙ্গের বাইরে বেরিয়ে টারজানের দেখা পেলো না ড্যানি। তবে কি এখনো বেরোয়নি! অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলো সে।

জীবনে এই প্রথম মিডিয়ান ছেড়ে বেরিয়েছে জেজিবেল। আশ্চর্য হয়ে দেখছে বাইরের পৃথিবী। এতো গাছপালা জঙ্গল এর আগে কখনো দেখেনি সে।

বারবারার সঙ্গে থেকে ইংরেজী বেশ ভালোই রপ্ত করেছে জেজিবেল। ড্যানি কথা বলতে লাগলো তার সঙ্গে। কয়েকটা প্রশ্ন করেই জেনে নিলো অনেক কিছু। আর কতো অপেক্ষা করবে? টারজান বেরোচ্ছে না কেন? আবার ঢুকবে কিনা, ভাবছে ড্যানি, এই সময় কানে এলো ঘোড়ার খুরের শব্দ।

সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এলো টারজান স্মিথ আর বারবারাকে নিয়ে।

কিন্তু কোথায় ড্যানি? আশেপাশে খুঁজলো টারজান। কিন্তু লোকটার চিহ্নও নেই। কি ভেবে আবার এসে ঢুকলো সুড়ঙ্গে। নাক উঁচু করে গন্ধ শুঁকলো। হ্যাঁ, আছে। বাতাসে, দেয়ালে গন্ধ লেগে আছে ড্যানির। নিশ্চয় টারজানের দেরি দেখে ঢুকেছিলো সুড়ঙ্গে। হয়তো গ্রামে চলে গেছে। আটকা পড়েছে কিনা, কে জানে! তাকে খুঁজতে আবার ফিরে যেতে হবে ওখানে টারজানকে।

স্মিথ আর বারবারাকে সঙ্গে নিয়ে ঢোকা উচিত মনে করলো না টারজান। এখানে, সুড়ঙ্গের বাইরে বসিয়ে রেখে যাওয়াও ঠিক হবে

না। হিংস্র জন্তুজানোয়ারের ভয় আছে। নিরাপদ কোনো জায়গায় ওদেরকে রেখে ফিরে আসবে সে। আশ্চর্য! ঘোড়ার গায়ের গন্ধে ভুর ভুর করছে সুড়ঙ্গের বাইরে বাতাসে··· রক্তের গন্ধও আছে···

এদিকেই এগিয়ে আসছে ঘোড়ার খুরের শব্দ। কারা! আবার সেই ডাকাতেরা না-তো! অবাক হলো ড্যানি। কোথাও লুকিয়ে পড়া দরকার। কিন্তু কোথায় লুকাবে? আবার সুড়ঙ্গের ভেতর? কৌতূহল হলো। কারা আসছে, না দেখে ঢুকবে না আর সুড়ঙ্গে। জেজিবেলকে নিয়ে পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করলো সে।

বড় জোর অর্ধেকটা উঠেছে ড্যানি, এই সময় পৌঁছে গেল ঘোড়সওয়ারেরা। ডাকাতেরাই। পাথরের মতো স্থির হয়ে গেল ড্যানি।

হাতে মশাল ডাকাতদের। আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে পুরো উপত্যকা।

'এদিকেই এসেছে ওরা নিশ্চয়!' বলো উঠলো দাড়িঅলা ডাকাত সর্দার। 'তাঁবু-টাবু সব তো খুঁজে এলাম। নেই। এই একটাই জায়গা আছে আসার। নিশ্চয় সুড়ঙ্গে লুকিয়ে পড়েছে ব্যাটারা!'

কয়েকজন ডাকাতকে সুড়ঙ্গে ঢোকার আদেশ দিলো ডোমিনিক।

হৈ-হৈ করে লাফিয়ে ঘোড়া থেকে নামলো ওরা। মশাল হাতে

ছুটলো সুড়ঙ্গ মুখের দিকে।

হঠাৎ ওপরের দিকে তাকালো অন্য শ্বেতাঙ্গ। স্টাবুচ। দেখে ফেললো ড্যানিকে। চেঁচিয়ে উঠলো, 'ওই যে, এক হারামজাদা! আরে, সঙ্গে একটা মেয়েও আছে দেখছি। ধরো ধরো!'

বুঝে গেল ড্যানি, বাধা দেয়া বৃথা। কিন্তু তবু বিনা বাধায় আত্ম-সমর্পণ করলো না সে। লড়ে চললো।

হঠাৎ পেছন থেকে মাথায় এসে পড়লো রাইফেলের বাঁটের বাড়ি। চোখের সামনে ফুটে উঠলো হাজার হাজার উজ্জ্বল ফুল। মাটিতে লুটিয়ে পড়লো ড্যানি···

চোখ মেললো ড্যানি। চোখ পড়লো আকাশের দিকে। তারা জ্বলছে। মাথার পেছনে অসহ্য যন্ত্রণা।

হঠাৎই মনে পড়ে গেল তার সবকথা। জেজিবেল! জেজিবেল কোথায়? উঠে বসলো তাড়াহুড়ো করে। সারা শরীরে ব্যথা। ককিয়ে উঠলো সে একবার। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো।

কোথাও চিহ্নও নেই জেজিবেলের। নিশ্চয় ধরে নিয়ে গেছে ডাকাতেরা।

সামান্য সময়ের পরিচয়। কিন্তু এরই মাঝে বিদেশী মেয়েটার ওপর কেমন মায়া বসে গেছে তার! ডাকাতেরা জেজিবেলকে ধরে নিয়ে একটা জায়গাতেই যাবে। ওদের গাঁয়ে। নিশ্চয় ভীষণ অত্যা-চার চালাবে মেয়েটার ওপর। তার আগেই তাকে উদ্ধার করতে হবে।

পা চালালো ড্যানি···

জঙ্গলে ঢুকে পড়লো টারজান স্মিথ আর বারবারাকে নিয়ে। বেরিয়ে এলো ওপাশে।

বেবুনদের হাতে দুজনকে তুলে দিলো টারজান। তাঁবুতে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দিলো।

অবাক হলো স্মিথ আর বারবারা।

'ভয় নেই,' হেসে বললো টারজান। 'ওরা কোনো ক্ষতি করবে না আপনাদের। ঠিক পৌঁছে দেবে তাঁবুতে। নিশ্চিন্তে চলে যান।'

ওদেরকে রওনা করিয়ে দিয়ে আবার ফিরলো টারজান। দ্রুত বেরিয়ে এলো বন থেকে। ঠিই এই সময় কানে এলো তার ঘোড়ার খুরের শব্দ। তাড়াতাড়ি আবার একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো সে।

পনেরো

ডাকাতদের হাতে আবার ধরা পড়লো ড্যানি।

হুঁশিয়ার হয়ে গেছে ডাকাতেরা। বেড়া টপকে বার বার ঢুকে পড়ছে বাইরের লোক, পালিয়ে যাচ্ছে বন্দি। কাজেই ওদিকটায় কড়া পাহারা রেখেছে ওরা এখন। অন্ধকারে আত্মগোপন করে আছে ওরা। তাই, লাফিয়ে বেড়ার এপাশে নেমেই বন্দি হলো ড্যানি।

এতো রাতে আর কিছু করার ইচ্ছা নেই ডোমিনিকের। বন্দিকে কয়েদখানায় আটকে রাখতে বলে ঘুমাতে চলে গেল সে। সকালে উঠে যা করার করবে।

কাঠের বেড়া দেয়া একটা কুঁড়েতে এনে ড্যানিকে ঢোকালো ডাকাতেরা। অন্ধকারে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে চলে গেল।

অসহায়ের মতো মাটিতে পড়ে রইলো দুর্ধর্ষ বন্দুকবাজ। দপ দপ করছে মাথার পেছনটা। রক্ত শুকিয়ে জটা হয়ে গেছে চুল। বাইরে নিথর রাত। অনেক দূরে তৃণভূমির দিক থেকে ভেসে আসছে সিংহের ডাক। শোনা গেল হায়েনার হাসি। তার পর পরই লম্বিত

লয়ে শেয়াল ডেকে উঠলো।

আবার নীরবতা। হঠাৎ ফিসফিস করে কথা বলে উঠলো কেউ। মেয়ে কণ্ঠ। 'দেবতা, ঘুমিয়ে পড়েছেন?'

সেরেছে! তার মতো এক হাইজ্যাকারকে দেবতা বলছে! আস্তে করে সাড়া দিলো ড্যানি, 'না! জেজিবেল?'

'হ্যাঁ। নড়তে চড়তে পারছেন?'

'নাহ্! ব্যাটারা বাঁধতে জানে!'

'আমি পারছি। মেয়েমানুষ বলেই বোধহয়, বেশি শক্ত করে বাঁধেনি। শুধু হাত বেঁধেছে, পা নয়।'

টের পেলো ড্যানি, তার পাশে এসে বসেছে মেয়েটা।

'আপনি চুপ করে থাকুন, দেখি খোলা যায় কিনা। ছুরি-টুরি আছে?'

'না।'

'দাঁত দিয়েই খোলার চেষ্টা করবো। অনেকখানি ঢিল করে ফেলেছি আমার বাঁধন।'

নীরবতা। বাঁধন খোলার আপ্রাণ চেষ্টা করছে জেজিবেল।

অপেক্ষা করে রইলো ড্যানি। অনেকক্ষণ পর বললো, 'কি হলো? পেরেছো?'

'প্রায়··· ব্যস, খুলে গেছে! এইবার আপনার বাঁধন···'

শরীরে নরম ছোঁয়া লাগলো ড্যানির। হঠাৎই এক ধরনের অদ্ভুত রোমাঞ্চ অনুভব করলো, যা কখনো করেনি এর আগে। অবশ্য, নারীদের সংস্পর্শে কখনো যায়ওনি সে।

পনেরো

ডাকাতদের হাতে আবার ধরা পড়লো ড্যানি।

হুঁশিয়ার হয়ে গেছে ডাকাতেরা। বেড়া টপকে বার বার ঢুকে পড়ছে বাইরের লোক, পালিয়ে যাচ্ছে বন্দি। কাজেই ওদিকটায় কড়া পাহারা রেখেছে ওরা এখন। অন্ধকারে আত্মগোপন করে আছে ওরা। তাই, লাফিয়ে বেড়ার এপাশে নেমেই বন্দি হলো ড্যানি।

এতো রাতে আর কিছু করার ইচ্ছা নেই ডোমিনিকের। বন্দিকে কয়েদখানায় আটকে রাখতে বলে ঘুমাতে চলে গেল সে। সকালে উঠে যা করার করবে।

কাঠের বেড়া দেয়া একটা কুঁড়েতে এনে ড্যানিকে ঢোকালো ডাকাতেরা। অন্ধকারে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে চলে গেল।

অসহায়ের মতো মাটিতে পড়ে রইলো দুর্ধর্ষ বন্দুকবাজ। দপ দপ করছে মাথার পেছনটা। রক্ত শুকিয়ে জটা হয়ে গেছে চুল। বাইরে নিথর রাত। অনেক দূরে তৃণভূমির দিক থেকে ভেসে আসছে সিংহের ডাক। শোনা গেল হায়েনার হাসি। তার পর পরই লম্বিত

লয়ে শেয়াল ডেকে উঠলো।

আবার নীরবতা। হঠাৎ ফিসফিস করে কথা বলে উঠলো কেউ। মেয়ে কণ্ঠ। 'দেবতা, ঘুমিয়ে পড়েছেন?'

সেরেছে! তার মতো এক হাইজ্যাকারকে দেবতা বলছে! আস্তে করে সাড়া দিলো ড্যানি, 'না! জেজিবেল?'

'হ্যাঁ। নড়তে চড়তে পারছেন?'

'নাহ্! ব্যাটারা বাঁধতে জানে!'

'আমি পারছি। মেয়েমানুষ বলেই বোধহয়, বেশি শক্ত করে বাঁধেনি। শুধু হাত বেঁধেছে, পা নয়।'

টের পেলো ড্যানি, তার পাশে এসে বসেছে মেয়েটা।

'আপনি চুপ করে থাকুন, দেখি খোলা যায় কিনা। ছুরি-টুরি আছে?'

'না।'

'দাঁত দিয়েই খোলার চেষ্টা করবো। অনেকখানি ঢিল করে ফেলেছি আমার বাঁধন।'

নীরবতা। বাঁধন খোলার আপ্রাণ চেষ্টা করছে জেজিবেল।

অপেক্ষা করে রইলো ড্যানি। অনেকক্ষণ পর বললো, 'কি হলো? পেরেছো?'

'প্রায়·· ব্যস, খুলে গেছে! এইবার আপনার বাঁধন···'

শরীরে নরম ছোঁয়া লাগলো ড্যানির। হঠাৎই এক ধরনের অদ্ভুত রোমাঞ্চ অনুভব করলো, যা কখনো করেনি এর আগে। অবশ্য, নারীদের সংস্পর্শে কখনো যায়ওনি সে।

ড্যানির বাঁধন খুলতে শুরু করলো জেজিবেল অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে। খুব কঠিন কাজ। কিন্তু দমলো না সে। কোনোমতে দেবতার বাঁধন খুলে দিতে পারলে বেরিয়ে যাবার একটা উপায় হয়তো হয়ে যাবে।

ড্যানির হাতের বাঁধন খোলা শেষ। শরীরে পেঁচানো দড়িও খুলে দিলো জেজিবেল। বাকি রয়েছে শুধু পায়ের বাঁধন। উঠে বসে হাত বাড়ালো বন্দুকবাজ।

ঠিক এই সময় শব্দ হলো দরজায়। কেউ ঠেলা দিচ্ছে···

পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থেকে ঘোড়সওয়ারদের চলে যেতে দেখলো টারজান। স্বর্ণকেশী একটা মেয়েকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। নিশ্চয় গাঁয়ে নিয়ে যাবে। পরে গিয়েও ওকে উদ্ধার করা যাবে, ভাবলো সে। আগে ড্যানিকে খুঁজে বের করা দরকার। মিডিয়ান ধর্মগুরুদের হাতে গিয়ে পড়েছে কিনা, কে জানে! তাহলে সর্বনাশ!

ছুটলো টারজান। এসে পড়লো সুড়ঙ্গের কাছে। দাঁড়িয়ে পড়লো। বাতাসে ভুরভুর করছে ঘোড়া আর মানুষের গন্ধ। তবে সব চেয়ে তীব্র গন্ধ রক্তের। মানুষের রক্ত। তবে কি ভেতরে ঢোকেনি ড্যানি? এদিকেই কোথাও পড়ে আছে? কোথায়? সুড়ঙ্গে ঢোকার আগে বাইরেটা ভালোমতো দেখার সিদ্ধান্ত নিলো টারজান।

গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলো সে। পৌঁছে

গেল সেখানটায়, যেখানে পড়ে গিয়েছিলো ড্যানি। রক্ত পড়ে আছে এখনো।

এদিক ওদিক চেয়ে ড্যানির চিহ্ন খুঁজলো টারজান। বসে পড়লো মাটিতে। পায়ের ছাপ দেখলো। কঠিন পাথরে ছাপ তেমন নেই, শুধু জুতোর তলা থেকে ঝরে পড়া বালি। সাধারণ কোনো শিকারীর পক্ষে ওই ছাপ খুঁজে পাওয়াই মুশকিল, কিন্তু টারজান সাধারণ মানুষ নয়।

অন্য ছাপগুলো থেকে ড্যানির জুতোর ছাপ আলাদা করে চিনে নিলো টারজান। অনুসরণ করে নেমে এলো নিচে। এক জোড়া উঠে গেছে, একজোড়া নিচে নেমেছে। তারমানে মারা যায়নি ড্যানি, বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলো। হুঁশ হওয়ার পর নেমে গেছে নিচে। কিন্তু কোথায় গেল?

পাহাড়ের গোড়ায় এসে দাঁড়ালো টারজান। এগিয়ে গেছে ড্যানির জুতোর ছাপ। অনুসরণ করে চললো সে।

ডাকাতদের গাঁয়ে পৌঁছে গেল টারজান। নিঃশব্দে উঠে পড়লো বেড়ার মাথায়। শিকারী বেড়ালের চোখকে ফাঁকি দেয়া যায়, কিন্তু তার চোখ এড়ায় না কিছু। অন্ধকারে আত্মগোপন করে থাকা প্রহরীদের দেখে ফেললো সে। চট করে নেমে পড়লো আবার বেড়ার ওপর থেকে। ঘুরে এগিয়ে চললো।

অনেকখানি এগিয়ে এসে আবার বেড়ায় উঠলো টারজান। নিচে তাকালো। না, এদিকে কেউ নেই পাহারায়। নেমে পড়লো অন্য পাশে।

ঘোলাটে চাঁদের আলো। কুকুরগুলোকে মেরে ফেলেছে সে আর ড্যানি সকালবেলা। ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে আসার কেউ নেই। প্রহরীদেরকেও দেখা যাচ্ছে না। খাঁ খাঁ করছে পুরো আঙিনা। কেমন একটু খটকা লাগলো টারজানের। এতো বেখেয়াল হলো ওরা! একমাত্র বেড়ার একটা দিকেই পাহারা রেখেছে।

সারি সারি কুঁড়ে। প্রতিটি কুঁড়ের সামনে দাঁড়িয়ে ফাকফোকরে নাক ঠেকিয়ে গন্ধ নিলো সে।

অবশেষে এসে দাঁড়ালো কাঠের বেড়া দেয়া কুঁড়েটার সামনে। একবার শুঁকেই বুঝে গেল যা বোঝার।

ঘুরে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো টারজান। বাইরে থেকে কড়ায় তালা আটকে রাখা হয়েছে।

মুঠো করে তালাটা চেপে ধরলো টারজান। প্রচণ্ড একটা মোচড়। ভেঙে গেল কড়া। দরজায় ঠেলা দিলো টারজান। ঢুকে পড়লো ঘরে।

ড্যানি আর জেজিবেলকে নিয়ে বেরিয়ে এলো টারজান। কোনদিক দিয়ে বেরোবে? বেড়ার দিকেই যাবে আবার? ঠিক এই সময় জ্বলে উঠলো মশাল।

চমকে উঠলো ওরা। দ্রুত একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখলো টারজান। মাটি ফুঁড়ে এসে উদয় হয়েছে যেন ব্যাটারা। হাতে রাইফেল। ঘিরে ফেলেছে ওদেরকে।

অর্ধচন্দ্রাকারে এগিয়ে এলো ডাকাতেরা। পিছিয়ে যেতে লাগলো তিনজনে। সতর্ক দৃষ্টি।

সেই গাছটার কাছে এসে পড়লো তিনজনে, যেটা থেকে সকালবেলা ডাল ভেঙে পড়েছিলো। টারজান। চলে এলো গাছের নিচে। কিন্তু এখানে নিয়ে আসা হয়েছে কেন তাদেরকে?

অনেক বেশি দেরিতে বুঝলো টারজান। ততোক্ষণে গাছ থেকে নেমে এসেছে শক্ত দড়ির জাল···

দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে আগুনের কুণ্ড।

খুঁটির সঙ্গে পিছমোড়া করে বাঁধা হয়েছে টারজান আর ড্যানিকে। জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হবে ওদেরকে। জেজিবেলকে বেঁধে মাটিতে ফেলে রাখা হয়েছে। দু'পাশে বসেছে স্টাবুচ আর ডোমিনিক। অদ্ভুত দৃষ্টিতে বার বার তাকাচ্ছে সুন্দরী মেয়েটার দিকে। ওকে পছন্দ হয়ে গেছে ওদের। আপাতত মারবে না। নিজেদের ভোগের জন্যে রেখে দেবে।

সব চেয়ে বড় দুশমনকে হাতে পেয়েছে আজ। ডাকাতদের আনন্দ আর ধরে না। মস্ত উৎসবের ব্যবস্থা করে ফেললো ওরা শত্রু-নিধনকে কেন্দ্র করে। জবাই হয়ে গেল মোষ। দরাজ হাতে ভাঁড়ারের তালা খুলে দিলো ডোমিনিক। যে যতো পারো, খাও মদ।

ঢাক নিয়ে এলো কয়েকটা কাফ্রী। নাচবে।

মুগুড়ের বাড়ি পড়লো বিশাল ঢাকে। গম্ভীর শব্দ উঠলো। বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে নাচতে শুরু করলো ডাকাতেরা।

রাত বেশি নেই। ওদের নাচ আর খাওয়া শেষ হতে হতেই পুবের

আকাশ ফর্সা হয়ে উঠলো। এইবার আসল কাজ। বন্দিদের পায়ের কাছে কাঠকুটো আগেই জড়ো করে রাখা হয়েছে। আগুন জ্বালিয়ে দিলেই হলো।

আগুন জ্বালানোর নির্দেশ দিলো ডোমিনিক।

ষোলো

ঢাকের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল লর্ড প্যাসমোরের। বিছানায় উঠে বসলেন তিনি।

সকালে কয়েকবার শুনেছেন মেশিনগানের শব্দ। লোক পাঠিয়েছেন খোঁজ নিতে। তারা এসে জানিয়েছে, গ্রামটার কথা। ওদের সন্দেহ, গ্রামটাতে থাকে দুর্ধর্ষ এক ডাকাতের দল, তাদের সর্দার এক শ্বেতাঙ্গ।

গুজবটা এর আগেও কানে পৌঁছেছে প্যাসমোরের। এখন নিশ্চিত হলেন। কিন্তু বিশাল এক ডাকাতদলের বিরুদ্ধে কিছু করার নেই তাঁর একার। লোক লাগবে। ঠিক করেছেন, আগে বারবারাকে খুঁজে বের করবেন। তাকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিয়ে সেনাবাহিনী নিয়ে আসবেন।

অভিজ্ঞ শিকারী প্যাসমোর। ওই ঢাকের শব্দের মানে জানা আছে। নিশ্চয় নরবলী হচ্ছে কোথাও। এদিকেই আছে নরখাদকরা! অবাক হলেন তিনি। নাহ্, দেখতেই হচ্ছে! উঠে পড়লেন তিনি। হতভাগাকে বাঁচাতেই হবে!

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন প্যাসমোর।

বেজেই চলেছে ঢাক। মস্ত বড় উৎসব হচ্ছে, বুঝতে পারলেন লর্ড।

পুব আকাশে ধলপহর দেখা দিলো।

পাশে চলে এলো কুলিসর্দার। 'বাওয়ানা, ওটাই ডাকাতদের গাঁ।'

'তাই নাকি!' চিন্তিত হয়ে পড়লেন প্যাসমোর। ওখান থেকেই আসছে ঢাকের শব্দ।

পিছিয়ে আসার লোক নন লর্ড প্যাসমোর। দ্রুত পরামর্শ করে নিলেন নিজেদের মাঝে।

কুলিসর্দার জানালো, গ্রামটার একটাই মাত্র ফটক। ওটা আটকে বসতে হবে আগে। তাহলে আর বেরোতে পারবে না ডাকাতেরা। তাদের কাছে বেশ কিছু রাইফেল রয়েছে। ডাকাতেরা বেরোতে গেলেই গুলি করতে পারবে। কোনো কৌশলে বন্দি কিংবা বন্দিদেরকে বের করে আনতে পারলে, তারপর বোঝাপড়া হবে ডাকাতদের সঙ্গে। সেটা পরের কথা। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।

দলকে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন লর্ড প্যাসমোর।

ঢাকের শব্দ বিশেষ কৌতূহল সৃষ্টি করলো বেবুনের দলের মাঝে।

অনেক বয়েস হয়েছে বেবুনরাজ জুগাসের। কিন্তু এই অঞ্চলে

এরকম শব্দ আর শোনেনি সে। বাপ-দাদাদের মুখে শুনেছে, দক্ষিণের জঙ্গলে কালো মানুষেরা বাস করে। তারা মানুষ পুড়িয়ে খায়। রীতিমতো ঘেন্না হয় জুগাসের স্বজাতী খাওয়ার কথা ভাবলেই। তবে, মানুষদের ব্যাপার আলাদা। ওরা পারে না, কিংবা করে না, এমন কোনো কাজ নেই।

কোথায় কি হচ্ছে, দেখার খুব কৌতূহল হলো জুগাসের। ভোরও হয়ে এসেছে প্রায়। মেয়ে আর বাচ্চাদের পাহারায় কয়েকটা শক্তসমর্থ পুরুষকে রেখে বাকি দল নিয়ে বেরিয়ে পড়লো রাজা।

শুকনো কাঠে আগুন ছোঁয়াতে যাবে এক ডাকাত, এই সময় গর্জে উঠলো রাইফেল। হঠাৎ বাঁকা হয়ে গেল লোকটা পেছন দিকে, পর মুহূর্তেই দড়াম করে আছড়ে পড়লো মাটিতে।

চমকে ফিরে তাকালো সবাই।

উৎসবে মত্ত ছিলো ওরা। গেটের কাছে পাহারা রাখার কথা ভাবেনি। দেখলো, ওটা অবরোধ করে বসে আছে একদল লোক। তাদের সবাই কালো, একজন ছাড়া।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো ডোমিনিক। গর্জে উঠলো, 'কে তোমরা? এতোবড় সাহস! আমার লোককে গুলি করে মারো!'

'লর্ড প্যাসমোরের নাম শুনেছো?' বলে উঠলেন শিকারী।

'ল-র্ড প্যা-স-মোর।' চোখ বড় বড় হয়ে গেল ডোমিনিকের। সামলে নিলো পরমুহূর্তেই। 'শুনেছি! কিন্তু এখানে কি চাই?'

'চাই, বন্দিদেরকে ছেড়ে দেয়া হোক। ওরা কোনো দোষ করে

থাকলে, কোর্টে বিচার হবে। পুড়িয়ে মারার কোনো অধিকার দেয়া হয়নি তোমাকে।'

'যদি না ছাড়ি?' বললো ডোমিনিক। প্যাসমোর এসে হাজির হয়েছেন, সতর্ক হবার প্রয়োজন আছে। তবে কতো লোক সঙ্গে এনেছেন, সেটা বোঝা দরকার।

'ছাড়িয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করবো।'

'হুঁ।' স্টাবুচের দিকে তাকালো ডোমিনিক। চোখে চোখে কথা হয়ে গেল দুই কমরেডের।

হঠাৎ দু'পাশে ঝাঁপ দিলো দুজনে। একই সঙ্গে দুজনের হাতে বেরিয়ে এলো পিস্তল। গুলি চালালো।

চোখের পলকে ঘটে গেল ঘটনা। শাঁ করে কানের পাশ দিয়ে গুলি বেরিয়ে গেল লর্ড প্যাসমোরের। পেছনে আর্তনাদ করে উঠলো এক কুলি। পড়ে গেল।

এক পাশে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন লর্ড। গুলি চালানোর নির্দেশ দিলেন নিজের দলকে। শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড লড়াই।

আশপাশ দিয়ে শাঁ শাঁ করে গুলি বেরিয়ে যাচ্ছে। যে কোনো সময় লেগে যেতে পারে গায়ে। বাঁধন খোলার ব্যর্থ চেষ্টা চালালো টারজান আর ড্যানি।

কঠিন বাঁধন। এক বিন্দু ঢিল হচ্ছে না। হাল ছেড়ে দিলো টারজান। হঠাৎ চোখ পড়লো তার বেড়ার ওপর। গম্ভীর হয়ে বসে আছে জুগাস। দেখছে।

চেঁচিয়ে উঠলো টারজান। বেবুনদের ভাষায় বললো, 'জুগাস, জলদি করো! জলদি এসে বাঁধন খোলো! আর কেউ এসেছে?'

'আমার যোদ্ধারা এসেছে!' বলেই ফিরে তাকালো জুগাস। চেঁচিয়ে নির্দেশ দিলো নিজের দলকে।

বেড়ার ওপর উঠে পড়তে লাগলো বেবুনেরা। অসংখ্য। ওখান থেকেই ঝাপাঝপ লাফিয়ে ধরে ফেললো গাছটা। নেমে আসতে লাগলো হুড়মুড় করে।

কাছে এসে গেল জুগাস। বাঁধন খুলতে লাগলো টারজানের।

চেঁচিয়ে উঠে রাইফেল তুললো এক ডাকাত। গুলি করার আগেই আক্রান্ত হলো বেবুনদের হাতে।

মুক্ত হয়ে গেল টারজান আর ড্যানি।

একটা ছুরি তুলে নিয়ে ছুটলো টারজান। ড্যানি কুড়িয়ে নিলো একটা রাইফেল। জেজিবেলকে মুক্ত করতে ছুটলো সে।

টারজানকে আসতে দেখে পিস্তল তুললো স্টাবুচ। গুলি করার আগেই হাতের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো একটা বেবুন। পিস্তল ফেলে দিলো তার হাত থেকে।

ঘুরেই ছুটলো স্টাবুচ। পেছনে তাড়া করলো টারজান।

ডোমিনিককে আক্রমণ করে বসলো একদল বেবুন।

চতুর্দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে দিশেহারা হয়ে গেল ডাকাতের দল। যার যার প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

জেজিবেলকে মুক্ত করে ফেললো ড্যানি। ছুটে গিয়ে কোনো কুঁড়ের

আড়ালে লুকিয়ে পড়তে বলে ফিরে দাঁড়ালো। হাতে রাইফেল। আর তাকে পায় কে? গুলি চালিয়ে গেল একনাগাড়ে।

চারদিকে তাকালো ড্যানি। ডোমিনিককে দেখতে পেলো। প্রাণ পণে যুঝছে বেবুন-দের সঙ্গে। আঁচড়ে-খামচে তাকে নাস্তানা-বুদ করে দিচ্ছে ভয়ংকর জীবগুলো।

ছুটে এলো ড্যানি।

'বাঁচাও আমাকে! প্লীজ!' কাতর কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো দুর্ধর্ষ ডাকাত-সর্দার।

ক্ষেপে উঠেছে বেবুনেরা। তাদেরকে ঠেকানো এখন ড্যানির কর্ম নয়। পারে, যদি গুলি করে। কিন্তু সেটা সে করতে যাবে না কিছুতেই। বেবুনেরা এখন শত্রু ভেবে বসলে কেউ বাঁচাতে পারবে না তাকে।

লাফ দিলো টারজান। ডিগবাজি খেয়ে এসে পড়লো স্টাবুচের ওপর।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল স্টাবুচ।

ছুরিটা কোমরে গুঁজে রেখে শার্টের কলার ধরে তাকে টেনে তুললো টারজান। ফেরালো নিজের দিকে।

ভয়ানক এক ঘুসি খেয়ে উড়ে গিয়ে পড়লো গুপ্তচর। নাকটা আর আগের মতো নেই, একেবারে বসে গেছে। হাঁচড়ে পাঁচড়ে ওঠার চেষ্টা করলো সে। পারলো না। তার আগেই এসে পড়লো টারজান। পেটে লাথি খেয়ে হুঁক আওয়াজ বেরোলো স্টাবুচের

মুখ থেকে। হাঁ করে শ্বাস নেবার চেষ্টা করছে।

দুই ঠ্যাঙ ধরে স্টাবুচকে টেনে তুললো টারজান। ঘোরাতে শুরু করলো। বাড়তে লাগলো গতি। সুতার মাথায় পাথর কিংবা ভারি কিছু বেঁধে যেভাবে ঘোরায় বাচ্চা ছেলে, তেমনি ভাবে টারজানের হাতে ঘুরতে লাগলো স্টাবুচ।

হঠাৎ দু'হাতের মুঠোই আলগা করে ফেললো টারজান। উড়ে গিয়ে দশ হাত দূরে আছড়ে পড়লো স্টাবুচ, ধুপ্‌প্‌ করে ময়দার বস্তা পতনের মতো শব্দ হলো। জ্ঞান হারালো গুপ্তচর।

লড়াই শেষ।

বিশাল আঙিনায় শুধু লাশ আর লাশ। একটা ডাকাতও বেঁচে নেই। হয় গুলি খেয়েছে, কিংবা বেবুনদের হাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে মরেছে।

ডোমিনিকের অবস্থা করুণ। ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলেছে তাকে বেবুনেরা। একটা চোখ গলে গেছে। নাকটা খাবলে তুলে নেয়া হয়েছে। ধারালো দাঁতে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে কণ্ঠনালী। বীভৎস দৃশ্য।

স্টাবুচকে বন্দি করলেন লর্ড প্যাসমোর!

সতেরো

লর্ড প্যাসমোরের সঙ্গে যেতে রাজি হলো না বারবারা কলিস। ডক্টর স্মিথের গবেষণা শেষ হলে তার সঙ্গে ফিরবে দেশে।

ড্যানির তো যাবার প্রশ্নই ওঠে না। পুলিশ নেই এখানে, প্রচুর শিকার রেয়ছে। সেই সঙ্গে এসে যোগ হয়েছে এক নতুন রোমাঞ্চ, স্বর্ণকেশী, সুন্দরী জেজিবেল। স্মিথের সঙ্গে আদৌ আর দেশে ফিরবে, নাকি চিরদিনই রয়ে যাবে আফ্রিকায়, তাই ভাবছে।

টারজান ফিরে গেছে তার নিজের রাজ্যে, দক্ষিণাঞ্চলের জঙ্গলে।

অগত্যা, ফিরে চললেন লর্ড প্যাসমোর। সঙ্গে নিয়ে চললেন বন্দি স্টাবুচকে।

দিন চারেক পর।

সাঁঝের বেলা এক বনের প্রান্তে থামলেন প্যাসমোর। তাঁবু ফেলার নির্দেশ দিলেন লোকজনকে।

রাত হলো। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ঘুমাতে গেল সবাই।

স্টাবুচের চোখে ঘুম নেই। বিছানায় গড়াগড়ি করছে খালি।

বাইরে অন্ধকার রাত। তাঁবুর বাইরে পাহারায় রয়েছে রাইফেলধারী প্রহরী। তাকে কাবু করে ফেলতে পারবে সে। পালিয়ে যাবে?

পথঘাট কিছুই চেনে না স্টাবুচ। তবে, একটা ঘোড়া আর রাইফেল দখল করে ফেলতে পারলে হয়তো গিয়ে পৌঁছুতে পারবে একদিন নিরাপদ জায়গায়।

দুর্গম অঞ্চল। একা পালানোর সাহস করবে না স্টাবুচ, তাই তাকে বেঁধে রাখার দরকার মনে করেননি লর্ড প্যাসমোর। সুযোগটা কাজে লাগালো গুপ্তচর।

আস্তে করে তাঁবুর পর্দা ফাঁক করে বাইরে উঁকি দিলো স্টাবুচ। আগুন জ্বলছে। বসে বসে ঢুলছে প্রহরী। রাইফেলটা কোলের ওপর।

পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলো স্টাবুচ। ছোঁ মেরে পাহারাদারের কোলের ওপর থেকে তুলে নিলো রাইফেলটা। ধাঁ করে বসিয়ে দিলো লোকটার মাথায়।

ভীষণ জোরে আঘাত হেনেছে। বোধহয় মরেই গেছে লোকটা। কিন্তু সেটা দেখার দরকার মনে করলো না স্টাবুচ। তাড়াতাড়ি চলে এলো ঘোড়াগুলোর কাছে। দ্রুত হাতে খুলে নিলো একটা ঘোড়ার দড়ি।

বিস্তীর্ণ তৃণভূমির ওপর দিয়ে ঝড়ের গতিতে ছুটে চলেছে ঘোড়া।

অন্ধকার রাত। আকাশে তারার আলো। কোন্‌দিকে যাচ্ছে স্টাবুচ, ঠিক বুঝতে পারছে না। তবে আপাতত তাঁবুর কাছ থেকে

যতো দূরে সরে যাওয়া যায়, সেটাই লক্ষ্য তার। হঠাৎ কানে এলো সিংহের গর্জন।

চমকে ফিরে তাকালো স্টাবুচ। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না জানোয়ারটাকে। ঘোড়ার পেটে জুতোর গোড়ালি দিয়ে গুঁতো লাগালো। প্রায় উড়ে চললো যেন ঘোড়া।

আবার শোনা গেল সিংহের গর্জন। একপাশে। এবারেও জানোয়ারটাকে দেখতে পেলো না স্টাবুচ। আবার শোনা গেল গর্জন। আরেক পাশে। আরে! একটা নয়! কয়েকটা!

তিন পাশ থেকে দ্রুত চেপে এলো সিংহগুলো। মুখ দিয়ে ফেনা বেরোচ্ছে ঘোড়াটার। আর পারছে না। তাছাড়া আতংকিত হয়ে পড়েছে। হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ওটা। সামনের পায়ের হাড় ভাঙার বিচ্ছিরি শব্দ উঠলো।

ছিটকে পড়ে গেল স্টাবুচ। হাত থেকে ছুটে গেছে রাইফেল। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে বসলো কোনোমতে। মাথা ঝাড়া দিলো। চোখ তুলে তাকালো একপাশে।

একজোড়া জ্বলন্ত চোখ, বেশ একটু দূরে। শুধু চোখজোড়াই, অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না চোখের মালিককে।

কি ভেবে ঝট করে আরেক পাশে তাকালো স্টাবুচ। আরেক জোড়া চোখ। পেছনে তাকালো। আছে, আরেক জোড়া।

অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে রাইফেলটা খুঁজতে শুরু করলো স্টাবুচ। হাতে ঠেকলো বাঁট। তুলে আনলো রাইফেল। একজোড়া চোখের দিকে নিশানা করলো। ট্রিগার টেপার আগের মুহূর্তে লাফিয়ে

পিছিয়ে গেল চোখজোড়া। গর্জে উঠলো রাইফেল। কিন্তু মিস হয়ে গেল বুলেট।

উঠে দাঁড়ালো স্টাবুচ। রাইফেলটা শক্ত করে চেপে ধরে ছুটলো।

বেশি দূরে এগোতে পারলো না স্টাবুচ। লম্বা ঘাসে পা বেধে পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে। রাইফেলটা ছাড়লো না হাত থেকে।

উঠে বসে ফিরে তাকালো স্টাবুচ। আছে জ্বলন্ত চোখগুলো। রাইফেল তুলে আবার ট্রিগার টিপে দিলো। বুঝলো, লাগাতে পারেনি এবারেও।

পাগলের মতো গুলি করে চললো স্টাবুচ। এর মাঝে একবার কানে এলো সিংহের চাপা আর্তনাদ। ভালোমতো লাগেনি গুলিটা। হয়তো সামান্য আহত করেছে একটা জানোয়ারকে।

খট করে শব্দ উঠলো হ্যামারের। গুলি বেরোলো না। নেই আর গুলি। ফুরিয়ে গেছে।

রাইফেলটা হাতে নিয়ে বোকার মতো জ্বলন্ত চোখগুলোর দিকে চেয়ে রইলো স্টাবুচ। আবার এগিয়ে এসেছে ওগুলো। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে কাছে, আরো কাছে। কি করে জানি টের পেয়ে গেছে, গুলি ফুরিয়ে গেছে রাইফেলের!

একেবারে কাছে চলে এসেছে তিন জোড়া চোখ। তিনটে বিশাল ছায়া চোখে পড়লো স্টাবুচের। সামান্য একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছে বলে মনে হলো একটা ছায়াকে।

গুলিশূন্য রাইফেলটা শক্ত করে চেপে ধরে আছে স্টাবুচ। স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে ধীরেসুস্থে এগিয়ে আসা নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে।

—: শেষ :—